Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

বিষয়	পৃষ্ঠ
সাধনার পথে	২৫৭
কালের নির্ঘণ্ট—বঙ্গভাষার জাতিরক্ষা—যুগকারের মৌলিকতা—সময়ের শিক্ষা, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণে—জাতিভেদ, শাস্ত্রে ও রাষ্ট্রে	
ধর্ম্ম-রহস্য	২৬৫
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘটক	
সাহিত্য ও মানবজীবন	২৬৯
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ	
অমৃত বচন	২৭৭
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি. ই	
আর্য্যমনোবিজ্ঞান	২৮০
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণদেব	
কবীরের দোঁহা	২৮৭
—শিবপ্রসাদ	
দশাবতার চরিত	২৮৮
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী	
বেকারসমস্যা	২৯৫
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ.	
রাষ্ট্র-প্রসঙ্গ—বৃটিশ শাসনে ভারত	২৯৮
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চন্দ বি-এ	
আলোচনা	৩৩৩
সত্যকাম জাবাল	
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	
মাস-পঞ্জি—ফাল্গুন, ১৩৪১	৩০৭

ষষ্ঠ বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৪১ [পঞ্চম সংখ্যা

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভারতের সাধনা

৬ষ্ঠ বর্ষ।

উদ্দেশ্য

আজ এই দুর্দ্দিনে যে সমুদয় গুরুতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—যে ঘোর বিপদ্‌পাতে এই দেশ ও জাতির অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা হইতেছে, তাহার সমুচিত সমাধান করিতে হইলে প্রকৃত আত্মশক্তির উদ্বোধন আবশ্যক। ব্যাপকভাবে সেই শক্তি রহিয়াছে ভারতের নিজ সাধনা বা কালচারে (cuture)এতে। তাঁহার স্বরূপ ও প্রকৃতি অবধারণ করিয়া, উহার বলে, জাতায় জীবনের সকল দিক—গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র শিক্ষা, সাহিত্য ও ব্যক্তিগত জীবন প্রকৃত নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। কার্য্যতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেই এই বিপদ্ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা আছে। 'ভারতের সাধনা এই আশা, আদর্শ ও উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

সাধারণ নিয়ম

প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়—কার্ত্তিক মাস হইতে বৎসর গণনা হইয়া থাকে এবং বৎসরের প্রথম হইতে পত্রিকা গ্রহণ করিতে হয়।

মূল্য

মূল্য বার্ষিক ৪৲ অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। গ্রাহকগণ মণিঅর্ডার যোগে পত্রিকার মূল্য পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ যোগে সময় ও অর্থ উভয়ই নিরর্থক ব্যয় হইয়া থাকে। মণিঅর্ডার কুপনে গ্রাহকগণের আপন নাম, ঠিকানা অবশ্য লিখিবেন। ।০ আনার ডাক টিকেট সহ লিখিলে এক খণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়।

প্রবন্ধ

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা—এবং জাগতিক কল্যাণ এবং এতদ্দেশের প্রকৃত ওলোকের প্রয়োজনাদির লক্ষ্যে, এই সাধনার মর্ম্ম ও কার্য্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপণ

দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দ্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়।

পত্রাদি ব্যবহার

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-ব্যবহার সম্পাদকের সহিত করিবেন; টাকাকড়ি ও কার্য্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

কার্য্যালয়

৮৪নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতের সাধনা

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

ষষ্ঠ বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৪১ [৫ম সংখ্যা

সাধনার পথে

কালের নির্ঘণ্ট

সময়টা নাকি খুবই খারাপ পড়িয়াছে। সংসার যায় যায় বলিয়া চারিদিকে আতঙ্কের রব শুনিতে পাওয়া যায়। ধূমকেতুর উদয়নে পৃথিবী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া সময় সময় ভীতি উঠে, ভূকম্পন, জলপ্লাবন বা ঝঞ্ঝাবাতে ভূপৃষ্টে খণ্ডপ্রলয় মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়াছে, বিবিধ পুরাবৃত্ত গ্রন্থে মহাপ্রলয়ের উল্লেখ দেখা যায়, আবার তাহা আসিবে তত্ত্বজ্ঞের ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আজ যে আশঙ্কা উপস্থিত তাহা জাগতিক ব্যাপারের ঐরূপ কোনও বিষয় লইয়া নহে। সৃষ্টিতত্ত্বের কোনও কঠিন সমস্যাও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। মানবীয় ইতিহাসের—লৌকিক ব্যাপারের—অদ্যকার এই মানবসমাজ ও মানবসভ্যতার এক গুরুতর অবস্থাতেই এই ভয় ও 'বপদের কথা উঠিয়াছে।

সমুদয় জাগতিক ব্যাপারের নিয়ম বা রীতি আছে ; তা ার মধ্যে মানবজগতের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বা বিশেষ রীতি আছে। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থই এই প্রকার কতকগুলি আপন আপন নিয়মে চলে। যে অহংকারের বশে ইহাদের এই স্বাতন্ত্র্যভাব তাহাও জাগতিক নিয়মের অঙ্গীয়। মানুষ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রধান বলিয়া তাহার মধ্যেই এই অহংকারভাব অধিক। ইহার জন্য তাহার সমুদয় বৈশিষ্ট্য—প্রকৃতির উপরে আধিপত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি, এক কথায় আজ যাহা মানব সমাজে সভ্যতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, তাহার বিকাশ হইয়া চলিয়াছে।

মানুষ তাহার এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি লইয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু জাগতিক শক্তি এতই প্রবল যে পরিণামে তাহাকে উহার কাছে অবনত হইতে হয়।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মানুষের উত্থানপতন, উন্নতিঅবনতি—ইতিহাসের ঘটনাবিপর্য্যয় এই অন্তর্বিপ্লবের ফল নির্দ্দেশ করে মাত্র। মানুষও প্রকৃতির অধীন; যতদিন সে তাহার সহিত মিল রাখিয়া চলে, ততদিন তাহার স্বাস্থ্য ও সুখ, অন্যথা উদ্বেগ ও মৃত্যু। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মানুষ যাহাতে প্রকৃতির বশে চলে, আপন উদ্ভ্রান্ত প্রকৃতিকে জাগতিক নিয়মের অধীন রাখে, সে জন্য নানা সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সংস্কৃত ভাষাতে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া কথিত। শাস্ত্র—যাহা শাসনে রাখে, অর্থাৎ মানুষকে তাহার সম্ভাবিত স্বভাব হইতে বিগড়াইয়া যাইবার ভাব হইতে রক্ষা করে, সংযত করিয়া চলে। সংযম মনুষ্যের রক্ষাকবচ। পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকের মধ্যে সর্ব্ব কালে অল্পাধিক পরিমাণে সংযমের ব্যবস্থা আছে। এই সংযম ধর্ম্মনীতি ও শাস্ত্রের মূলসূত্র এবং প্রকৃত মানবসভ্যতারও উহা নিয়ামক। এ জন্য শাস্ত্র-শাসিত ভারত সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত, ইতিহাসে তাহার স্থান অসাধারণ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তাহার দৃষ্টি অসীম।

আজ যে মানবজগতে বিভীষিকা দেখা দিয়াছে—মৃত্যুর ছায়া আসিয়া সর্ব্বত্র পড়িয়াছে, বিবাদ ও সংঘর্ষ সকল স্থানে বিরাজমান, একে অন্যের ভয়ে সন্ত্রস্ত, কেবল সংহারযন্ত্রের আয়োজনে রাষ্ট্রের সমুদয় বিভব নিয়োজিত হইতেছে, অনশন ও বেকার প্রশ্ন লইয়া সকলের উদ্ব্যস্ত, দুর্ব্বল ও অবনতের দিকে দৃষ্টি নাই, শক্তিশালী আপন ক্ষমতা রক্ষার জন্যই ব্যস্ত, অসহায় এবং দুর্ব্বল আপন জীবনের মায়া ভুলিয়া অন্যের গলায় ছুরি দিতে দ্বিধা করে না, চুরী চাতুরী হত্যা কিছুতে পশ্চাৎপদ নয়, আপন অন্তরের জ্বালায় জগতে অনলবৃষ্টি করিতে চাহে—এই যে আতঙ্ক আজ সকল লোকের মধ্যে উপস্থিত, তাহাও আধুনিক মানবপ্রকৃতির এক বিষম উদ্‌ভ্রান্ততারই পরিণাম। আধুনিক (modern) সভ্যতা বলিয়া যে বিষবৃক্ষটি আজ প্রায় চারি শতাব্দর ধরিয়া মানবজগতে জন্মলাভ করিয়া এক্ষণে সকল দেশের মনুষ্যের উপরে নানা প্রকারে আধিপত্য করিয়া বসিয়াছে, তাহার উদ্ভবকাল মানবপ্রকৃতির এক বিকট উদ্‌ভ্রান্ততার—বিকৃত অহংসর্ব্বস্বতা বা স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মনীষা এই অহঙ্কার (egoism) ও স্বাধীন চিন্তা (free thought) লইয়াই নীতি ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বাহ্যিক প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিতে চাহিল, কিন্তু নিজ অন্তঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিল না—ইহাতে যে উহারা স্বাধীন চিন্তার নামে জাগতিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা মাত্র করিল তাহা বুঝিতে পারিল না। যাহারা এই স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তক—ধর্ম্ম ও নীতির বহিষ্কারকর্ত্তা, পাশ্চাত্য ইউরোপের সেই সকল মনীষীরাই বর্ত্তমান যুগ বা বর্ত্তমান সভ্যতার জন্মদাতা বলিয়া সম্পূজিত হইতেছেন। এই চিন্তাস্বাতন্ত্র্য শীঘ্রই ধর্ম্ম ও নীতির আসনে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিল; মানুষের ভোগ-বাসনা নির্ব্বাধ স্রোতসলিলের ন্যায় আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। ফলে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের উৎকর্ষ কিছু সাধিত হইল না—লোকের ধনলিপ্সা ও ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির সাধনে তার নানা প্রকারের প্রয়োগ হইতে লাগিল। সেই জন্য বিজ্ঞান আজ বিনাশের যন্ত্র, বিজ্ঞান দ্বন্দ্ব ও বিবাদের সামগ্রী সরবরাহে নিয়োজিত! বাহিরের বস্তুজগতে উহা কত উন্নতি করিল বলিয়া তাহার খ্যাতির সীমা নাই, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার নিজ পরিধির সীমা বুঝিল না! আপন প্রকৃত লক্ষ্যের দিকেও দৃষ্টি রহিল না। মানবমনের বিভ্রান্তির সহিত মানব-বিজ্ঞানের উপযুক্ত সহযোগই ঘটিয়াছে! দর্শনের স্থান পদার্থ-

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বিজ্ঞান অধিকার করাতে অদ্যকার জ্ঞানজগতে যেমন নানা ব্যভিচার দেখা দিয়াছে, ধর্ম্মনীতির স্থানে অর্থনীতি প্রসার লাভ করিয়া মানবসমাজে ততোধিক দুরাচার প্রবেশ করাইয়াছে—সর্ব্বত্র অর্থনীতির প্রসার! এক বিকৃত অর্থনীতির প্রভাবে সমাজসাম্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতে যে সমাজবিপ্লব আসিয়াছে তাহাই অদ্যকার জগতের প্রধান বিভীষিকা! সংযম ও নীতিবিহীন মানব এই অল্প সময়ের মধ্যেই একটির পর আর একটী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করিল, জগৎব্যাপী মহাসমরে আত্মহননের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল, পুনঃ একে অন্যের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়া টুটি ছিঁড়িবার জন্য সমুদয় আয়োজনই করিতে ব্যস্ত; সমাজবিপ্লব ঘটাইয়াছে, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, আত্মজীবনেও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে! একমাত্র আত্মদৃষ্টি, শাস্ত্রনীতি ও সংযমের অভাবে অদ্যকার মনুষ্য মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছে!

বঙ্গভাষার জাতিরক্ষা।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সকলের শিক্ষার বাহন বাঙ্গলা ভাষাকে করা হইল। অবশ্যই বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য ভাষাভাষী ছাত্রগণকে তাহাদের নিজ নিজ ভাষায় পড়িতে হইবে। এবং পৃথক ভাষারূপে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকিবে।

বাঙ্গলা ভাষাতে বাঙ্গালীর শিক্ষা হইবে—ছাত্রগণ তাহাদের নিজ নিজ মাতৃভাষার বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিবে কিনা,—এই প্রশ্ন এক মাত্র এই হতভাগ্য দেশেই উঠিতে পারে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন কালে আজ এক শত বৎসরপূর্ব্বে, এরূপ এক প্রশ্নই উঠিয়াছিল—এ দেশের পূর্ব্ব প্রচলিত, সংস্কৃত ও আরবী-পারসীর শিক্ষা প্রচলিত থাকিবে, কি ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনাদির অধ্যয়ন প্রবর্ত্তিত হইবে? তখন কিন্তু প্রাদেশিক মাতৃভাষার কথা কাহারও মনে জাগে নাই। তাহা জাগিতে পারিত না। এই এক শত বর্ষ মধ্যেই প্রাদেশিক ভাষা—অন্ততঃ বঙ্গভাষার অসাধারণ উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। এক সুদীর্ঘ কালে বিজাতীয় শিক্ষা ও বিদেশীয় ভাষার প্রভাবে জাতিটার ভাষা ও চিন্তাধারা যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, বরং অন্য দিকে তাহার বিকাশ সাধনই ঘটিয়াছে, ইহা তাহার জাতীয় সত্তা ও সাধনার এক বিশেষ শক্তিরই পরিচায়ক। পর জাতির দৈহিক সেবার যে দাসত্ব তাহা অপেক্ষা-পরকীয় ভাষার পরিচর্য্যা অধিকতর সাংঘাতিক, তদপেক্ষাও গুরুতর পরের ভাবের অনুশীলন। ভারতবাসী আজ প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া এই তিন প্রকার মহাসঙ্কটেই ভুগিয়া আসিতেছে—এই ত্রিতাপে তাপিত। পৃথিবীর অপর যে কোনও লোক এইরূপ অবস্থায় পড়িলে, তাহার জাতীয় সত্তা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইত; ভারত যুগে যুগে এরূপ অবস্থার মধ্য দিয়াই আপন জীবনের লক্ষ্যে, নিজ সাধনার পথে চলিয়া আপন সত্তা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মানবসাধনার ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ঘটনা কিছু নাই। একালে ভারত সর্ব্বপ্রকারেই অবনত—শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়, হৃদ্‌পিণ্ড ছাড়া দেহের ন্যায়, মৃতবৎ অসার হইয়াই পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনসত্তার মূলে সাধনার পবিত্র ভূমিতে যে সত্যের বীজ নিহিত আছে, তাহা উহাকে মরিতে দিতে পারে না। তাহাই উহাকে যুগে যুগে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে প্রণোদিত করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলাভাষাকে শিক্ষার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া এক নব স্বাতন্ত্র্যযুগেরই সূচনা করিয়াছে। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনীষা এজন্য চিরসম্পূজিত হইয়া থাকিবে।

সুপকারের মৌলিকতা।—

ফরাসী সুপকার মঁসিও অগস্তে এস্কোফ্রিয়ার সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছে, পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভোজনবাগীশের মনে দুঃখের সীমা নাই! পাশ্চাত্যজগতে তাহার প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। কত নূতন নূতন খাদ্যের তিনি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, কত লোকের রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাহারই কৃতকার্য্যতায় ফরাসী দেশের পান ভোজন আজ পাশ্চাত্যের বহুদেশে প্রচলিত। এবং পোষাক ও পরিচ্ছদের নিত্য নূতন ফ্যাসানের ন্যায় পান ও ভোজনে নূতন নূতন সামগ্রীর প্রবর্ত্তন করিয়া ফরাসী পাশ্চাত্যের অপরাপর দেশগুলিকে একপ্রকারে আপন বশ্যতায় আনয়ন করিয়াছে। ফরাসী দেশের প্রস্তুত অনেক খাদ্যদ্রব্যও এক্ষণে অন্যান্য দেশে প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয়। ফরাসী তাহার এই প্রতিপত্তির জন্য মঃ এস্কোফ্রিয়ারের নিকট ঋণী।

লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ, রোম, বার্লিন, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি বড় বড় সহরে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ভোজনবিলাসের কেন্দ্র সকল প্রতিষ্ঠিত আছে—পৃথিবীর বড় বড় হোটেলগুলিতে যে সকল সুদক্ষ সুপকার রহিয়াছে, তাহাদের রন্ধনপ্রণালীতে এস্কোফ্রিয়ারের প্রভাব বিদ্যমান। এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকাতে যত রন্ধন-দক্ষ প্রসিদ্ধ লোক আছে তাহাদিগের শতকরা ৭৫ জন তাহার শিক্ষাতে শিক্ষিত; বিগত ৪০ বর্ষকাল মধ্যে কম পক্ষে ২০০০ হাজার ফরাসী রন্ধনক্রিয়াশীলকে সুশিক্ষা দিয়া সে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়াছে।

কথিত আছে যে, লণ্ডন কার্লেটন হোটেলে অবস্থানকালে ইহাকে একবার ইংলণ্ডেশ্বরের রাজপ্রাসাদে সুপকারের চাকুরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। এস্কোফ্রিয়ার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলে যে, কার্লেটন হোটেলে সে যে মাসিক ২০০০ হাজার পাউণ্ড (ত্রিশ হাজার টাকা) বেতন পায়, তাহা অবশ্যই রাজসরকার দিতে সক্ষম নহে; আবার এখানে সে প্রতিদিন যে বহুমূল্য খাদ্যদ্রব্য সমূহ প্রস্তুত করে, রাজবাটিতে বৎসরে অতি অল্প কয়েক দিন মাত্র তাহা প্রস্তুত করিবার অবসর তাহার ঘটিবে!

সুপকার এস্কোফ্রিয়ার ইংরেজী পড়িতে বা বলিতে পারিত না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই সে ইংরেজী শিখে নাই। **লণ্ডনে অবস্থানকালে তাহার অনুগত ভক্তেরা তাহাকে সনির্ব্বন্ধে ইংরেজী শিখিতে বলে। তাহাতে সে বলে, "সর্ব্বনাশ! তাহ'লে আমার রান্না খারাপ হইয়া যাইবে"**—তাহার রন্ধনে যে তাহার জাতীয় ফরাসী পাকপ্রণালী সংরক্ষিত আছে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিলে তাহার মৌলিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে! ফরাসী সুপকারের পরকীয় ভাষার অজ্ঞতা তাহার কার্য্যদক্ষতার যে রহস্য ভেদ করিয়া দিল, অদ্যকার পতিত ভারতের পক্ষে তাহা নানা প্রকারেই শিক্ষাপ্রদ। কয়েকটি কথা সহজেই মনে আসিতে পারে (১) পাক একটি মহাযজ্ঞ; স্বধর্ম্মে ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় না—লোকের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বভাবেই বিকাশ লাভ করে, পরকীয় ভাবে তাহার অপচয় ঘটে। স্বকীয়তা আবার

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বস্তুসত্তা অপেক্ষাও ব্যক্তিসত্তার উপরে অধিক উপকার সাধন করে। ভারতীয় হিন্দুদিগের স্বপাক ভোজনের প্রথা ইহার নিদর্শন। (২) আজ পরকীয় ভাব গ্রহণে, বিজাতীয় ভাষার অনুশীলনে ভারতবাসীর মনোবৃত্তি কতখানি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার এক দিগ্‌দর্শন ঘটে এই বিদেশীয় সুপকারের কথাতে। শিল্প ও কলার যে অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধি ভারতবাসীর হাতে চিরন্তন বিরাজমান ছিল, তাহা আজ দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে; রন্ধন কার্য্যে ভারতবাসীর গৃহে গৃহে যে বৈচিত্র্য-সম্ভার দেখা যাইত, তাহার স্থানে আজ এক নিদারুণ দৈন্যই দেখা দিয়াছে; জ্ঞান ও বিদ্যার ভূমিতে যে মৌলিকতা দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের প্রদেশে প্রদেশে পণ্ডিতগৃহে অত্যদ্ভুৎরূপেই ক্রিয়া করিয়া গিয়াছে, তাহা আজ একান্তই বিরল। (৩) কেবল ইহাই নহে, অদৃষ্টের এমনই নিদারুণ পরিহাস যে, আজ যাহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের এই গবেষণার কার্য্যই চলে ঐ বিজাতীয় ভাষার সাহার্য্য ও পরিচর্য্যা দ্বারা। বিকার যাহার প্রকৃতি তাহার আয়তন বাড়িয়াই চলে; সেজন্যই দেখা যায় আজ এই গবেষণারই (?) জন্য বিভিন্ন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগে এই গবেষণার নামে অনেক কিছু কার্য্য হইতেছে; অনেকানেক পুস্তক রচিত হইয়াছে; অনেক নিবন্ধ, নানা তত্ত্বের উদ্ঘাটন ও তাহার লিপিবদ্ধকরণে লিপিকারের কার্য্য ও পুস্তকাগের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে! পর-ভাবের অনুবর্ত্তন ও পরভাষার অনুশীলন বা রূপান্তরকরণ মাত্র কার্য্যতঃ ইহাদের গবেষণার দ্বারা যে ফল প্রসূত হইতেছে, ঐ ফরাসী সুপকারের মনের আশঙ্কা হইতেই তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। দেশের লোক যখন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরভাবের আক্রমণ বা পরভাষার উৎপীড়ন যখন তাহাদিগের উপর ছিল না, শিক্ষাদীক্ষা ও চিন্তাধারাতে যখন স্বাধীনতা বিরাজ করিত, তখন যে মৌলকতার খেলা এই দেশে হইয়া গিয়াছে, শিল্পকলা ও বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে যে নূতন নূতন উদ্ভাবনীশক্তি দেখা গিয়াছে, বিগত দুইশত বর্ষের চাপে তাহা বিনষ্টই হইয়াই গিয়াছে। যদিও বা তাহার বিকাশ স্থানে স্থানে দেখা দিতেছে তাহা বিকৃত কি প্রকৃত, তাহারই পরীক্ষা হইতে পারে ঐ সুপকারের কথাতে!

সময়ের শিক্ষা পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণে।—

পাট বাঙ্গালার প্রায় একচেটিয়া কৃষিসম্পদ—পৃথিবীর উৎপন্ন শতকরা ৯০ ভাগ পাটই বাঙ্গালাতে উৎপন্ন হয়। পাট এদেশে পূর্ব্বেও উৎপন্ন হইত; কারণ গৃহশিল্প হিসাবে পাটের প্রয়োজনীয়তা কম ছিল না, এবং তখন পাটের শিল্পজাতদ্রব্য বাংলা হইতে বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এদেশে পাটের চাষ ও উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাওয়াতে, এবং ভারতে বিদেশীয় বাণিজ্যপ্রধান জাতগুলির আধিপত্য প্রতষ্ঠিত হওয়াতে, বাহিরে পাটের প্রয়োজন অধিক দেখা দিয়াছিল। ১৮৩৫ অব্দে ডাণ্ডীতে প্রথম পাটের কল সংস্থাপিত হয়, কতকদিন পর হইতে কলিকাতার গঙ্গার তীরে বহুসংখ্যক পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। পাটের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষকেরাও দিন দিন পাটের চাষীজমির পরিমাণ বাড়াইয়া লইয়াছে। ১৮৮১ সনে এদেশে ২১ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল, তাহা বাড়িয়া ১৯২৬ সনে ৩৮ লক্ষ একরেরও বেশী হইয়াছিল। পাটের চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার কৃষকের ঘরে যে

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

অধিক পরিমাণ টাকার আমদানি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কৃষকেরা পাট হইতে গড়ে প্রতিবৎসর প্রায় ৩৬ কোটি করিয়া টাকা পাইয়াছে, ইহার মধ্যে ১৯২৬ সনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার আমদানি হয়; তাহাতে ঐ বৎসর বাঙ্গালায় আয় জনপ্রতি ১৫ টাকা করিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বিধির কোপ আজ পৃথিবীর বাণিজ্য ও অর্থক্ষেত্রের উপরে পড়িয়াছে। নানা মহাযন্ত্রে নির্ম্মিত দ্রব্যজাত লোকের আবশ্যকতার পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া যাইতেছে, সকল দেশেই বহু লোককে নিষ্কর্ম্মন্য বেকার অবস্থাতে কাল অতিপাত করিতে হইতেছে। এজন্য ক্রেতাদিগের ক্রয়শক্তি অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে; সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে। সকল দেশেই শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইতেছে। তবুও বাঙ্গালার কৃষকেরা নিজেদের ইচ্ছা ও বিচারহীনতা লইয়া পাটের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছিল। ফলে গত ১৯৩০ সনে যখন পৃথিবীব্যাপী অর্থের অনটন উপস্থিত, তখন বাঙ্গলার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ তাহার চাহিদা অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু এদেশের নানা প্রকারে উপায়হীন কৃষকেরা চাহিদার অতিরিক্ত পাট উৎপাদনে এযাবতকাল বিরত হয় নাই। (পৃথিবীতে এক্ষণে ৪০০০০০০ মণ পাটের আবশ্যকতা; কিন্তু গত বৎসরও ৪৫০০০০০০মণ পাট এদেশে উৎপাদিত হইয়াছে; অর্থাৎ ৫০লক্ষ মণ পাট আবশ্যকাতিরিক্ত হইয়াছে; কিন্তু পাটের দর গত কয়েক বৎসর যাবতই কমিয়া আসিয়াছে। এবং এই কয় বৎসর পাটচাষ দ্বারা কৃষকদিগের কিছু লাভ হওয়া দূরের কথা, তাহাদিগের খরচ বা পারিশ্রমিক মূল্যও আইসে না—এক মণ পাট উৎপাদন করিতে ৫৲ হইতে ৬৲ খরচ পড়ে, কিন্তু পাটের মূল্য ২॥০ হইতে ৪৲ টাকার অধিক উঠে নাই। তথাপি বাঙ্গলার কৃষকেরা কেন যে পাটের চাষ কমায় না তাহার অনুসন্ধান করিলে দেশের শোচনীয় অবস্থাই আরও বাহির হইয়া পড়ে

অবস্থা দেখিয়া আজ পাটচাষনিয়ন্ত্রণ জন্য রাজসরকার ও স্বদেশপ্রেমিকেরা তৎপর হইয়াছেন। ১৯৩০ অব্দে বঙ্গীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এজন্য প্রচারের কথা উঠিয়াছিল। তারপর বঙ্গীয় জাতীয় বণিক-সমিতিও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাটই বিগত কয়েক বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গলার অর্থাগমের একমাত্র উপায় হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহার অনটন দেখিয়া রাজা প্রজা সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে—প্রজার হাতে পয়সা আসে না সেজন্য জমিদারের খাজনা বা সরকারের রাজস্ব আদায় হয় না। অবস্থা দেখিয়া সরকার পক্ষ এবার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ জন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

এই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ পক্ষে আজ এই কথা নূতন উঠিয়া থাকিলেও, যখন পাট চাষ এইরূপ প্রসার লাভ করিতে থাকে, তখনই বাঙ্গালীর স্বস্থ চিত্তে ইহার বিরুদ্ধে এক প্রকার বিদ্বেষ বা বিদ্রোহ ভাব উঠিয়াছিল। এ কালের যে যে বিষয় বা ভাব বাহির হইতে আসিয়াছে—শিক্ষা, সভ্যতা, ভোগ বিলাস, তাহা আপাত দৃষ্টিতে যতই মনোরম বা লাভপ্রদ বলিয়া মনে হউক না কেন, এবং দেশের লোক তাহাতে যতই অভিভূত হউক্ না কেন, পরিণামে তাহার ফল এরূপই শোচনীয় হইয়াছে ও হইবে; আর দেশের এক শ্রেণীর লোক, যাহাদিগের চিত্তে প্রকৃত স্বাদেশিকতা বিদ্যমান, তাহারা তাহাতে প্রথমেই বিদ্বিষ্ট না হইয়া যান নাই। বাঙ্গলার সাধারণ প্রজা ও গৃহস্থেরা যখন পাটের উপস্থিত টাকার লোভে আপন বাস্ত ভিটাও

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ও বাগান বাড়ী খুঁড়িয়া, ধান্য ক্ষেত্রে ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদনে অবহেলা করিয়া, কেবল মাত্র পাটের নগদ মূল্য হাতে পাইয়া তাহাতে আপন বিলাস ও ব্যসনের নব নব সৃষ্টি করিয়া যাইতেছিল এবং তাহাতে আপন প্রতিবাসী ও কুটুম্বগণের বিরুদ্ধে উকীল মোক্তারের পোষণ করিয়া একালের এই নব সৃষ্ট আইন আদালতে বারম্বার যাতায়াতে গৌরব বোধ করিতেছিল, তখন গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহাতে বিপদ গণিয়াছিলেন—অনেকে ধান্য ক্ষেত্রের পূর্ব্ব স্মৃতিতে আপন অন্তরের শুষ্কতা অনুভব করিত। কিন্তু ভাল মন্দ বুঝিয়া—ভবিষ্যত দেখিয়া সাবধান হইয়া চলিবে, বাঙ্গলার অদূরদর্শী কৃষকেরত কথাই নাই, দেশের যাহারা নেতৃত্ব করিয়া চলিতেছিলেন তাহারা বা রাষ্ট্রপরিচালকেরাও তাহা তখন ভাবিয়া দেখেন নাই।

আজ বাঙ্গলার কৃষকের অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়—সে আজ গুরুতর ঋণদায়ে অবনত। এই ঋণ প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে তার পাটের প্রাপ্ত নগদ টাকায়। পাটের টাকাতে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন, বিজাতীয় বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার, তাহাকে বৎসরের পর বৎসর পাটের টাকা প্রাপ্তির অনুপযোগী আশায় নূতন নূতন ঋণ করাইয়া কৃষক জাতির মধ্যে এক স্থায়ী ঋণপ্রকৃতি জন্মাইয়া দিয়াছে ; আর ইহাদের লইয়াই প্রধানতঃ দেশ মধ্যে এক ঘৃণ্য কুসীদ ব্যবসায়ী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যদিকে বাঙ্গলাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ আইন-শিল্পের দেশ বলিয়া অনেকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে—Law is the greatest Industry of Bengal : কথাটী এই কালের বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বড় মর্ম্মার্থ প্রদ। বাঙ্গালীর মোকদ্দমা-প্রিয়তা, বিবাদ-বিসম্বাদ ও ব্যবহারজিবীদিগের প্রসার ও তাহাতে জাতীয় মনীষার অপব্যবহার—এই কৃষকের পাটলব্ধ টাকা হইতেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। আজ কিন্তু ইহাদের কৃপাতেই বাঙ্গালী গৃহস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্ব। বাঙ্গালীর ধান্য গিয়াছে, অন্য শস্যসম্ভার গিয়াছে ; আজ তাহা উৎপাদনের যে কৌশল তাহাও বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার পাটে বাঙ্গালীর বহুবিধ গৃহশিল্প পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত—১৮৮১খৃঃ অব্দেও বিদেশে রপ্তানি ১কোটী টাকার মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ টাকারই মাল ছিল বাঙ্গালীর গৃহে প্রস্তুত পাটের শিল্পজাত। আজ যাহারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের অর্থবল বৃদ্ধিতে আত্ম শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছেন, তাহারা এ সকল গুরুতর ব্যাধির দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন না। তাহাদিগের বিশ্বাস পাটের চাষ কমাইলেই পাটের দর বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তাহা যে এক অনিশ্চয়ের আশ্বাস মাত্র তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালার পাট নিয়ন্ত্রণ ত অন্য দেশের অর্থ-ক্লেশ ঘুচাইতে পারিবে না। আর পাটের চাহিদা যে বাহিরে আর পূর্ব্বের মত হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? এক দিন বাঙ্গালার নীলের চাহিদা খুব ছিল কিন্তু তাহা একবার পড়িয়া যাওয়ায় পরে আর উঠে নাই !

জাতিভেদ—শাস্ত্রে ও রাষ্ট্রে।—

ভারতের জাতিবিভাগ আধুনিক লোকের নিকট নিন্দিত হইতেছে। সে জাতিভেদ-সনাতন ও মানবসমাজের মৌলিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। 'গুণকর্ম্মবিভাগশঃ' সৃষ্ট—প্রকৃতিগত গুণ সত্ত্ব রজ বা তম এবং জন্মান্তরীণ কর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কর্ম্ম ও গুণের শক্তি এতই প্রবল যে স্বয়ং ভগবান আপনাকে চাতুর্ব্বণ্য বা জাতিবিভাগের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াও—"চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং"—তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেছেন যে—"তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।" মোটের

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

উপর সৃষ্টিতত্ত্বের অনাদি মূলে ইহার ভিত্তি। কিন্তু আধুনিক মানবসমাজেও নূতন নূতন জাতিভেদ দেখা দিয়াছে, রাষ্ট্র তাহা আপন শক্তিবলে জোর করিয়াই চালাইতে চাহে। সামরিক ও অসামরিক (civil ও military) দুইটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ সকল দেশের লোকের মধ্যেই আছে—কিছুদিন পূর্ব্বে আর একটী বিভাগ ধর্ম্মবিভাগ (Ecclesiastical) বলিয়া সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাদিগের স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থাদি ছিল। বর্ত্তমান ভারতে তাহার চিরপ্রচলিত চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যতীত এখন নানা বিজাতীয় লোকের অপর বিভিন্ন বিভাগেরও সমাগম হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ ও নীতিতে ইহারা ঠাঁই পায় নাই বলিয়া ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যের নীতি ইহারা মানিয়া চলে নাই এবং অপরাপর নানা কারণে ইহাদের জাতিবিভাগ এক্ষণে জাতিবিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। আপনাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মৌলিক ব্যবস্থাতে নানা শিথিলতা আসাতে ভারতবাসীরাও এক্ষণে শক্তিশূন্য ; পক্ষান্তরে বিজাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাতে ইহার মধ্যেই আরও নূতন নূতন নানা বিকৃত জাতিভেদ দেখা দিয়াছে। ধনী ও নির্ধনের বিভেদ এই কালধর্ম্মে বিষম, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দুরন্ত প্রভেদ একালের আর একটী বিপরীত সৃষ্টি, তাহার উপরে চাকুরি-জীবী লোকেরা এবং তাহাদিগের মধ্যেও বিভিন্ন স্তরের ও মূল্যের চাকুরীওয়ালারা এক হীন প্রকারের জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া সমাজব্যবস্থায় আর এক নূতন বিভেদ আনয়ন করিয়াছে।

এ সমুদয় ব্যতীত আর এক প্রকার জাতিভেদ এক্ষণে রাষ্ট্রব্যবস্থাতে বদ্ধমূল হইতে যাইতেছে—তাহা এই দেশে সামরিকতার নূতন সংস্করণে দেখা দিয়া যাইতেছে—ভারতের সামরিক ক্ষত্রিয় জাতি চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাহা অন্য বর্ণ হইতে স্বতন্ত্র নয়, অঙ্গাঙ্গী ভাবে সকলে একই সমাজব্যবস্থাতে সম্বদ্ধ। আজ সে ব্যবস্থা বিদ্ধস্ত। রাজপুত বলিয়া যে সামরিক জাতি মধ্যযুগে উত্থিত হইয়াছিল, তাহারাও পূর্ব্ববর্ত্তী নানা বিপ্লবের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের মৌলিক নীতি সংরক্ষিত করিয়া আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহার পরে আরও যে বিপ্লব ভারতের উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে উহার চাতুর্ব্বর্ণ্যের রীতি সম্পূর্ণই হারাইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনসংস্থার সৈনিক সংগ্রহ ব্যাপারে এক কৃত্রিম সামরিক জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। অন্যান্য দেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোক হইতেই সৈনিক সংগ্রহ করা হয়। এদেশে কেবল মাত্র কতিপয় জাতি বা স্থানের লোক হইতেই সৈনিক গ্রহণ করা হয়, এবং সর্ব্বসাধারণ জনতাকে সামরিক গুণবর্জ্জিত বা শারীরিক শক্তি বা সাহস (ইংরেজী ভাষাতে যাহাকে guts বলা হয়) হীন বলিয়াই ধরা হয় এবং এই সাধারণ লোকসমষ্টিকে সামরিকতাবর্জ্জিত করিয়াই রাখা হয়। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক সংগ্রহ কার্য্যে অনেকটা প্রসার দেওয়া হয়। তখন দেখা যায় যে, ভারতের ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা দশ জন মাত্র উপযুক্ত বয়সের সৈনিক পাওয়া যাইতে পারে. ইহাদের মধ্যে (বৃদ্ধ স্ত্রী বালক বালিকা ছাড়া) হইতে মাত্র ৩০ লক্ষ পুরুষ ২০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের—সৈনিক কার্য্য করিবার উপযুক্ত। এতবড় জনসমষ্টির মধ্যে এই জাতিবিভাগ নিতান্ত বিষম।

———

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ধর্ম্মরহস্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘটক

৭। "তত্তৃপ্তয়েঽন্নংভুবিদত্ত মেতৎ।" (১) যাহাদের পিতামাতা নাই, বন্ধুবান্ধব নাই, কোন প্রকারেও অন্নসিদ্ধি হইতে পারে না, মোটের উপর যাহাদের একেবারেই অন্নের প্রত্যাশা নাই, তাহাদের তৃপ্তির জন্য এই অন্ন ভূমিতে প্রদত্ত হইল—ইহাই প্রকৃত মন্ত্রার্থ। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে ভূমিতে কুশাস্তর বিন্যস্ত করিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে অগ্নিদগ্ধাদির উদ্দেশ্যে একটি "অন্ন-পিণ্ড" ঐ আস্তরের উপর দেওয়া হয়! বিধি, মন্ত্রে অন্ন ভূমিতে দেওয়ার আদেশ; কিন্তু চলিত প্রথানুসারে একটি মন্ত্রপূত "পিণ্ড" কুশাস্তরের উপর দেওয়া হইয়া থাকে। উভয় দিকেই বিধির বিপর্য্যয় করা হইতেছে!—কেহ দেখিয়াও দেখেন না—বুঝিয়াও বোঝেন না; মিথ্যার এমনই মোহ! ফলতঃ অগ্নিদগ্ধাদি পিতৃলোকের তৃপ্তি উদ্দেশ্যে "আস্তরে" "অন্নের পিণ্ড" না দিয়া ভূমিতে অন্নদান করাই উদ্ধৃত মন্ত্রের সারার্থ,—"যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যম্।"

৮। "মেঘাকারস্তম্ভ মধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয় সশৃঙ্গ সর্ব্বাবয়বসহিতং পশুং বন্ধয় বন্ধয় হুং ফট্ স্বাহা"।—এই মন্ত্র দ্বারা বধ্য পশুমাত্রকেই চিরপ্রসিদ্ধ যূপে বন্ধন করিয়া দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হয়। ইদানীং ছাগ, মেষ ও মহিষ—এই ত্রিবিধ পশুই (১) বলির কার্য্যে প্রযুজ্য হইয়া থাকে; তন্মধ্যে মেষ ও ছাগ পশুর জন্য আর স্বতন্ত্র যূপের আবশ্যক হয় না; বোধ হয় পুরোহিতের অনভিজ্ঞতা অথবা যজমানের ঔদাস্য বা আলস্য বশতই ইদানীং তদর্থে পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়ের স্বকীয় বাম হস্তই ছাগাদি ক্ষুদ্র পশু-উৎসর্গের বেলা যূপের ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকে! তজ্জন্য যজমানকে আর স্বতন্ত্র "যূপ" আহরণ করিতে হয় না; তবে প্রত্যেক যজমানের ভবনেই এক একখানি ভীষণদৃশ্য "হাড়িকাঠ" (২ পূজার সমকালে প্রাঙ্গণে প্রোথিত থাকিয়া প্রকারান্তরে যূপের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। উৎসর্গ শেষ হইলে পর উৎসৃষ্ট পশুটিকে নিয়া দর্শকসমাগমাদি প্রয়োজনের অনুরোধে কিয়ৎকাল সেই হাড়িকাঠে বাঁধিয়া রাখা হয়। তৎপর পশুবধের জন্য বর্ত্তমান শিক্ষিত—সভ্যসমাজে যে ভীষণ আসুরিক কাণ্ডের অভিনয় হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। মোটের উপর হাড়ি-কাঠে পাছাড়ের কল্যাণে হতভাগ্য পশুটিকে একেবারে প্রাণে শেষ না করিয়া ছেদন করা হয় না; নিয়ম রক্ষার অনুরোধে পরিশেষে প্রায়শই দেবোদ্দেশ্যে "মরার উপর খাড়া" দেওয়া হয়! মহিষ বলির নৃশংস অত্যাচারের কথা মনে করিলে আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে পার্ব্বতীয় অসভ্য বর্ব্বর সমাজের অতি নিম্নস্তরে গণনা করা অসঙ্গত হয় না। পাহাড়ীরা দেবোদ্দেশ্যে পশুবধের সময় পশুটিকে বিন্দুমাত্রও ক্লেশ না দিয়া, বিনা আড়ম্বরে একখানি সাধারণ তীক্ষ্ন অস্ত্র দা) দ্বারা অকস্মাৎ

---

(১) শাস্ত্রে প্রাণিমাত্রই 'পশু" শব্দের বাচ্য; সুতরাং পশু অসংখ্য। আর্যজগতে বিরাট্ পুরুষ "পশু" সংজ্ঞায় অভিহিত।

(২) বধ্যকাষ্ঠ, পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থলে হাড়িকাঠের প্রচলিত নাম "কাঠগড়া"; উহার আকার প্রকার বঙ্গের সর্ব্বত্রই একরূপ।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

এক কোপে কাটিয়া ফেলে। তৎকালে আমরা অবোধ পশুর প্রতি তামসিক নিষ্ঠুরাচারের একশেষ লীলাভিনয় করিয়া চিত্তে চরিতার্থ হই !!! তান্ত্রিক বিধান মতে শক্তিপূজা বা শক্তিসাধনা রুধির সাপেক্ষ বটে ; (১) সাধকের নিজ দেহোক্ষিত (২) রুধিরই তাদৃশ মহতী সাধনার প্রশস্ত উপচার। মানবজগতে শক্তিসাধনার আদি প্রবর্ত্তক মহাত্মা "সুরথ" রাজা, নিজ শরীরের রক্ত দ্বারা মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। (৩) বস্তুতঃ শক্তিসাধনায় সাধকের নিজ শরীরের রুধিরই প্রশস্ত উপচার ; কালক্রমে সাধনার দৃঢ়তালাঘবের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরুধিরদানে অশক্ত হইয়াই প্রথমতঃ বোধ হয় পরপ্রাণীর দেহোদ্ধৃত রুধির দ্বারা মানবসমাজে শক্তিপূজা সমাহিত হইয়াছে ; তাহাতে আশানুরূপ রুধির দানের আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত না হওয়ায়, কালক্রমে পরপ্রাণীর (পশুর) শির-শ্ছেদোদ্ভব প্রচুর রক্ত দ্বারা শক্তিপূজার প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় ; তাহাতেও শক্তিপ্রসন্নতার আশানুরূপ পরিচয় না পাইয়া নিবেদ্য মাংসের স্বাদ গ্রহণে ভাবান্তরে শক্তির প্রসাদ অনুভব করত সাধকবৃন্দের তৎকালোচিত বৈধ হিংসাবিহিত শক্তিসেবা কিয়ৎপরিমাণে সার্থক হইয়াছে বটে। ইদানীং শক্তিসাধনার সেই মহদুদ্দেশ্য প্রথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পূজা ও পশুবধ উপলক্ষে শাক্ত সমাজে যে অমানুষিক নৃশংসকাণ্ডের অভিনয় হইয়া থাকে, তাহা মনে করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! জীবনের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইলে সমাজের সর্ব্বত্রই অধঃপাত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আমাদের পদে পদে তাহাই হইতেছে! বাস্তবিক শক্তিপূজায় বীর ভক্তের নিজ শরীরের রক্তই সার উপচার, পরের রক্ত উপসর্গ—তদর্থে পশুর শিরশ্ছেদ উপসর্গের উপসর্গ। অন্ততপক্ষে বৃহৎ ক্ষুদ্র সমস্ত পশুই যথাযুক্ত যূপে বন্ধন করাইয়া ("পশুং বন্ধয় বন্ধয়") দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ ও বধ করা বিধেয় ; তজ্জন্য প্রচলিত "হাড়িকাঠের" নৃশংস ব্যবস্থা আসুরিক উপসর্গ !! "যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যম্।"

৯। ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবো বৃদ্ধোঽপি স্যাদজাপতিঃ।
বাটীনস (৪) ইতি প্রোক্তো মম বিষ্ণোরপি প্রিয়ঃ॥ (৫)

উল্লিখিত বচন অবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অগত্যা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া

---

(১) "—ততো রুধিরং সমাংসং দৈবৌ দদ্যাৎ।"
"সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে কাংস্যাধারে তথৈব চ।
নিধায় দেবৌ দগুত্তু তদ্রক্তং মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥"—তন্ত্রসারঃ।

শক্তিসাধনায় রুধিরের আবশ্যকতা কেন, তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের সময় এই নহে, আমরা শক্তিশূন্য—"শাক্ত" নামের কলঙ্ক! রক্ত দর্শন করিলেই যে জাতির মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তদ্বিষয়ের মর্ম্ম বুঝান বিড়ম্বনা মাত্র ; "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

(২) দেহোক্ষিত—শরীর নির্গত মন্ত্রপূত।

(৩) "নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥" চণ্ডী।

(৪) আমরা ৩।৪ জন পণ্ডিতের মুখের আবৃত্তি শুনিয়া শ্লোকটি অবিকল বলিতে বাধ্য হইলাম ; অভিধানে "বাটীনস" নামে কোন শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

(৫) নারদ বলিলেন—নবজাত অজশিশুকে অস্বাভাবিক উপায়ে ক্লীব (খোজা) করিলে বাটীনস অর্থাৎ "খাসী" নামে কথিত হইয়া তিন বৎসরে বিশেষ কান্তিপুষ্টিধর হইয়াও প্রীতিজনক হইয়া থাকে ; পরন্তু খাসী বুড়া হইলেও আমার প্রিয়বস্তু—কেবল আমার নয়, বিষ্ণুরও প্রিয়বস্তু।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

"খাসী" কাটা হয়! কোন কোন স্মার্ত্তবাগীশ পণ্ডিত বচনটিকে "বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত" বলিয়া ঘোষণা করেন !! যাহ'ক, আমরা উহাকে সময়ধর্ম্মপ্রচলিত প্রসিদ্ধ 'খাসী" খাওয়ার বিদ্রূপাত্মক উদ্ভট বাক্য ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। বচনটির পদে পদে প্রহসনের তীব্র ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; নিশ্চয়ই অভিনব সমাজরসজ্ঞ জনৈক নিপুণ পণ্ডিতের লেখনী হইতে উহার অবতারণা হইয়া থাকিবে। কালক্রমে হয়ত বৃহন্নারদীয় পুরাণের ধূয়া ধরিয়া উদ্ধৃত বাক্যটি কস্যচিৎ স্মার্ত্তকেশরীর বিধিমতে ইদানীং যেন তেন প্রকারেণ দেবোদ্দেশ্যে অমেধ্য "খাসী" বলির কথঞ্চিৎ মেধ্যতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক খাসীলোলুপ সম্প্রদায়ের চিত্ত শোধন করিতেছে !!—এই সূত্রে ছেদনের প্রাক্কালে অনেক স্থলেই খাসী বেচারী উদ্ভট বিষ্ণুমন্ত্রে একটা তুলসী জলের ছিটা পাইয়া পরস্মৈপদে কৃতার্থ হয় বটে, কিন্তু লক্ষণাক্রান্ত যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় সদ্গতি লাভ করিতে পারে কি না, তাহা মাংসরসগ্রাহী ভোক্তৃমহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন ব্যাপার (যজ্ঞ) উপলক্ষে যে কোনও ভক্ষ্য বস্তু একটা তুলসীর জলের ছিটার দ্বারা নামতঃ নিবেদন না করিলেও তদ্দ্বারা ভোগ্য বস্তুর অমেধ্য ভক্ষণ হয় না; কারণ যজ্ঞার্থ দ্রব্য মাত্রই যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকে;—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।" যজ্ঞার্থে পশুবধমাত্রই বৈধ; সদুদ্দেশ্যে ত্যাগধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক সাধারণের প্রীণনার্থ যখন যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহারই শাস্ত্রীয় নাম "যজ্ঞ"।—ইহারই বিরুদ্ধভাব—উদরপরতা; তদর্থে পশুবধ অবৈধ,—হিংসা। (১) খাসী, লক্ষণাক্রান্ত পশু না হইলেও. সমাজে উহার মাংসভক্ষণ প্রথা প্রচলিত আছে; সুতরাং যজ্ঞার্থ, (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে খাসীর গাত্রে তুলসীর জলের ছিটা না দিলেও) উহার বধ অবৈধ হইতে পারে না; "সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।" কৃতক্লীব—অলক্ষণ পশুকে দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন করাই অবৈধ। শাস্ত্রে বলিযোগ্য পশু শ্রেণীতে "বাদ্ধ্রীনসের" (২) নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; অনার্য্য পদ্ধতির অনুসরণপূর্ব্বক

---

(১) বৈধহিংসার শাস্ত্রীয় লক্ষণ যথা—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনম্।
অতস্ত্বাং নাগরিষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥"

(২) মনুসংহিতায় "বাদ্ধ্রীণসের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা—

"সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বাদ্ধ্রীণর্যস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী॥ ২৭১ (তৃতীয় অধ্যায়)

গোদুগ্ধপক্ক পায়স দ্বারা সংবৎসর এবং "বাদ্ধ্রীণস" নামক পশুমাংস দ্বারা পিতৃলোকের দ্বাদশবার্ষিক তৃপ্তি সংঘটিত হয়। বাদ্ধ্রীণসের লক্ষণ—"বাদ্ধ্রীণসো জরচ্ছাগঃ। এবং হি নিগমেষু পঠ্যতে।—

ত্রিপিবন্ত্বিন্দ্রিয়ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধমজাপতিং।
বাদ্ধ্রীণসন্তু তং প্রাহুর্যাজ্ঞিকাঃ পিতৃকর্ম্মণি॥

পিবতো যস্য ত্রীণি জলং স্পৃশন্তি কর্ণৌ জিহ্বা চ ত্রিভিঃ পিবতীতি ত্রিপিব" ইতি মেধাতিথিঃ। যে বৃহৎকায় ধবলবর্ণ বৃদ্ধ ছাগলের ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, নদ্যাদিতে জলপান করার সময় যাহার দুই কর্ণ ও জিহ্বা জল স্পর্শ করায় বোধ হয় যেন ঐ তিনের দ্বারাই জলপান করে, তজ্জন্য যাহার অপর একটি নাম নিগমে "ত্রিপিব" বলিয়া ব্যাখ্যাত, যাজ্ঞিকেরা তাহাকে "বাদ্ধ্রীনস" বলিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা বাদ্ধ্রীণসকে একজাতীয় পার্ব্বত্য "রামছাগল" বলিয়া বোধ হইতেছে; প্রায়শঃ উহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই বোধ হয়, উহার অনুকল্পরূপে কালক্রমে "ত্রিপিবন্ত্বিন্দ্রিয়ক্ষীণং"—এই অধিবচনের আদর্শে "ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবঃ" শ্লোকটি রচিত হইয়া, বিষ্ণুদ্দেশ্যে নামমাত্র উৎসর্জ্জন

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

রসনার তৃপ্তির জন্ম ইদানীন্তন কালে নব্য ভারতের স্থানে স্থানে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে নবজাত ছাগশিশুকে নিষ্ঠুরাচারে বিকৃত (কৃতক্লীব) করিয়া খাসী করা হইয়া থাকে !!—ইহাকে দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন করা নৈষ্ঠিক হিন্দুর পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত কর্ম্ম। সাক্ষাৎসম্পর্কে এরূপ উদ্ভট কর্ম্ম-দর্শনে অনুতাপিত হইয়াই বোধ হয়, কোনও নব্য প্রহসনপটু কবিকর্ত্তৃক ব্যঙ্গচ্ছলে উল্লিখিত শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। সমন্বয়ধর্ম্মে বিকারগ্রস্ত সমাজে উহা পণ্ডিতের মুখে খাসীবলির বিধিবাক্যরূপে উদীরিত হইয়া শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হইতেছে! এ দিনে পাতির অসাধ্য কর্ম্ম নাই! অধঃপাত আর কাহাকে বলে ?

মানবজগতের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত অনন্তকালীন স্তরে স্তরে সঞ্চিত ইত্যাকার রাশি রাশিকৃত উপসর্গের দুর্ব্বহ ভারে আক্রান্ত ও বিষয়জগতের সারগ্রহণে একান্ত অসমর্থ ও অন্ধীভূত হইয়া ইদানীং মানবসমাজ যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! সুতরাং প্রতিপদে জীবনের সারোদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া ব্যাধবিদ্রাবিত শঙ্কাকুল বনকুরঙ্গের ন্যায়, সুখের সংসারে অশেষ প্রকার ক্লেশগর্ভ ভ্রান্তি বিহার পূর্ব্বক অপরিহার্য্য কর্ম্ম বিপাকের অনুসরণ করিতেছে! আজীবন তাদৃশ উপসর্গের প্রাণান্ত ভজনা করিতে করিতে বিষয়জগতের অসারগ্রাহিতা (অবৈধ বিকৃতি-ভজনা) ইদানীন্তন মানবসমাজের একরূপ প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং মানবীয় শরীর, মন, বাক্য,

---

পূর্ব্বক হিন্দু সামাজিকগণ কর্ত্তৃক সমাজে অমেধ্য "খাসী" বলির প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে! জাতীয় অধঃপাতের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যজাতীয় বিরাট্ সমাজ, বিরাট্ শাস্ত্র ও তদুচিত বিরাট্ অনুষ্ঠানে এই প্রকারের যে কত রাশি রাশি আবর্জ্জনা মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ অসম্ভব। শাস্ত্রীয় "বার্দ্ধীণস" উদ্ধৃত শ্লোকে "বাঢীনস" হইয়া অভিনব খাসীর অলীক আভিধানিক অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছে! অভিধানে গণ্ডারার্থে "বার্ধীণস" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং শাস্ত্র ও শব্দকোষ—কিছুর সঙ্গেই আলোচ্য "বাঢ়ীনসের" অনুমাত্র সম্পর্ক নাই। "খাসী" বিকৃত প্রণালীর নূতন পশু, উহাকে সমাজভুক্ত করিতেও বিকৃতপ্রণালীর নূতন বচনের আবশ্যক ; এস্থলে তাহাই হইয়াছে। বলিহারি ব্যবস্থাভিজ্ঞতা ॥

এ প্রকারে বিশেষরূপ আলোচনা করিলে পরিষ্কার দৃষ্ট হয়—আর্য্যজাতীয় বেদবিশ্রুত সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুপ্রসিদ্ধ বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া দশবিধ সংস্কার, পৈত্রকর্ম্মের সাধারণ তিথিকৃত্য হইতে দানসাগর, দেবার্চ্চনার ক্ষুদ্র মনসাপূজা হইতে সুমহান্ দুর্গোৎসব, ব্রতমালার অমাবস্যা ও পঞ্চমীর ব্রত হইতে সুবিশ্রুত সাবিত্রী ব্রতাদি সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই সমন্বয়-ধর্ম্মে ধর্ম্মরক্ষক বর্ত্তমান পণ্ডিতসমাজের জ্ঞান-পণ্যজীব বণিগ্‌বৃত্তির (যস্যাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি—কালিদাসঃ) মহামোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া সম্প্রতি ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে অদৃষ্টপূর্ব্ব নিদারুণ ধর্ম্মবিপ্লব আবির্ভাবপূর্ব্বক কি দুর্ব্বিসহ জ্বালামালাময়ী শোচনীয় দুর্দ্দশারই সূচনা করিয়াছে !! ভগবান্ বুদ্ধদেব কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী হইয়া তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অসারতা নিরসনপূর্ব্বক বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রচলনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান পাণ্ডিত্যযুগের লোভনীয় স্বার্থমোহে বৈদিক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই অসার একাকার ধারণ করিয়া পরমাদরে যেভাবে সেভাবে একমাত্র ধর্ম্মবিপ্লবেরই সাদরাহ্বান করিতেছে—পরিণতি কোথায়, ভগবান্ জানেন! কে বলে ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব? বহুকাল যাবৎ ভারত রাষ্ট্রহীন হইয়া জীবিকার জন্য সাদরে পরাধীনতা বরণ পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইতেছে! পরাধীন জাতির আবার রাষ্ট্র কোথায়? রাষ্ট্রহীন জাতি কিরূপে রাষ্ট্রবিপ্লব সঙ্ঘটন করিতে পারে? আমাদের মতে রাষ্ট্রহীন ভারত জাতিগত নিগূঢ় স্বার্থমোহে দিনের দিন ভারতীয় ধর্ম্মবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতেছে !!—ত্রাতা ভব জনার্দ্দন!

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও শাস্ত্রাদি সমগ্র বিষয়ই কালধর্ম্মে ঔপসর্গিক অনুজ্জ্বরে জীর্ণ হইয়া ইদানীং উহার নিদারুণ বিষক্রিয়া সমাজের অস্থিমজ্জা অধিকার করিয়াছে; বিষয়ের সারগ্রাহিতার দিক লক্ষ্য করিবার অবকাশ কৈ?—সকলেরই একরূপ বিকারদশা উপস্থিত; কে কাহার কথায় কর্ণপাত করিবে? সকলেই অহংভাবে আচ্ছন্ন, অন্তর্ভাবে মুমূর্ষু,—মায়ামোহে হতজ্ঞান! (ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও মানবজীবন।

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,

সাহিত্যের আদর্শ কি, মানব জীবনে সাহিত্যের স্থান কোথায়, এসম্বন্ধে সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যসমালোচকদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর মতে সাহিত্য বিলাসের সামগ্রী। রসের সৃষ্টি, আনন্দের সম্ভোগ, দেহেন্দ্রিয়মনে ভাবতরঙ্গের উদ্বেল নৃত্য—ইহাতেই সাহিত্যের সার্থকতা। সাহিত্যের এই বিলাসমন্দিরে কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির কথা, নৈতিক শুভাশুভ বিচারের কথা, সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের কথা, দেশ ও সমাজের জনসাধারণের নিকট সুশিক্ষা প্রচারের কথা শ্রবণ করিলে এই শ্রেণীর সাহিত্যবিলাসিগণ বিস্ময়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই সব অবান্তর উদ্দেশ্য সাহিত্যস্রষ্টার অন্তরে স্থান পাইলে সাহিত্য সাধনা কলুষিত হয়। সাহিত্যসাধনার অর্থ,—ভাবে ও ভাষায় সৌন্দর্য্যের উপাসনা। সাহিত্য রসাত্মক বাক্যসংযোজনা দ্বারা, কল্পনার তরঙ্গভঙ্গী দ্বারা, ভাবের আবেগ সৃষ্টি দ্বারা, পাঠককে হাসাবে, কাঁদাবে, নাচাবে, গলাবে, তাহার হৃদয়কে প্রয়োজন ও কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র হইতে ভাবের জগতে লইয়া গিয়া বিচিত্র রসের তরঙ্গময়ী বন্যায় ভাসাইতে ও দোলাইতে থাকিবে। শিক্ষকতা করা বা কোন শিক্ষকের নির্দ্দেশ অনুসারে চলা উভয়ই সাহিত্যের রুচিবিরুদ্ধ। প্রয়োজনসাধনে সহায়তা করা কিংবা নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা, অথবা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করা, সাহিত্যের কার্য্য নয়, তজ্জন্য অন্য সব শাস্ত্র আছে। সত্যমিথ্যা, ন্যায়ান্যায়, মঙ্গলামঙ্গল, পাপপুণ্য, যাহাই হউক না কেন, তাহাকে রসাল ও সম্ভোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলেই সাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইল। রসাস্বাদনে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত পাঠক যদি মিথ্যা, অন্যায়, পাপ বা অমঙ্গলকেই সুন্দর বলিয়া জীবনে বরণ করিয়া লয়, তাহাতে পাঠকের নির্ব্বুদ্ধিতা ও সাহিত্য রসসম্ভোগে অক্ষমতারই পরিচয় হয়, তজ্জন্য সাহিত্যের কোন দায়িত্ব নাই।

অন্য এক শ্রেণীর বিচারনিপুণ সাহিত্যসমালোচকের মত এই যে, যদিও সৌন্দর্য্যই সাহিত্যের প্রাণ এবং সৌন্দর্য্যের উপাসনাই সাহিত্যের বিশেষ ব্রত, তথাপি সাহিত্যিকের অনুভূতি হওয়া আবশ্যক যে "মঙ্গলমূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ স্বরূপ," এবং মঙ্গলের মধ্যে সৌন্দর্য্যের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি গোচর করাইয়া মানুষের চিত্তবৃত্তি মঙ্গলাভিমুখী করাই সাহিত্যের প্রকৃষ্ট সাধনা।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

তাঁহাদের মতে যাহা মানব জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদ, যাহা লাভ করিলে মানবাত্মার অভাব বেদনা তিরোহিত হয় ও পূর্ণতার অনুভূতি হয়, যাহার সাধনায় জীবনের সকল বিভাগ সুন্দর ও সৌসামঞ্জস্য পূর্ণ হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই বস্তুতঃ সুন্দর। বাস্তব জীবনে যাহা অমঙ্গলজনক যাহা জীবনে বরণ করিয়া লইলে মনুষ্যত্বের হানি হয় ও কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ হয়, তাহাই কদর্য্য। সৌন্দর্য্য কল্পনার জিনিষ নয়, বাস্তব জীবনেরই পূর্ণতার আস্বাদন। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যাঁহাদের ব্রত, তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর কারণ তাঁহারা জাতি ও সমাজের সম্মুখে যথার্থ কল্যাণের আদর্শ উপস্থাপিত করার সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। সেই আদর্শকে আকর্ষণের বস্তুরূপে জনসাধারণের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপন করা ও তদ্বিরোধী ভাবসমূহের প্রতি তাহাদের হেয়ত্ববুদ্ধি উপাদান করা সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যারাধনার প্রধান অঙ্গ। যেরূপ ভাষাপ্রয়োগে যেরূপ চরিত্রাঙ্কনে,, যে প্রকার ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনায়, যে জাতিয় ভাব প্রবাহের দ্দীপনায়, পাঠকপাঠিকাদের চিত্তে পাপ প্রবৃত্তির জাগরণ, উচ্ছৃঙ্খলতাব পোষণ ও লালসাবহ্নিতে ইন্ধন যোগানের সম্ভাবনা, এবং যদ্দারা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ মলিন, নীচ ও কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহাই কদর্য্য বলিয়া গণ্য এবং সাহিত্যের মন্দির হইতে তাহা নির্ব্বাসিত হওয়ার যোগ্য। অকল্যাণকে সর্ব্বত্রই হেয় রূপে এবং কল্যাণকে উপাদেয় রূপে চিত্রিত করা, পাপের বিষময় পরিণাম এবং পুণ্যের শুভ পরিণাম প্রদর্শন করা সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সাধনার অঙ্গীভূত।

আবার অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু সাহিত্যরসিক বলেন যে, সত্যই বস্তুতঃ সুন্দর, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিই মুখ্যত সৌন্দর্য্যের আস্বাদন। সত্য যখন প্রাণের জিনিষ হয়, সত্যকে যখন প্রেম দ্বারা সম্ভোগ করা যায়, তখনই সত্য রসময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মানব হৃদয়কে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তোলে। সত্যের সেই প্রেমাস্বাদিত রসময়ী মূর্ত্তিকে ভাষায় চিত্রিত করিয়া মানব মাত্রেরই চিত্তাকর্ষকরূপে উপস্থাপিত করা সাহিত্যের প্রধান কার্য্য। আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে সত্য আপনাকে নানা মূর্ত্তিতে নানা বেশভূষায় নানারূপ উপাধিতে প্রকটিত করিতেছে। তাহার মধ্যেই বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যের বিচিত্র অভিব্যক্তি। সত্যের সহিত সৌন্দর্য্যের যেখানে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে, কদর্য্যকেই সৌন্দর্য্য বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতেছে, সৌন্দর্য্যানুভূতির উপযুক্তরূপ বিকাশ হয় নাই। সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সত্য কত সুন্দর কত মধুর, কত মনোহর। সত্যের এই সুন্দর মূর্ত্তির সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া, সত্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত রসস্বরূপ স্বরূপ সুচিত্রিত করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রদর্শন করা, সাহিত্যের মুখ্য ব্রত হওয়া সঙ্গত।

আবার অনেক ভাবুক সাহিত্যস্রষ্টার মতে সাহিত্যের নিজস্ব বিহারভূমি প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নয়, অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে। আমাদের বাস্তব জগতের ইষ্টানিষ্ট ও সত্যাসত্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই। সাহিত্য বাস্তব জগৎ হইতে আমাদের সুখ দুঃখময় কর্ম্ম কোলাহলময় মঙ্গলামঙ্গলময় ইন্দ্রিয়গোচর জগত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কল্পনার রথে আরোহণ করিবে এবং অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে বিচরণ পূর্ব্বক সৌন্দর্য্যদেবতার নূতন নূতন মূর্ত্তির পরিচয় লাভ করিবে। সেই ভাবরাজ্যের অনাস্বাদিত পূর্ব্ব রূপরসগন্ধ স্পর্শ স্বয়ং আস্বাদন পূর্ব্বক সাহিত্যসেবী ভাবাবেশে তদ্দারা সুন্দরের নূতন নূতন প্রতিমা গড়িয়া লোক

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

সমাজে উপহার প্রদান করিবেন। তিনি যদি ভাষার পরিপাট্যে, বর্ণনার চাতুর্য্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে, শব্দবিন্যাসের বৈচিত্র্যে, চরিত্রাঙ্কনের মাধুর্য্যে পাঠকের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আপনার মানসী প্রতিমাকে তাহার নিকট সত্য সুন্দর ও সম্ভোগ্য করিয়া উপস্থিত করিতে পারেন এবং তাহাকে স্বীয় কল্পনালোকের অভিনব রসানন্দের অংশী করিতে সমর্থ হন, তবে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি সার্থক হইল। সাহিত্যিকের ব্রত সত্যানুসন্ধানও নয়, সত্য কাহিনী রসাল আকারে বর্ণন করাও নয়, লোক সমাজকে নীতি ধর্ম্ম বা তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াও নয়, তাহাদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করাও নয়। তাঁহার ব্রত নূতন জগতের সৃষ্টি, অরূপ জগৎকে রূপ প্রদান করা, লোকের হৃদয় মন অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে বিহারের যোগ্য করিয়া তোলা।

সাহিত্যের লক্ষ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে মতবাদের বৈচিত্র্য অপ্রত্যাশিত নহে। কারণ, কোন বিশেষ কৃত্রিম উদ্দেশ্য লইয়া মানব জগতে সাহিত্যের জন্ম হয় নাই। সাহিত্য মানব প্রাণের একটি স্বাভাবিক বিকাশ, মানব প্রাণ আপনার সার্থকতা সম্পাদন ও পূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির স্বাভাবিক প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া যত বিভিন্ন পথে স্বকীয় সাধন শক্তিকে ধাবিত করিয়াছে, সাহিত্য তন্মধ্যে একটি বিশেষ পথ। প্রাণের নৈসর্গিক প্রেরণা ও প্রয়োজন হইতে ইহার জন্ম বলিয়াই, লোক সমাজে ইহা দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বা হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধির ক্ষেত্র যথেষ্ট মত মতান্তরের অবসর রহিয়াছে। মানুষের প্রাণ জ্ঞানে কর্ম্মে ও ভাবে যত বিকাশ প্রাপ্ত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে, সাহিত্যের আকৃতি এবং প্রকৃতিও ততই বিচিত্ররূপে পরিস্ফুট ও সুশোভিত হইতে থাকে, তাহার জন্মের নিগূঢ় রহস্য ও তাহার প্রগতির চরম লক্ষ্য ক্রমশঃ ততই অভিব্যক্ত হইতে থাকে। মানব প্রাণের বিকাশের সঙ্গেই সাহিত্যের বিকাশ, মানব প্রাণের চরম লক্ষ্যের সহিত সাহিত্যের চরম লক্ষ্যেরও আন্তরিক যোগ বিদ্যমান।

মানুষের অন্তরাত্মার একটি অভীষ্ট বস্তু আছে, যাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য, যাহাকে নিজের মধ্যে পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও আস্বাদন করিবার জন্য, তাহার একটা ব্যাকুল আকাঙ্খা নিত্য বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়গণ সেই অভীষ্ট বস্তুকে ধরিতে পারিতেছে না, মন তাহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে পারিতেছে না, বুদ্ধি বিচার করিয়া তাহাকে জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিতে সমর্থ হইতেছে না। তথাপি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তাহাকে ধারণা করিতে আলিঙ্গন করিতে, আস্বাদন করিতে সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মানুষ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির ক্রমবিকাশের যে স্তরেই অবস্থিত থাকুক না কেন, তাহার প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সেই অভীষ্টতমের অস্ফুট অনাহত বংশী ধ্বনী তাহাকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে, সেই অভীষ্টতমের সম্মোহিনী বংশীর আকুল আহ্বান যেন তাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির পরিচয় নাই। সেই হেতু অন্তরাত্মার এই আকুল ক্রন্দন তাহারা বুঝিতে পারে না এবং নানাবিধ বিশেষ বিশেষ ভোগ্য পদার্থ কুড়াইয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করে ও তদ্দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে যত্নবান হয়। মানবাত্মা সে সকল গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে স্বীয় আকাঙ্খিতের আস্বাদন পাইতে চেষ্টা করে, যতটুকু তাহার আভাস পায়, ততটুকু আনন্দ সম্ভোগও করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মার পিপাসা মিটে না, শান্তিলাভ হয় না; সেই অভীষ্টকে আরো পূর্ণতর পূর্ণতম স্বরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য আবার সে ব্যাকুল হইয়া ছুটিতে থাকে, এবং ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে তাড়া দিতে থাকে।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মানবের অন্তরাত্মা ব্যবহার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি রাস্তায় তাহার অভীষ্ট দেবতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। তদনুসারে সেই চির-আকাঙ্খিতের তিনটি মূর্ত্তি তাহার নিকটে অভিব্যক্ত হয়, এবং ত্রিবিধ ভাবে তাহার উপলব্ধি ও তাহার সহিত মিলন হইয়া থাকে। সে যখন বুদ্ধির রাস্তার বিচার শক্তির সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞানের মন্দিরে তাহার সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করে, তখন সেই অভীষ্ট তাহার নিকট সত্য-রূপে প্রতিভাত হয়। সত্য মানবাত্মার পরম অভীষ্টের বুদ্ধিগ্রাহ্য মূর্ত্তি। সত্যের সহিত বুদ্ধির মিলনে মানবাত্মা আনন্দ লাভ করে। সত্য যত খণ্ডিত, যত আপেক্ষিক, যত দেশকালাবস্থাপরিচ্ছিন্ন রূপে বুদ্ধির নিকট প্রতিভাত হয় বুদ্ধির কৃতার্থতাও সেই পরিমাণে অতৃপ্তি মিশ্রিত, অস্থায়ী ও অগভীর হইয়া থাকে। সত্যের পরিপূর্ণ রূপ দর্শনে বুদ্ধির সার্থকতা, অন্তরাত্মার তৃপ্তি, আনন্দের পূর্ণতা।

অন্তরাত্মা যখন ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে কর্ম্মের রাস্তায় অভীষ্টের অন্বেষণ করে এবং ধর্ম্মের মন্দিরে তাহার সহিত মিলিত হইতে প্রয়াসী হয়, অভীষ্ট তখন কল্যাণময় শিব মূর্ত্তিতে তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে। শিব মানবাত্মার ইচ্ছাশক্তি গ্রাহ্য অভীষ্ট মূর্ত্তি। ইচ্ছাশক্তি যখন শিবের সহিত সম্মিলিত হয়, মানবাত্মা তখন আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিব বা মঙ্গল যত আপেক্ষিক ভাবে, দেশকালাবস্থাপরিচ্ছিন্ন সোপাধিকরূপে ইচ্ছাশক্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করে, ইচ্ছাশক্তির চরিতার্থতাও সেই পরিমাণে আপেক্ষিক সাময়িক ও আংশিক হইয়া থাকে এবং আনন্দেরও সেই পরিমাণে অপূর্ণতা থাকে। শিব যখন পরিপূর্ণ ভাবে ইচ্ছাশক্তির উপলব্ধি গোচর হয়, ইচ্ছাশক্তি যখন শিবময়ী হইয়া যায়, তখন ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ সিদ্ধিলাভ এবং আনন্দের পূর্ণ সম্ভোগ।

তৃতীয়তঃ মানবাত্মা যখন প্রেমের রাস্তায় হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অভীষ্টকে আবাহন করে, তখন সেই অভীষ্ট দেবতা সুন্দর মূর্ত্তিতে তাহার আস্বাদ্য হইয়া উপস্থিত হয়। সৌন্দর্য্য প্রেমের আস্বাদ্য বস্তু, প্রেমই আকাঙ্খিত বস্তুকে সুন্দররূপে সুসজ্জিত করে। প্রেমের সহিত সুন্দরের মিলনেই আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রেম যত গভীর, যত ব্যাপক, যত বিদ্বেষাদি জনিত-কালুষ্যবিরহিত হয়, অভীষ্ট ততই সুন্দর, ততই আস্বাদ্য, ততই সম্ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হয়, আনন্দও ততই দুঃখলেশ বিহীন ও ঘনীভূত হয়।

চাওয়া ও পাওয়ার প্রকার ভেদে একই পরম অভীষ্ট বস্তু সত্য, শিব ও সুন্দর, এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে মানবাত্মার নিকট আত্মপ্রকাশ করে। আমরা সত্য-রূপে তাহাকে পরিজ্ঞাত হই, শিব-রূপে তাহাকে প্রাপ্ত হই এবং সুন্দর-রূপে তাহাকেই আস্বাদন করি। অন্তরাত্মা যখন আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত না করিয়া, ত্রিবিধ মার্গে আপনার অভীষ্টকে অন্বেষণ না করিয়া, অখণ্ড ভাবে আপনার সমগ্র সত্তা দ্বারা সেই অভীষ্টকে আপনার ভিতরে বাহিরে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রেমের ভেদ তিরোহিত হইয়া যায়, মানব প্রাণের অখণ্ড পূর্ণ স্বরূপটি প্রকটিত হয় এবং সত্য শিব ও সুন্দরের ভাববৈষম্যও তিরোহিত হইয়া অভীষ্টের অখণ্ড পরমানন্দ স্বরূপটী প্রকাশ করে। তখন তাহার উপলব্ধিতে "অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণ কুম্ভ ইবার্ণবে"।

তত্ত্বতঃ যখন সত্য শিব ও সুন্দর একই বস্তু, তখন প্রকট জগতেও তাহাদের বাস্তব ভেদ অসম্ভব। কেবল মাত্র উপলব্ধি দ্বারা ভেদ ভাবের পার্থক্য। যাহা সত্য, তাহাই বস্তুতঃ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মঙ্গল এবং তাহাই বস্তুতঃ সুন্দর। সাহিত্যগুরু রবীন্দ্র নাথের ভাষায় "সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য্য," "সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্ত্তি, এবং মঙ্গলর্ত্তিমূই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ স্বরূপ"। জগতের ভিতরে সেই একই পরম তত্ত্বের সত্যভাবের বিচিত্র প্রকাশ আছে, তাহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য, বুদ্ধির সহিত তাহার মিলন সংঘটিত করিবার জন্য, মানবাত্মার জ্ঞান সাধনা আবশ্যক এবং সেই সাধনা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিচিত্র অনুভূতি হইতেই বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদির আবির্ভাব। জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র যে মঙ্গল লাভের আকাঙ্খা ও বিচিত্র আকারে কল্যাণ সাধনার আয়োজন চলিতেছে, তাহা জীবনে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবার জন্য মানবাত্মার ধর্ম্মসাধনা আবশ্যক এবং এই সাধনার বিচিত্রমুখী প্রগতি হইতেই ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রভৃতির উদ্ভব। আবার, সেই সত্য ও শিবের যে রসমাধুর্য্য মণ্ডিত সুন্দর মূর্ত্তি বিচিত্র ভঙ্গীতে, বিচিত্র ছন্দে, বিচিত্র হাবভাবে জগতের সকল বিভাগে নৃত্য বিলাস করিতেছে, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মানবাত্মার প্রেমের সাধনা আবশ্যক এবং সেই সাধনারই প্রতিচ্ছবি শিল্পে, সঙ্গীতে সাহিত্যে। মানবজীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য, মানবাত্মাকে তাহার স্বভাবনিহিত অভাব বোধ হইতে, সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার জন্য, তাহাকে তাহার চির-অভীষ্টের সহিত অব্যবহিত ও অবিচ্ছেদ্য যোগে সম্মিলিত করিয়া সম্যক্ সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই ত্রিবিধ সাধনার আবশ্যকতা আছে। প্রত্যেক পথেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সাধনার অনুকূল করা আবশ্যক,—জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমের অনুকূল ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে সত্যাভিমুখীন, কল্যাণাভিমুখীন ও সুন্দরাভিমুখীন করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয় লালসার সংযম ব্যতীত, রাগদ্বেষাভিমানাদির প্রশমন ব্যতীত, বিলাস ব্যসনের অধীনতা হইতে মুক্তি ব্যতীত এবং শ্রদ্ধা বীর্য্য, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত সত্যেরও প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না, মঙ্গলেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, সৌন্দর্য্যেরও যথার্থ আস্বাদন ও সম্ভোগ হয় না। বিশ্বজগতে সর্ব্বত্র সত্য শিব সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ সত্ত্বেও, আত্মশুদ্ধির অভাবে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি হৃদয়ের যোগ্যতার অভাবে, তাহার সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবপর হয় না।

সুতরাং মানব জীবনের পরম আরাধ্য দেবতারই আস্বাদনযোগ্য রসাল ভাবের নাম সৌন্দর্য্য। সেই একেরই সৌন্দর্য্য সকল রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দে। সেই এক অদ্বিতীয় সত্য শিব সুন্দরই বিশ্বসৃষ্টিতে আপনাকে বিচিত্র ভাবে আস্বাদন করিতেছেন এবং তাঁহারই নিত্য অংশীভূত মানবাত্মার নিকট বিচিত্র আস্বাদ্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি রতি মানবাত্মার অন্তরে নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যময় বিধানে, যাহা নিত্য সত্য, নিত্য মঙ্গলময়, নিত্য সৌন্দর্য্য নিলয়, যাহার সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্টতম, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আপন, সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমাস্পদ, তাহারই সহিত মানবাত্মার সুস্পষ্ট পরিচয় সর্ব্বশেষে হইয়া থাকে, তাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিতে, মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করিতে ও সুন্দর বলিয়া আস্বাদন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তপস্যার প্রয়োজন হয়, তাহার ও নিজের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইতে মানবাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধনার আবশ্যকতা হয়। ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। জীবমাত্রেরই অন্তরাত্মা স্বভাবতঃ সেই নিত্য সত্য শিব সুন্দরের সহিত মিলিত হইবার জন্য লালায়িত, তাঁহার সহিত মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিজকেই নিজের পাওয়া হইল না, নিজের যথার্থ স্বরূপেরই সম্যক্ পরিচয়

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

লাভ হইল না ; সেই নিত্য সত্য শিব সুন্দর পরম দেবতাও জীবের নিকটে আত্ম প্রকাশ করিবার জন্যই যেন ব্যাকুল হইয়া নানা ভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, জীবের কাছে আত্ম প্রকাশই যেন তাঁহার স্বরূপের সার্থকতা ; আবার, সেই পরম দেবতা ও জীবাত্মার মধ্যে বস্তুতঃ কোন ব্যবধান নাই, জীবাত্মা সত্য শিব সুন্দরেরই আংশিক প্রকাশরূপ এবং সত্য শিব সুন্দর জীবাত্মারই পরিপূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ ; অথচ উভয়ের মধ্যে প্রাতীতিক ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য, উভয়ের মিলনের জন্য দীর্ঘকাল নিরন্তর জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্মের সাধনা আবশ্যক।

মানবাত্মা সজাগ ভাবে স্বেচ্ছায় সবিচারে এই সাধনায় ব্রতী হইতে অধিকারী এবং এই সাধনাকে বিশেষ বিশেষ রূপ দিতে সমর্থ। এই সাধনার স্তরে স্তরে কত ব্যাকুলতা, কত প্রতীক্ষা কত প্রচেষ্টা, কত বিফলতা, কত ক্রন্দন, কত শুষ্কতা, কত সরসতা, কত মিলন, কত বিরহ, কত অবস্থাবিপর্য্যয়, কত সংঘর্ষ ও ঘাতপ্রতিঘাত, কত সহযোগিতা ও সহকারিতা। দেশ কাল পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী এবং দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির বিকাশের বৈচিত্র্যে এই সাধনা কত রূপরূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, কত বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। মানবাত্মার এই সাধনবৈচিত্র্য সাহিত্যে ভাষাময়ী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

অতএব মানবজীবনের সাধনার সহিত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মানবীয় সাধনার অভিজ্ঞতারাশি সাহিত্যের মধ্যে জীবন্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। মানবের জীবনক্ষেত্রে যথার্থ দৃষ্টিতে সত্যের সহিত সুন্দরের, মঙ্গলের সহিত মধুরের, কর্ত্তব্য সম্পাদনের সহিত আনন্দাস্বাদনের কোনরূপ বাস্তব বিরোধ বা পার্থক্য নাই। সত্য ও মঙ্গল যে পরিমাণে সুন্দর ও মধুর হইয়া, প্রয়োজন সাধন যে পরিমাণে প্রেমরসাল হইয়া, কর্ত্তব্যের কঠোরতা যে পরিমাণে আনন্দরসে সুকোমল হইয়া, মানুষের সমগ্র জীবনটীকে একখানা সুমধুর সঙ্গীতময় মহাকাব্যে পরিণত করে, সেই পরিমাণেই মানব জীবন সম্যক্ সার্থকতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই সমগ্র মানবজীবন যে পরিমাণে সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, সাহিত্যও সেই পরিমাণেই সার্থক্যমণ্ডিত হয় এবং সেই পরিমাণে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্য মঙ্গল ও সুন্দরের পার্থক্য নিরাকৃত হয়। তখন সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সেবার ভিতর দিয়াও সত্য ও মাঙ্গলকে সমুজ্জ্বল ও সুমধুররূপে মানবসমাজে প্রকাশ করে, সত্য ও কল্যাণকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ভাবের আবেগ সৃষ্টি করে, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত না হইয়াও জনসাধারণের মধ্যে বিচিত্র সাধনার আদর্শ ও উপায় শিক্ষা দেয়।

রসতত্ত্ববিদ্‌গণ যে কল্পনালোক, ভাবলোক, সৌন্দর্য্যলোক, আনন্দলোকের কথা বলেন, তাহা বস্তুতঃ আমাদের বাস্তব জগতের ঊর্দ্ধে নয়, এই জগতেরই অন্তঃপুরে। অনুকূল সাধনা দ্বারা, সংযম তপস্যা ও বিচার দ্বারা, ভোগ লালসা, রাগ দ্বেষ ও ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের বশীকরণ এবং নিরাবিল নিষ্কাম প্রেমের অনুশীলন দ্বারা, যাঁহারা প্রকৃতিরাজ্যেরই অন্তরতম প্রদেশে আপনাদের অনুভূতিকে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে সমর্থ হন, তাঁহারা দেখিতে পান যে, এখানেই সত্য শিবসুন্দরের আসন নিত্য প্রতিষ্ঠিত, এই রাজ্যেরই বিভিন্ন বিভাগে সত্য শিব সুন্দর নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগতের সকল প্রদেশেই সেই এক সত্যেরই আত্মপ্রকাশ, এক কল্যাণেরই বিচিত্র রূপে আত্ম প্রতিষ্ঠা,

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

এক সুন্দরেরই নিত্য নূতন লীলা বিলাস। দৈনন্দিন নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নানারূপ অভাব অভিযোগ, দুঃখ দৈন্য, স্বার্থহিংসা, কলহ নীচতা প্রভৃতি দর্শনে হতাশ হইয়া মানুষ যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের অনুসন্ধানে কল্পনার রাজ্য সৃষ্টি করিয়া একটু আরাম পাইতে চায়, তত্ত্বদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রেম নির্ম্মলচিত্ত মানুষ সাক্ষাৎ দর্শন করে যে, আনন্দসুন্দরই সত্য ও মঙ্গলের পরিপূর্ণ স্বরূপ, সেই আনন্দ হইতেই এই সুন্দর বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, সেই আনন্দই এই অশেষ বৈচিত্র্যময় সংসার প্রবাহের প্রাণ। অলীক কল্পনালোকের আনন্দোল্লাস এই নিত্য শাশ্বত লীলায়িত আনন্দের ক্ষণ ভঙ্গুর আভাস মাত্র। সংসার বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই আনন্দ সুন্দরের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার মানব জীবনেরও যেমন সাধনা, সাহিত্যিকেরও তেমনি সাধনা। মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ হইতে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্র হইতে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে সেই আনন্দ সুন্দরকে নির্ব্বাসন করিয়া যদি কেবল অলীক কল্পনার ক্ষেত্রেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। সাহিত্যিক যে পরিমাণে বিশ্ব মানবের সাধারণ জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেমের ক্ষেত্রে সেই শাশ্বত আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়া এবং সেই নিত্য সত্য শিব সুন্দরকে মানব জীবনের সকল বিভাগের সনাতন আদর্শরূপে চিত্রিত করিয়া, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজও রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীন জীবন সুন্দর ভাবে গঠন করিতে সহায়ক হইবেন, সেই পরিমাণেই তাঁহার সাহিত্যসেবা ও সৌন্দর্য্যের আরাধনা সার্থক।

বহির্জ্জগতে যখন আমরা সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করি, তখনই উপলব্ধি হয় যে, আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর বিষয় রাজ্যে যে সব জিনিষের সহিত আমরা যতটা প্রাণের যোগ অনুভব করিতে পারি, যে সব জিনিষের মধ্যে আমরা জীবনের যতটা সাড়া পাই, আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরবর্ত্তী ভাবসমূহ যাহাদের ভিতরে যে পরিমাণে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই, সেই সব জিনিষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিকাশও ততটাই আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। সাহিত্য রসিক জড়জগতে সেই সেই প্রাণের খেলা অনুভব করিয়া প্রাণের ছবিই চিত্রিত করিয়া থাকেন। এক দল প্রাচীন পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিৎ লিখিয়াছেন, "Beauty is a property in things which the soul recognizes as akin to its own essence, while the ugly is that which it feels to be alien and antipathetic."—মানবাত্মা নিজের আন্তর স্বরূপটিকে যে জিনিষের মধ্যে যতটুকু প্রতিফলিত দেখে, সেই জিনিষ তাহার নিকট ততটুকু সুন্দর হইয়া দেখা দেয় ও তাহার সম্ভোগের বিষয় হয়। বস্তুতঃ এই সব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের ভিতর দিয়াও মানবাত্মা নিজের অন্তর দেবতাকেই সম্ভোগ করে।

প্রেমের দৃষ্টি লইয়া, রসের অনুভূতি লইয়া, সত্য শিব সুন্দরের অনুসন্ধিৎসা লইয়া, প্রকৃতির অভ্যন্তর রাজ্যে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক, যখন আমরা সেখানে আমাদেরই প্রাণের কথা শুনিতে পাই, আমাদেরই হৃদয়ের ক্ষুধা, বিরহের জ্বালা, মিলনের আনন্দ অনুভব করি, তখনই প্রকৃতি আমাদের কাছে অতিশয় সুন্দরী হইয়া উঠে, তখনই দেখিতে পাই,

"চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে।
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে॥

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভোরের গগণে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি।
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি ॥"

তখন চমৎকৃত হইয়া আমরা আস্বাদন করিতে থাকি,

"এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে।"

মানব প্রাণের চির আরাধ্য সত্য শিব সুন্দর দেবতা প্রকৃতি রাজ্যে স্তরে স্তরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া মানবের হৃদয় মন মোহিত করে। জড়জগৎকে যতক্ষণ আমরা জড় বলিয়াই জানি ও অনুভব করি, ততক্ষণ তাহাতে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ অতি অল্প। জড়তা বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যের আবরণ। জড়তার আবরণ ভেদ করিয়া সুন্দরকে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়, জড়ের অন্তরাল হইতে তাহাকে উঁকি মারিয়া মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয়। সেই হেতু সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি না জন্মিলে সে সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচয় অতি সামান্য ভাবেই হইয়া থাকে। জীব জগতে সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক্রমশঃ স্ফুটতর হয়। মানব জীবনের মত সৌন্দর্য্যের এমন প্রকৃষ্ট লীলা ক্ষেত্র বিশ্ব জগতে আর নাই।

"The type of perfect in the mind
In Nature we can nowhere find

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহারই স্বরূপ।"

"সুন্দর মনুষ্য দেহকী মহিমা কহিয়ে কবহি।"

মানবেরও অন্তর্জ্জীবনে, লোকব্যবহারাতীত :মানস লোকে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বৈচিত্র্য ও গভীরতা যত প্রকাশ পাইতে পারে, বহির্জ্জীবনে, লোক ব্যবহার ক্ষেত্রে, নানা রূপ বন্ধন ও আবরণের মধ্যে তাহা সম্ভবপর নহে। প্রাণের বন্ধন, হীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্তি যে স্তরে যত অধিক সৌন্দর্য্যের সুষমাও সেই স্তরে তত প্রকাশ পায়। এই প্রকাশের পরিপূর্ণতা আনন্দলোকে, যেখানে মানব প্রাণ সকল বন্ধন, সকল আবরণ, সকল বিক্ষেপ হইতে সম্যকৃরূপে মুক্তি লাভ করিয়া আপনার অভীষ্টতমের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া দেয় ও আপনার পরিপূর্ণ সত্তার অবাধ আস্বাদনে আপনি মজিয়া যায়। মানবাত্মার স্বীয় সর্ব্বাবরণানির্ম্মুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অনন্ত সত্তার অকুণ্ঠ রসানুভূতিতে কল্যাণময়ী আত্মপ্রতিষ্ঠাই আনন্দলোক, সৌন্দর্য্যের সম্যক প্রকাশ ক্ষেত্র। এই আনন্দলোকের আলোক রশ্মি নিম্নতর লোক সমূহেও নানা ভাবে খণ্ডিত হইয়াও নানারূপ ব্যবধানের মধ্য দিয়া আপনাকে বিকীর্ণ করিতেছে বলিয়াই প্রাকৃত জগতে আমরা আনন্দ সম্ভোগ ও সৌন্দর্য্যাস্বাদন করিতে সমর্থ হই। "এতস্যৈবানন্দস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"— তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি ও আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার সখও নিত্য বর্ত্তমান আছে।

সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্টতম সাহিত্যিকগণ এই সৌন্দর্য্যময় আনন্দ চিন্ময়ধামের অমৃতস্পর্শ লাভের নিমিত্ত গভীরসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এবং সেই স্পর্শের ফলে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অন্তরতম মাধুরীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তাঁহাদের প্রেমরসরসিত দৃষ্টিতে,

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু নক্তমুতোষসী॥"

তথনই

"নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে"।

অমৃত বচন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, ই.

রূপের উৎপত্তি

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পরম পুরুষেই চৈতন্যের নিজ ভাণ্ডার ও উৎপত্তির স্থান। সেই ভাণ্ডার অনন্ত এবং সমস্ত পরিবেষ্টন করিয়া আছে; তাহার তুলনায় সমগ্র সৃষ্টি অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় একটি বিন্দু মাত্র। সেই পরমপুরুষ প্রথমে যে অনন্তরূপ প্রকাশিত করেন, তাহারই অনুকরণে জগতের যাবতীয় রূপ রচিত হইয়াছে, কারণ শক্তি কোন পদার্থকে যেভাবে বিন্যস্ত করে সেই ভাবকেই রূপ বলে এবং আদিশক্তি সেই পরমপুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।

আদিরূপ

একথা সত্য যে, যাহা অনন্ত তাহার কোন প্রকার রূপ কল্পনা বা ধারণা করা সম্ভব নহে; কিন্তু যদি আমরা চৈতন্য ধারার প্রথম বিকাশ বশতঃ যে রেখা বা আকার প্রথম বিকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে সেই অনন্ত ও রূপের কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রথম চৈতন্য ধারা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সেই চৈতন্য ভাণ্ডারে এক হিল্লোল উত্থিত হইয়াছিল, যে অংশে এই হিল্লোল প্রথমে হইয়াছিল তাহাই শক্তির ক্রিয়ার আদি কেন্দ্র এবং অন্যান্য শক্তির কেন্দ্রের ন্যায় তাহাও অণ্ডাকার ছিল। ইহ জগতে শক্তিকেন্দ্রের যে অণ্ডাকার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সেই আদিরূপের, ছাপ বা নকল মাত্র।

আদিশব্দ

আদিশক্তির ভাণ্ডারে প্রথম হিল্লোল বশতঃ যে রূপ প্রকাশিত হয় তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্য এই যে সেই হিল্লোলবশতঃ যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহা মনুষ্যভাষায় কি প্রকারে আমরা অনু-

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

করণ করিতে পারি তাহাই নির্দ্ধারণ করিব। শব্দ অনুকরণ করিবার পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে আমাদের বাক্যযন্ত্রকে যথাসম্ভব সেই অণ্ডাকৃতির ন্যায় করিতে হইবে, তাহার পর এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে যেন তাহাতে মুখ ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে "স্বামী" শব্দ উচ্চারণ করিলে মুখের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার প্রথমাংশ "স্বা" 'সো-আ' দ্বারা মুখগহ্বর অণ্ডাকার হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়াংশ "মী" দ্বারা মুখ ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ হইয়া যায়। "রাধাস্বামী" শব্দ যে মনুষ্য ভাষায় প্রথম হিল্লোল ও ধারা শব্দের অনেকটা অনুরূপ তাহা প্রমাণ করিতে আমরা যে অনেক বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছি, একথা আমরা বেশ জানি, তথাপি আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে ইহা খুব সম্ভব বলিয়া ধরা যাইতে পারে যে, আমাদের প্রমাণ কতকাংশে অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা অসঙ্গত নহে। এবং মহাপুরুষদিগের প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করিয়া পবিত্র নাম ও মন্ত্রের রূপ ও শক্তি বিষয়ে যাহা কথিত আছে তাহা অপেক্ষা আমরা উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অন্ততঃ একপদ অগ্রসর হইয়াছি। উপরে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহার বিশেষ কিছু গুরুত্ব নাই, যেহেতু কেবল মাত্র আনুমানিক সিদ্ধান্তে (theory) কোনরূপ ফল হয় না, কিন্তু তাহাকে পরীক্ষা করিলে বা কার্য্যে পরিণত করিলেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই জন্য উল্লিখিত যুক্তিগুলি বিচার করিবার সময়ে আমরা কার্য্যতঃ পরীক্ষা বা সাধনার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করিতে পরামর্শ দেই। চৈতন্যের কেন্দ্র (সুরতের বৈঠক) বা আজ্ঞাচক্রে চিত্তবৃত্তি একাগ্র করিতে এবং মনমায়ার বহির্মুখীবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে পরম পবিত্র রাধাস্বামী নাম যে কিরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, তাহা যথারীতি আধ্যাত্মিক জপ দ্বারা কিছুকাল ঐ নামের সাধনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। আধ্যাত্মিক জপের অর্থ এই যে সেই পবিত্র নাম জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা উচিত নয় কিংবা মনে মনে জপ করাও উচিত নহে, পরন্তু সুরতের (আত্মার) দ্বারাই সুমিরণ (জপ) করা উচিত। ইহা সন্তসদ্‌গুরুর উপদেশের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

কবীর সাহেব কর্ত্তৃক পরম পবিত্র রাধাস্বামী নামের উল্লেখ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবীর সাহেব তাঁহার পবিত্র পদাবলীর একস্থানে এই পবিত্র নাম ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন ; সেই পদটি এইঃ—

কবীর ধারা অগমকী সদগুরু দিয়া লখায়।
উলট তাহি সুমিরণ কর স্বামী সঙ্গ মিলায়॥

অর্থাৎ কবীর সাহেব বলিতেছেন যে সদগুরু অগমপুরুষের ধারা দেখাইয়াছেন "ধারাকে" উলটাইয়া ("রাধা") স্বামীর সঙ্গে মিলাও তাহা হইলে যে যে শব্দ হইবে, তাহার সুমিরণ কর অর্থাৎ "ধারাকে" উলটাইলে "রাধা" হইয়া থাকে এবং স্বামীর সঙ্গে মিলাইলে "রাধাস্বামী" হইয়া থাকে, ইহাই পরম পুরুষের নাম, ইহারই সুমিরণ করা উচিত।

ত্রিবিধ সাধন প্রণালীর বিশেষ কার্য্যকারী লক্ষণ।

আমরা এক্ষণ ত্রিবিধ সাধনপ্রণালীর ব্যাখ্যা শেষ করিলাম ; এই ত্রিবিধ সাধনা দ্বারা চৈতন্য শক্তি জাগিয়া উঠে ; এবং জীব উচ্চধামের গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১) সুমিরণ অর্থাৎ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

আজ্ঞাচক্রে পরম পবিত্র "রাধাস্বামী" নাম সুরতের (আত্মার) দ্বারা উচ্চারণ এবং (২) ধ্যান অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে জীবিত সন্তসদগুরুর রূপের চিন্তা, সাধনার প্রথম অবস্থায় অভ্যাস করা হয়, এই দুই উপায়ের দ্বারা সুরতের একাগ্রভাব সাধিত হয় এবং গুপ্ত চৈতন্য শক্তি সমূহ জাগিয়া উঠে। এই প্রথম অভ্যাস দ্বারা জীব সুরত শব্দ যোগ সাধনা করিতে বিশেষ শক্তি লাভ করে। (৩) ভজন অর্থাৎ অন্তরে অনাহত শব্দের শ্রবণ। (সুরত শব্দ যোগ) সাধনার তৃতীয় প্রণালী, এই শব্দ শ্রবণ অভ্যাস আরম্ভ করিলে পূর্ব্ব দুই সাধনা অর্থাৎ সুমিরণ ও ধ্যান ত্যাগ করিতে হয় না, তাহা নিত্য সাধনার অঙ্গ। পরে অর্থাৎ কিছু উন্নতি লাভ করিলে, সাধক সুমিরণ ও ধ্যান আজ্ঞাচক্র হইতে উচ্চতর চক্রে অভ্যাস করিয়া থাকে। আজ্ঞাচক্রে সুমিরণ এবং ধ্যান সাধন করিলে, যেরূপ গুপ্তশক্তি জাগিলা উঠে, সেইরূপ তাহা উচ্চতর চক্রে সাধন করিলেও তথাকার গুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠে। কিন্তু গুরু ব্রহ্মাণ্ড দেশের হইলে তাঁহার রূপ ধ্যান যদি ব্রহ্মাণ্ডের অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অর্থাৎ দয়াল দেশের স্থানে সাধিত হয় তাহা হইলে ফলদায়ক হয় না। বরং এই অভ্যাস করিতে থাকিলে উহা বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। এই জন্য নির্ম্মল চৈতন্য দেশের গুরুর অর্থাৎ সন্তসদগুরুর রূপের ধ্যান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই সন্তসদগুরুর রূপের ধ্যান নিম্ন দেশের চক্রে করিলেও ফলদায়ক হয়, কেবল যে নির্ম্মল চৈতন্য দেশের স্থানেই তাঁহার ধ্যান করিলে, সাধন সফল হয়, তাহা নহে, নীচেকার চক্রে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের চক্রে ধ্যান করিলেও তাহা সফল হইয়া থাকে, এই কারণেই সাধনার প্রারম্ভে সন্তসদগুরুর রূপের ধ্যান করিতে সাধককে উপদেশ দেওয়া হয়। ব্রহ্মাণ্ডীগুরুর ও সন্তসদগুরুর ধ্যান সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহাই আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিলে ব্রহ্মের পবিত্র নাম 'ওঁ'কার জপ এবং পরম পবিত্র 'রাধাস্বামী' নাম জপ সম্বন্ধেও খাটিবে। সন্তমতে প্রথম হইতেই পরম পুরুষ রাধাস্বামী নামেরই সুমিরণের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের চক্রেই হউক আর নির্ম্মল চৈতন্য দেশের স্থানেই হউক সর্ব্বত্র এই নামের জপ সাধন মঙ্গলকারী এবং ফলপ্রদ। 'ওঁ'কার ব্রহ্মাণ্ডের চক্রে জপ করিলে ফলপ্রদ হয় বটে, কিন্তু নির্ম্মল চৈতন্য ধামের চক্রে ধ্যান করিলে নিষ্ফল হয় বরং বিঘ্ন উৎপাদন করে, সেই জন্য পরম পবিত্র রাধাস্বামী নামের জপই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

এক গুরুর তিরোভাব ও অন্য গুরুর আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কোন স্বরূপের ধ্যান কর্ত্তব্য?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাধাস্বামীমতে জীবিত সন্তসদগুরুর স্বরূপধ্যানের ব্যবস্থা আছে। এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সন্তসদগুরুর অবর্ত্তমানে ধ্যানের অভ্যাস বন্ধ করিতে হয় কিন্তু ইহা সত্য নহে। এক গুরুর তিরোভাব ও অন্য গুরুর আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পূর্ব্ব গুরুর স্বরূপের ধ্যান করা উচিত; এইরূপ অভ্যাসে সুরতের আধ্যাত্মিক একাগ্রতা সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব গুরু স্বরূপের ধ্যানে ও বর্ত্তমান গুরুস্বরূপের ধ্যানে যে একাগ্রতা হয় তাহাতে অনেক প্রভেদ আছে। মৃত কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের চিত্র দেখিলে যে ভাব হয় এবং জীবিত বন্ধুর বা আত্মীয়ের বিষয় চিন্তা করিলে যে ভাব হয়, এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহার সহিত উল্লিখিত প্রভেদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ পরলোকগত বন্ধুর ছবি দেখিলে

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

তাঁহার বিরহবশতঃ দুঃখই হৃদয়ে ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ জীবিত বন্ধুর বিষয় চিন্তা করিলে উৎসাহ, আনন্দ, পরস্পর ভালবাসা ও সাহায্যের ভাব বিশেষরূপ অনুভূত হয়।

সাধন প্রণালী গোপনীয়

সুমিরণ ধ্যান এবং ভজন এই তিন প্রকার সাধনার বিষয় আমরা যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে সাধনার মূলনীতি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু রাধাস্বামীমতে যে ঠিক কি প্রণালীতে উক্ত তিন প্রকার সাধনা করিতে হয় তাহা গোপনীয়। দীক্ষা বা উপদেশের সময় সেই সকল সাধনার যুক্তি ও প্রণালী শিষ্যকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু দীক্ষার সময় কোন প্রকার বাহ্যক্রিয়া বা আচার অনুষ্ঠিত হয় না। শিষ্যকে একথা স্পষ্টরূপে বলা হয় তিনি যেন কখনও কাহার কাছে সাধনার যুক্তি প্রকাশ না করেন। এইরূপ ব্যবহার ভদ্রজনোচিত সুতরাং তিনি ইহা করিতে বাধ্য। এ বিষয়ে কোনরূপ শপথ করিতে হয় না, যেহেতু যে ব্যক্তি আপনার প্রতীজ্ঞা পালনে অসমর্থ তাহার আত্মসন্মান বোধ নাই সুতরাং তাহার শপথেরও কোনরূপ মূল্য নাই।

সাধনার উপর সাংসারিক অবস্থা, মনের প্রবৃত্তি ও বাসনাদির প্রভাব

আধ্যাত্মিক সাধনার উপরে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে:—১। অভ্যাসীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনসংক্রান্ত সাংসারিক অবস্থা। ২। তাহার স্বভাব ও খাদ্য। ৩। জগতের লোকের সহিত তাহার ব্যবহার। ৪। মান ও যশের লিপ্সার আধিক্য। আপনার সম্পত্তি ও কুটুম্বের সহিত বন্ধন। ৬। এবং অন্যান্য রূপে জগতের বন্ধন। এই পুস্তকের শেষ ভাগে অর্থাৎ কর্ম্মঅধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়ে সাধকের কিরূপ আচরণ ও বিধি পালন করা কর্ত্তব্য তাহা ব্যাখ্যা করা যাইবে, এক্ষণে আমরা সৃষ্টির প্রণালী ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিব। সৃষ্টির নিয়মের দ্বারা জগতের অধিবাসীর কর্ম্ম অনেক প্রকারে নিয়মিত হয়, সেইজন্য রচনার নিয়মাবলী উত্তমরূপে না জানিলে জীব সৃষ্টির উদেশ্য ও ব্যবস্থা এবং আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না।

আর্য্যমনোবিজ্ঞান

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণ দেব

ন্যায়বিৎ সুধীমণ্ডলী আবার মনের অণুপরিমাণ সিদ্ধির অনুকূলে অন্য রকমের সচরাচর আরো যে একটা হেতু প্রদর্শন করেন তাহা এইরূপ—আমরা সচরাচর ইহা দেখিতে পাই যে, শিরঃপীড়াগ্রস্থ রোগী যে যে সময়ে শিরঃপ্রদেশে দুঃখানুভব করে, ঠিক সেই সময়ে কেহ যদি ওই

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

রোগীর পদতলে তৈলমর্দ্দন অথবা তাহার পদসংবাহনাদি করে, তজ্জন্য ওই রোগীর পদতলে একটা সুখবিশেষ উৎপন্ন হয়। রোগী কিন্তু শিরঃপ্রদেশে তীব্র দুঃখটা যখন অনুভব করে, ঠিক সেই সময়ে পদতলে সঞ্জাত সুখটা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা আর অনুভব করা যায় না। কারণ আমাদের মন নিতান্ত ছোট পরিমাণের বস্তু বলিয়া একই সময়ে শিরঃপ্রদেশে ও পদতলে সংযুক্ত হইতে পারে না। তাহার ফলে শিরোবর্ত্তী দুঃখের অনুভব সময়ে পদতলবর্ত্তী প্রাদেশিক সুখের আর অনুভব হওয়া সম্ভবে না। অর্থাৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র মনবস্তুর নিতান্ত ক্ষুদ্র বা অত্যল্প দেশব্যাপী সংযোগটা কখনও একই সময়ে শরীরের সমূহ অবয়ব গুলি ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। আর তাহার ফলে শরীরের মস্তকাদি কোনও একটা অবয়ব বিশেষেই কেবল মাত্র মানসিক সংযোগটা বর্ত্তমান থাকায় মনঃসংযুক্ত শারিরীক সেই অবয়ব প্রদেশ বিশেষেই কেবল মাত্র দুঃখটা অনুভূত হয়। শরীরের যে অবয়ব প্রদেশে মনের সম্বন্ধটা বর্ত্তমান অবস্থায় থাকে, সেই অবয়ববর্ত্তী মানসিক সম্বন্ধটাই যেহেতু সেই অবয়ববর্ত্তী দুঃখ অথবা সুখানুভূতির সহকারী কারণ বিশেষ। ভেরী ও দণ্ডের সংযোগে যে সময়ে যে প্রদেশে শব্দরাশি অভিব্যক্ত অথবা উৎপন্ন হয় সেই সময়ে পৃথিবীর সেই প্রদেশেই কেবল মাত্র আমরা ওই ভেরীশব্দ অনুভব করি। পৃথিবীর কোনও এক প্রদেশ বিশেষে উৎপন্ন প্রাদেশিক শব্দগুলি যেরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুভব করিতে পারা যায় না, সেইরূপ দুঃখাদিও মনোদণ্ডের সম্বন্ধযুক্ত মস্তকাদি কোনও একটা শারিরীক প্রদেশ বিশেষেই কেবল মাত্র অনুভূত হইতে পারে, নতুবা নহে।

মনোদণ্ডের সম্বন্ধহীন মৃত শরীরের মস্তকাদি প্রদেশ বিশেষে বজ্রপাতাদি হইলেও উহা (মৃত শরীর) যেমন দুঃখটা অনুভব করিতে পারে না সেইরূপ শিরঃপ্রদেশবর্ত্তী তীব্র দুঃখের অনুভব সময়ে শিরোরোগীও মৃত শরীরের মত পদতলে সঞ্জাত সুখের আর অনুভব করিতে পারে না। শিরোরোগীর পদতলে মনঃসংযোগ থাকে না। অতএব সে পদতলবর্ত্তী প্রাদেশিক সুখ সত্ত্বেও উহার আর অনুভব করিতে পারে না। শিরোরোগীর শিরঃপ্রদেশে মনঃসংযোগ থাকে, সেই জন্য ওই রোগী প্রাদেশিক শব্দানুভূতির মত প্রাদেশিক দুঃখেরও অনুভব করে। এক্ষণে ইহা বুঝিতে হইবে যে, আমাদের মন যদি শরীর পরিমিত বস্তু হয় তাহা হইলে যে সময়ে তুমি শিরঃপীড়া অনুভব করিতেছ, ঠিক সেই সময়ে তৈল মর্দ্দিত পদতলে উৎপন্ন বর্ত্তমানকালীন সুখের অনুভব করাও আর তোমার পক্ষে অসম্ভব হওয়া সম্ভবে না—সম্ভবে। কারণ শরীর পরিমিত মনবস্তুর শারীরিক অবয়ব সমূহের সহিত সম্বন্ধটা যে সময়ে একই সময়ে শারীরিক অবয়ব সমূহেই ব্যাপিয়া থাকিতে পারে, আর শারীরিক অবয়ব বিশেষের সহিত মনবস্তুর সম্বন্ধটাকে যেহেতু সকলেই এক বাক্যে মস্তকাদি প্রদেশ বিশেষে উৎপন্ন প্রাদেশিক দুঃখাদির অনুভূতির সাহায্যকারী কারণস্বরূপে নির্দ্দেশ করেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, শিরঃপীড়ার অনুভব সময়ে তৈলমর্দ্দিত পদতলে শরীর পরিমিত মনবস্তুর সংযোগের আর অভাব থাকিতে পারে না। তাহার ফলে যে সময়ে তুমি শিরঃপীড়া অনুভব করিতেছ, সেই সময়ে তোমার পদতলবর্ত্তী প্রাদেশিক সুখেরও অনুভব হওয়া উচিত? আমরা কিন্তু শিরঃপীড়ার অনুভব সময়ে পদতলে সুখ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহার আর অনুভব করিতে পারি না। এক সময়ে শাররিকী কোনও একটা প্রদেশ বিশেষেই কেবল মাত্র দুঃখ অথবা সুখাদি অনুভূত হয়। শরীরের

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

একাধিক অবয়ববর্ত্তী দুঃখ ও সুখ এতদুভয়ের একই সময়ে অনুভব না হওয়াকেই ন্যায়বিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী মনের অণুপরিমাণ সিদ্ধির অনুকূল ও নির্দ্দোষ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

আমাদের মন যদি একটা পরমাণুর মত নিতান্ত ক্ষুদ্র পরিমাণের বস্তু হইত, তাহা হইলে কি হইত? সুশীতল গঙ্গাজলে অথবা বরফে ডুবিয়া থাকিলেও একই সময়ের মধ্যে শরীরের সমগ্র অবয়ব ব্যাপিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্যের সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব হওয়া সম্ভবে না। আর প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত শরীরের সমূহ অঙ্গগুলি ব্যাপিয়া একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী তাপের সর্ব্বাঙ্গীন বুদ্ধি হওয়া সম্ভবে না।—একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকা একই সময়ে হস্তী শরীরের সমূহ অবয়ব ব্যাপী বৃহত ত্বগিন্দ্রিয়ের পৃষ্ঠাদিবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে সংযুক্ত হইতে পারে কি? কখনই না। কারণ পিপীলিকা বস্তুর সংযোগটাও ক্ষুদ্র অত্যল্প দেশব্যাপী। উহা কখনও একই সময়ের মধ্যে হস্তীর সমূহ অবয়বব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের পৃষ্ঠাদিবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। তজ্জন্য ক্ষুদ্র পিপীলিকা যেমন হস্তীর বৃহৎ ত্বগিন্দ্রেয়ের প্রদেশ সমূহে এক কালে সংযুক্ত হইতে পারে না, আমাদের মন অণুপরিমিত বস্তু হইলে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনবস্তুর সম্বন্ধটাও অত্যল্প দেশব্যাপী বলিয়া হস্তীশরীরের বৃহৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রদেশ সমূহে পিপীলিকা সংযোগের ন্যায় একই সময়ে আমাদের শরীরব্যাপী ত্বগিন্দ্রিরের মস্তকাদিবর্ত্তী প্রদেশ সমূহেই ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। আর তাহার ফলে একই সময়ে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববর্ত্তী বৃহৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের মস্তকাদিবর্ত্তী প্রদেশ সমূহেই অগমনও সংযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং আপাদ-মস্তক ব্যাপিয়া গঙ্গানিমগ্ন শরীরের ও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর সৌরকিরণে উত্তপ্ত শরীরের একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্য ও তাপের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অনুভূতি হওয়াও সম্ভবে না। শরীরের সমস্ত অবয়ববর্ত্তী ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের এককালীন সম্বন্ধটাই যেহেতু একই সময়ে গঙ্গানিমগ্ন ও উত্তপ্ত সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য অথবা তাপের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বুদ্ধি উৎপত্তির প্রতি সহকারী কারণ বিশেষ, মনের নিতান্ত ছোট পরিমাণের অঙ্গীকারে আপাদমস্তক ব্যাপিয়া গঙ্গানিমগ্ন শরীরের ও সৌরকিরণ উত্তপ্ত সর্ব্ব শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্য তাপের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী অনুভবের গোপন করিলে চৌর্য্যের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হয়। আবার মনে কর, আমরা যখন শরীরের অবয়ব সমূহ ব্যাপিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য ও তাপজনিত সর্ব্বাঙ্গীন সুখ অথবা দুঃখের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বুদ্ধিটা একই সময়ে অনুভব করিতে পারি, তখন ইহা বিবেচনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের মনটা যদি একটা পরমাণুর মত নিতান্ত ক্ষুদ্র বস্তু হয়, তাহা হইলে শরীরের সকল অবয়ব ব্যাপিয়া এক কালে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য ও তাপজনিত সর্ব্বাঙ্গীন সাময়িক সুখ অথবা দুঃখের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বুদ্ধির অনুভব হওয়াই একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কারণ নিতান্ত ক্ষুদ্র মনবস্তুর শরীরব্যাপী এককালীন সম্বন্ধ হওয়া সম্ভবে না। সেই জন্য একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ অথবা দুঃখের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বুদ্ধির এককালীন অনুভব হওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনের শরীর ব্যাপিয়া এককালীন সম্বন্ধটাই যখন শরীরব্যাপী সর্ব্বাঙ্গীন সুখ অথবা দুঃখ অনুভূত হইবার কারণ বিশেষ, মন অণুপরিমিত বস্তু হইলে উহা শারীরিক অণুপরিমিত একটা প্রদেশ মাত্র ব্যাপিয়াই সুখাদির অনুভব জানাইতে সমর্থ হয়। মনের নিতান্ত ছোট পরিমাণের অভ্যুপগমে

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

সর্ব্বাঙ্গব্যাপী সুখ অথবা দুঃখও তাহার বুদ্ধিটা (প্রত্যক্ষ বুদ্ধিটা) লুকাইয়া রাখিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির গোপন করিলে চৌর্য্যের অভিযোগ আসিয়া পড়ে।

আরো দেখ, সর্ব্বাঙ্গীন সুখ, দুঃখও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বুদ্ধি। উহা মন বা অন্তঃকরণের কার্য্য বা বিকার বিশেষ। সুখ, দুঃখ ও তদ্বুদ্ধির আকরভূত অন্তঃকরণ হইতেই উহারা তরঙ্গাকারে নামিয়া আসিয়া শরীর ব্যাপিয়া যখন অনুভূত হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গব্যাপী সুখ দুঃখ ও তদ্বুদ্ধির উপাদানভূত আশ্রয় অন্তঃকরণ কখনও নিতান্ত ক্ষুদ্র হইতে পারে না। কারণ নিতান্ত ছোট (অব্যাপী) বস্তু হইতে তাহার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বৃহৎ কার্য্যগুলি (সর্ব্বাঙ্গীন সুখাদি) বিশিষ্ট হইতে পারে না। সুখাদি যে অন্তঃকরণের ধর্ম্মবিশেষ, ইহা অগ্রিম প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল বেদান্ত দর্শনেও মন যে অণু ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে, তবে কেন মনের মধ্যম পরিমাণ অঙ্গীকারে বেদান্তবাদীর এতাদৃশ শ্রমসাধ্য যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন? উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বেদান্তদর্শনে যাহা বিনাশী বস্তু তাহাই অল্প বা ছোট বলিয়া পরিচিত হয়। মন যখন আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইয়া নষ্ট হইয়া যায় তখন উহাও অল্প বা ছোট হইতে পারে। কিন্তু অল্প বলিয়া বেদান্ত দর্শনে মনের অণুপরিমাণটা নিরূপণ করা হয় নাই। অথবা মনে কর ভুক্তান্নের শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম অণুরাশির উপাদানে মন বস্তু গঠিত হয়, সেই জন্যই বেদান্ত দর্শন মন এবং বস্তুকেও অণু (সূক্ষ্ম) বলা হয়। অন্ন ভক্ষণে মন সুস্থতা লাভ করে অতএব উহা অন্নময়—অন্নের বিকার বা কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মনবস্তুটাকে অণু বলিলে তাহার অণু পরিমাণটাই যে ধরিতেই হইবে, তাহা নহে। কারণ অণুশব্দ দুর্লক্ষ্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আমাদের মন অণুপরিমিত বস্তু নহে। মনের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এককালীন সম্বন্ধ বশতঃ আমরা যখন সর্ব্বাঙ্গীন সুখ ও দুঃখ ও তাহাদের বুদ্ধি অনুভব করি তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের মন জিনিষটা শরীর পরিমিত বস্তু না হইলে তাহার শরীরের সমগ্র অবয়ব ব্যাপিয়া এককালীন সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। আর তাহার ফলে একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সুখ অথবা দুঃখাদির অনুভব হওয়াও সম্ভবপর হইত না। আমাদের মন শরীরের মত মাঝামাঝি বড় পরিমাণের বস্তু বিশেষ, ত্বক্ যেরূপ শরীর পরিমিত বহিরিন্দ্রিয় বিশেষ। এইরূপ মনও শরীরের সমগ্র অভ্যন্তর প্রদেশ ব্যাপী, সুতরাং শরীর পরিমিত বস্তু বিশেষ। শরীরব্যাপী ত্বক্ দ্বারা আমরা যেরূপ একই সময়ে শরীরের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্য ও তাপ অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ শরীর পরিমিত মন দ্বারাও আমরা সর্ব্বাঙ্গীন সুখ অথবা দুঃখ ও তদ্বুদ্ধি শরীর ব্যাপিয়া একই সময়ে অনুভব করিতে পারি। অতএব মন শরীর পরিমিত বস্তু বিশেষ। প্রত্যেক মন সর্ব্বগামী ও অনন্ত (মহান) শরীর বিশেষের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিমাণের আরম্ভ অনুসারে মনসূর্য্যের বৃত্তিরশ্মিগুলি সঙ্কুচিত ও বিকশিত হয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হয় যে, সাংখ্য দর্শনের ন্যায় বেদান্ত দর্শনেও মনের মধ্যমান অঙ্গীকৃত হয়।

সুখ দুঃখ ও বুদ্ধি ইহারা যখন অন্তঃকরণের গুণ বিশেষ, তখন বুঝিতে হইবে যে, নীল পীতাদি গুণ গুলি যেরূপ নিজের আশ্রয়ভূত বস্তুর প্রদেশ ছাড়িয়া নিরাশ্রয়—স্বাধীন হইয়া তদতিরিক্ত প্রদেশ বিশেষে সঞ্চরণ করিতে পারে না, সুখাদিও গুণ বিশেষ বলিয়া উহারাও নিজের আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণ, শরীরের যে প্রদেশে থাকে না, সেই প্রদেশে সুখাদিও সক্রান্ত

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

হইতে পারে না ও অনুভূত হইতেও পারে না। আমরা যখন একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী সুখ অথবা দুঃখ ও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন বুদ্ধি অনুভব করিতে পারি, তখন সুখাদির আধারভূত অন্তঃকরণ ও শরীরের সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া থাকে ইহা বুঝিতে হয়। নতুবা শরীরের সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া সুখাদির একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব হওয়া সম্ভবে না। কারণ, যাহা কিছু গুণ স্বরূপে পরিচিত, যথা গন্ধ রস ও সুখ দুঃখ বুদ্ধি আদি, তাহারা নিজের আশ্রয়ভূত গুণী বস্তুর যে প্রদেশে থাকে না, সেই প্রদেশে অনুভূত হইতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃগমদাদি গন্ধ পরমাণুরাশির যে প্রদেশে সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে সেই প্রদেশেই গন্ধ অনুভূত হইতে পারে। নতুবা নহে। সুখাদিগুণগুলি যখন শরীরের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাদের আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণ বা মনও নিশ্চয় শরীরের সমগ্র প্রদেশ ব্যাপী, সুতরাং উহা শরীরপরিমিত বস্তু হইতে পারে।

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেন আমাদের মন যদি শরীরপরিমিত বস্তুই হয়, তাহা হইলে আমি যে সময়ে মস্তক পীড়ার মস্তক প্রদেশে দুঃখটা অনুভব করিতেছি, ঠিক সেই সময়ে তৈল মর্দ্দিত পদতলে সঞ্জাত প্রাদেশিক সুখেরও অনুভূতি হইয়া যাউক? কারণ শরীর পরিমিত মন বস্তুর শিরঃ প্রদেশেও পদতলে এক কালীন সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব হইতে পারে না। আর শরীরের যে অবয়বের সহিত মনের সম্বন্ধটা বর্ত্তমান হয়, সেই অবয়ববর্ত্তী মানসিক সম্বন্ধ টাকেই যেহেতু সেই অবয়ববর্ত্তী সুখাদি অনুভূতির কারণ স্বরূপে নিরূপিত করা হইয়াছে।

উল্লিখিত আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্য সাংখ্যবাদী পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন, সুখ দুঃখ, আলোকে ও অন্ধকারের মত পরস্পর বিরোধী গুণ বিশেষ। এক সময়ে এক জায়গায় আলোক ও অন্ধকারের অবস্থিতি হওয়া যেরূপ সম্ভবে না, এক অন্তঃকরণে একই সময়ে সুখ ও দুঃখের আবির্ভাব হওয়াও সেরূপ সম্ভবে না। সুখের অনুভব সময়ে দুঃখের আর অনুভব হইতে পারে না। দুঃখ তখন অন্তঃকরণে সমুদিত সুখ দ্বারা অভিভূত থাকে। আর দুঃখের অনুভব সময়ে সুখেরও আর অনুভব হইতে পারে না। দুঃখ অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইয়া অনুভূত হইলে ঠিক সেই সময়ে সুখটা অন্তঃকরণে আবির্ভূত দুঃখ দ্বারা তিরোভূত থাকিয়া যায়, সেই জন্য দুঃখের অনুভব সময়ে সুখের আর অনুভব হওয়া সম্ভবে না। সুখ ও দুঃখ এই বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিরোধী বলিয়া উভয়ের অনুভূতি দুইটাও পরস্পর বিরোধী। সুখের আলোক অনুভব সময়ে অন্তঃকরণে দুঃখনিশার অনুভব হয় না। আর দুঃখনিশার অনুভব সময়েও অন্তঃকরণে সুখের আলোক আর অনুভব করা যায় না। ইহার দ্বারা প্রকৃত স্থলটি যেরূপ বুঝিতে হইবে, তাহা এই—

অন্ধকার রাশি নাশ না করিয়া আলোক তরঙ্গ যেরূপ প্রবাহিত হইতে পারে না, আলোক রাশি উদিত হইলে অন্ধকার নাশ করিয়াই উহাদের উদয় হওয়া যেরূপ সম্ভবপর, নতুবা নহে, সেইরূপ শিরোরোগীর শিরোবর্ত্তী পীড়ার দুঃখানুভূতিও যতক্ষণ ব্যাপিয়া যে অন্তকরণে অনুভূত হয়, ততক্ষণ ব্যাপিয়া সেই অন্তকরণে সুখের ও সুখবুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভবে না। দিবার অবসান না করিয়া রজনীর উদয় লাভ করা যেরূপ অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হয়, সুখানুভূতির তিরোভাব না করিয়া দুঃখানুভূতির আবির্ভাবও সেইরূপ সম্ভবে না। সুখবুদ্ধির তিরোভাব করিয়াই দুঃখবুদ্ধি অন্তঃকরণে জাগিয়া থাকে। একই সময়ে এক জায়গায়

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

আলোক ও অন্ধকারের আবির্ভাব হওয়া যেমন সম্ভবাতীত বিষয়। এইরূপ একই সময়ে এক অন্তঃকরণে সুখ ও দুঃখ এতদুভয়ের অনুভব হওয়া সম্ভবে না। সুখ দুঃখ ইহারা পরস্পর বিরোধী বিষয় বলিয়া উহাদের একই সময়ে এক অন্তঃকরণে যে অনুভব তাহাও আর ঘটিয়া উঠে না। আমাদের মন বস্তুটা অণুপরিমিত বলিয়াই যে, শিরোবর্ত্তী দুঃখ ও তৈল মর্দ্দিত পদতলের সুখ, এতদুভয়ের এককালীন অনুভব জন্মাইতে পারে না, তাহা নহে। সাংখ্য দর্শনে শরীর পরিমিত মন বস্তুর সঙ্কোচ ক্রিয়ার অস্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া মন সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের মস্তকাদি কোনও একটা অবয়ববিশেষে সংযুক্ত হইতে পারে। সেই অবয়ববর্ত্তী প্রাদেশিক দুঃখবুদ্ধিও জন্মাইতে পারে। পদতলে কণ্টকের আঘাত লাগিলে বেদনাটা পদতলেই সঙ্কুচিত মন দ্বারা অনুভূত হয়। প্রাদেশিক বেদনানুভূতির সাহায্যে মনের সঙ্কোচ ক্রিয়ার অস্তিত্বটাই প্রতিপন্ন হয়। তাহার দ্বারা মনের অণুপরিমাণ প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ ঐ মনই আবার একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন বেদনার অনুভূতিটাও জন্মাইয়া থাকে। তাহার দ্বারা মন যে বিকাশশীল বিস্তৃত শরীরব্যাপী শরীর পরিমিত বস্তু বিশেষ ইহাই কেবল মাত্র প্রমাণিত হয়।

সাংখ্য ও বেদান্তবাদীর প্রোক্ত দোষগুলির পরিহার করিবার নিমিত্ত ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকে আমরা যদি অণুপরিমিত মন বস্তুর বায়ুর মত অথবা বিদ্যুতের মত একটা শীঘ্র গতি ক্রিয়ার অঙ্গীকার না করিতাম, তাহা হইলেই বরফে ও জলে ডুবিয়া থাকিলে অথবা আগ্নেয় ও সৌর কিরণে সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত হইলেও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য ও তাপের সর্ব্বাঙ্গীন অনুভূতিও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য ও তাপজনিত সর্ব্বাঙ্গীন সুখ অথবা দুঃখের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বুদ্ধির গোপন করিয়া আমরা উল্লিখিত চৌর্য্যের অভিযোগে অভিযুক্ত ও তিরস্কারের পাত্র হইতে পারি। ন্যায় দর্শনে মনের আশু (শীঘ্র) গতি ক্রিয়া অস্তিত্বটা অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর অন্যান্য দর্শন ও পুরাণ শাস্ত্রেও মন যে চঞ্চল গতি ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল বস্তু বিশেষ, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে দার্শনিক গণের মতদ্বৈধ নাই। আমাদের মন বায়ুর মত চঞ্চল ও ক্ষিপ্রগামী। সেই জন্য উহা অত্যল্প ক্ষণ-গুলির মধ্যে একটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইয়া তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া অপর ইন্দ্রিয়েও আবার সংযুক্ত হইতে পারে। তাহার ফলে আমরা হস্তী আদি দর্শনের পরক্ষণেও পটহের ধ্বনিও আবার শুনিতে পাই। আমাদের মন অতি অল্প ক্ষণগুলির ভিতরে সমগ্র শরীরব্যাপী বৃহৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের আপাদমস্তকব্যাপী শারীরিক প্রদেশ সমূহে আবর্ত্তন করিতে পারে। আমরা কিন্তু নিরতিশয় ক্ষুদ্র মন বস্তুর তাদৃশ শীঘ্রগতি ক্রিয়া সমূহের ক্রমিকতা ... অনুভব বা লক্ষ্য করিতে পারি না। আর সেই ... শরীর পরিমিত প্রদেশ সমূহে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনের সম্বন্ধটাও ... একই সময়ে ঘটিয়া থাকে এইরূপ আমরা মনে করি। আর ত্বগিন্দ্রিয়ের শরীর পরিমিত প্রদেশ সমূহ মনের এককালীন ওই সম্বন্ধের ফলে মনে হয়, আমরা একই সময়ে শরীরের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্য অথবা তাপ অনুভব করি এবং সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্য ও তাপ জনিত সুখ ও দুঃখের সর্ব্বাঙ্গীণ বুদ্ধি অনুভব করি। সুখ ও দুঃখের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বুদ্ধিটা যেন একই সময়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ করি। বস্তুগত্যা এইরূপ মনে করা মোহের পরিণাম ভ্রান্তির বিলাস ছাড়া আর কিছুই নহে। একশত পদ্মপত্রের উপরে একটী সূচী রাখিয়া আঘাত করিলে পদ্মপত্রের ভেদন ক্রিয়া সমূহের ক্রমিকতা বা পূর্ব্বাপর ক্ষণ ব্যাপী ক্রমপরম্পরা থাকা সত্ত্বেও উক্ত ক্রিয়া সমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যটা

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া আমরা যেরূপ সচরাচর বলিয়া থাকি যে, এই একশত পদ্মপত্রগুলি স্থচী দ্বারা এককক্ষণের ভিতরেই ভিন্ন হইল, অথবা মনে কর, অলাতচক্র (প্রজলিত শলাকাদি বিশেষ) অতিশয় বেগে ঘুরাইলে উহার ভ্রমণক্রিয়া গুলির ক্রমিকত্ব অনুভব করা যায় না বলিয়া মনে হয়, ঘূর্ণায়মান শলাকাটী চক্রের মত মণ্ডলাকারেও স্থির হইয়া রহিয়াছে, এরূপ বস্তু বিশেষ।

মনের গতিক্রিয়া সম্বন্ধেও ওই এক কথা। আমাদের মন অতিশয় শীঘ্রগামী। উহা অতিশয় বেগসহকারে ক্রমে ক্রমেই ত্বগিন্দ্রিয়ের শরীর পরিমিত প্রদেশ সমূহে সঞ্চরণ করিয়া সংযুক্ত হইতে পারে আর তাহার ফলে ক্রমিক ক্ষণপরম্পরায় আলম্বনেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য ও তাপবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। তথাপি মনের তাদৃশ শীঘ্র গমন ক্রিয়াটা এত শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়া থাকে যে তাহার ক্রম পরম্পরা আর আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। সেই জন্য মনে হয় আমাদের মন এককক্ষণের মধ্যে বা যুগপৎ শরীরে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকে ও তজ্জন্য মন একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গে সংযুক্ত হইয়া শরীরে সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ শৈত্য ও তাপবৃদ্ধি জন্মাইয়া থাকে; সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য ও তাপের সর্ব্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিগুলি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইলেও আমরা ঐ বৃদ্ধিসমূহের উৎপত্তির ক্রমিকতাটা লক্ষ্য করিতে পারি না। তজ্জন্য মনে করি, একই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য অথবা তাপের সর্ব্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিটা জন্মিয়া থাকে। এবং একই সময়ে মন শরীরের অভ্যন্তরপ্রদেশ সমূহে সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী শৈত্য ও তাপজনিত সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ অথবা দুঃখের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বৃদ্ধিটাও একই সময়ে জন্মাইয়া থাকে। বস্তুগত্যা কিন্তু আপাদমস্তক ব্যাপিয়া গঙ্গানিমগ্ন ও সৌরাদি কিরণে উত্তপ্ত শরীরের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য ও তাপের সর্ব্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও ঐ শৈত্য ও তাপ জনিত সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ অথবা দুঃখের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বৃদ্ধি সমূহের উৎপত্তি ক্রিয়াগুলি কখনও নিতান্ত ক্ষুদ্র মনের দ্বারা একই সময়ে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। নিতান্ত ক্ষুদ্র অণুপরিমিত মন বস্তু কখনও একই সময়ে শরীরের সমূহ অবয়ব ব্যাপী বৃহৎ ত্বগিন্দ্রিয়ে ও শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রদেশ সমূহে সংযুক্ত হইতে পারে না। কতকগুলি ক্ষণের পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রম পরম্পরাকে আশ্রয় করিয়াই অণুপরিমিত মন বস্তু শরীরব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ে ও শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে সংযুক্ত হইতে পারে। আর তাহার ফলেই (অনেকগুলি ক্ষণ পরম্পরা আশ্রয় করিয়া সংযুক্ত হয় বলিয়াই) নিরতিশয় ক্ষুদ্র মন দ্বারা কতকগুলি ক্ষণ পরম্পরায় সর্ব্বাঙ্গব্যাপী শৈত্য অথবা তাপের সর্ব্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিগুলিও ঐ শৈত্যাদি জাত সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ অথবা দুঃখের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বৃদ্ধিগুলিও জন্মিয়া থাকে। তথাপি বহুক্ষণ পরম্পরায় উৎপন্ন সর্ব্বাঙ্গীণ শৈত্যাদিবৃদ্ধি ও সুখাদিবৃদ্ধি সমূহের উৎপত্তি ক্রিয়াগুলির ক্ষণমাত্রও ব্যবধান বা বিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া আমরা এইরূপ মনে করি যে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিগুলি একই ক্ষণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ মনে করাটা কিন্তু ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নহে।

পূরী পিষ্টক ভক্ষণ সময়েও রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ বুদ্ধিগুলি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইলেই উহাদের উৎপত্তি ক্রিয়াগুলির ক্ষণমাত্রও বিচ্ছেদ বা ব্যবধান লক্ষিত হয় না বলিয়া, সাংখ্যবাদী ভ্রমে পড়িয়া মনে করেন উল্লিখিত পিষ্টকের রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ বুদ্ধিটা যুগপৎ বা একই সময়ে উৎপন্ন হয়।

(ক্রমশঃ)

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

কবীরের দোঁহা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চকরী বিছুরী রেন কৌ, আনি মিলৈ পরভাত।
জে নর বিছুরে নাম সে, দিবস মিলৈঁ নহি রাত ॥ ৭০ ॥

চক্রবাকী রাতে একা, প্রভাতে ফের মিলে আসি।
মানুষ যেজন নাম ভুলেছে, তার নাইক দিবা নিশি ॥ ৭০ ॥

উজ্জল পহিরে কাপড়ে, পান সুপারী খাহিঁ।
সৌইক গুরু কী ভক্তি বিনু, বাঁধে জমপুর জাহি ॥ ৭১ ॥

উজ্জল বসন চড়িয়ে গায়, চিবোন সদা সুপারি পান।
মাত্র গুরুভক্তি বিনা, বন্দী যমালয়ে যান ॥ ৭১ ॥

কবীর বেড়া জরজরা, ফুটে.ছেদ হজার।
হরুয়ে হরুয়ে তরি গয়ে, বূড়ে জিন সির ভার ॥ ৭২ ॥

কবীর তরী জরজর, হাজার ছেঁদা চুয়োয় তাতে।
হাল্কা যত সব ত'রে যায়, সে ডোবে ভার যাহার মাথে ॥ ৭২ ॥

মৈঁ ভমরা তোহিঁ বরজিয়া, বন বন বাস ন লেয়।
অটকৈগা কহুঁ বেন সে, তড়পি তড়পি জিয় দেয় ॥ ৭৩ ॥

তোমায় বারণ করছি ভ্রমর, নিওনা বাস বনে বনে।
জড়িয়ে পড়ে কোন্ লতাতে, ধড় ফড়িয়ে মরো প্রাণে ॥ ৭৩ ॥

বাড়ী কে বিচ ভমর থা, কলিয়াঁ লেতা বাস।
সো তো ভমরা উড়ি গয়া তজি বাড়ী-কা আস ॥ ৭৪ ॥

বাগান মাঝে ছিল ভ্রমর, ঘ্রাণ নিত সে কলির বাস।
সে ভ্রমর ত গেল উড়ে, তেযাগি উদ্যানের আস ॥ ৭৪ ॥

ভয় বিনু ভাব ন উপজৈ ভয় বিনু হোয় ন প্রীতি।
জব হিরদে সে ভয় গয়া, মিটী সকল রস রীতি ॥ ৭৫ ॥

ভয় না হ'লে ভাব জাগে না, ভয় বিহনে হয় না প্রীতি।
হৃদয় হ'তে ভয় গেল যেই, মিটল সকল রস আর রীতি ॥ *

—শিবপ্রসাদ।

---

* প্রক্রিয়া।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

দশাবতারচরিত

শ্রীরামচন্দ্র চরিত

রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকীর বৃত্তান্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী

বেড়াইতে লাগিলেন অর্থাৎ নক্ষত্রচক্রে গ্রামোফোনের রেকর্ডের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন। সেই বনের নিকট এক ক্রৌঞ্চমিথুন সুস্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছিল। অকস্মাৎ এক পাপাশয় নিষাদ আসিয়া অবসর বুঝিয়া ক্রৌঞ্চকে বিনষ্ট করিল, ক্রৌঞ্চের ধরণীলুণ্ঠিত রক্তাক্ত কলেবর প্রভাতে রবর্ণাভা পূর্ব্ব গগনের ন্যায় (সৌরজগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা) দেখিয়া তাহার ভার্য্যা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কামোন্মত্ত তাম্রবীর্য সহচরের সঙ্গে আর সহবাস ঘটিবে না,— ইহাই তাহার সকরুণ ক্রন্দনের কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে নীল লোহিতের ক্রন্দন ব্যাপার স্মরণ করুন।

মন্তব্য।—এস্থলে ক্রৌঞ্চমিথুন কিরূপে এবং নিষাদই বা কে বা কিরূপ, তাহার তথ্য অবগত হইতে না পারিলে উপাখ্যানের গূঢ় ও অন্তর্নিহিত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম এবং রামায়ণ রহস্য বুঝাই যাইবে না। এই ক্রৌঞ্চমিথুন ব্যাপার অতি গভীর গূঢ় রহস্যপূর্ণ। আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব। ইহা যোগের এবং আধিদৈবিক সৃষ্টির ব্যাপার।

গতি ও বক্রতা অর্থব্যঞ্জক ক্রুঞ্চ ধাতু হইতে ক্রুঞ্চ শব্দ সিদ্ধ এবং এই শব্দের অর্থ **কোঁচবক অর্থাৎ দীর্ঘ বক্র গলাবিশিষ্ট এক প্রকার বক**। যাহার গ্রীবার অনুকরণে বকযন্ত্র নাম হইয়াছে। ক্রুঞ্চ + ষ্ণ = ক্রৌঞ্চ। ক্রৌঞ্চ শব্দেরও আভিধানিক অর্থ বকবিশেষ, দৈত্যবিশেষ এবং সপ্ত দ্বীপের অন্যতম ক্রৌঞ্চাখ্য দ্বীপ। জম্বুদ্বীপ হইতে ইহা পঞ্চম। *

---

* সপ্তদ্বীপ যথা—১ জম্বু, ২ প্লক্ষ, ৩ শাল্মলি, ৪ কুশ, ৫ ক্রৌঞ্চ, ৬ শাক, ৭ পুষ্কর। এই দ্বীপ কয়েকটীর স্বরূপ ও যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ দ্বারা আলোচ্য শব্দটীর অর্থ পরিস্ফুট হইবে। (১) জননার্থক জম ধাতু হইতে জম্বু শব্দ। এই জগতে একমাত্র অগ্নিই ভক্ষণকারী। শ্রুতি বলিতেছেন "অগ্নি অত্ত সোম অন্নং। "এবং অগ্নি বলিলে ভূরগ্নিকে বুঝায়। এই জন্য আমরা ভূলোকই জম্বু দ্বীপ বলিয়া স্থির করিলাম, ("জমদগ্নি" শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। (২) ভক্ষণার্থক প্লক্ষ ধাতু হইতে প্লক্ষ শব্দ। চন্দ্রলোক বা পিতৃলোক বা প্রেতলোক। (৩) শ্লাঘা অর্থ ব্যঞ্জক শাল্ ধাতু হইতে শাল্মলী শব্দ। স্বর্লোকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিসম্পন্নলোক আর নাই। এই জন্য স্বর্লোকস্থ সূর্য্য মণ্ডলকেই আমরা শাল্মলী দ্বীপ স্থির করিলাম। (৪) কু ও শী ধাতু হইতে কুশ। পরমব্যোমস্থ মন্দাকিনী বা একার্ণব সমুদ্র হইতে শব্দ উত্থিত হইয়া যে মরীচিকার প্রাদুর্ভাব হইলে কশ্যপের জন্ম হয়, তাহাই কুশ। কুশ শব্দের অন্য অর্থ জল। কশ্যপ হইতে উৎপন্ন সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ বায়ুরশ্মি দ্বারা জগৎ প্লাবিত। সপ্তর্ষিমণ্ডলই কুশদ্বীপ। (২য়) সরোচিষ মনুর অন্তরে কশ্যপ সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি। (৫) ধ্রুব ও সপ্তর্ষির মধ্যবর্ত্তী স্থানে ক্রৌঞ্চদ্বীপ। যেখানে ক্ষুদ্র সপ্তর্ষি বা ক্ষুদ্র বক্র গ্রীবা (Little bear Ursaminor) বিদ্যমান; ইহাই পুরুষাখ্য ব্রহ্মার কণ্ঠস্বরূপে বিদ্যমান।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation Jalgaon

এই স্থানেই ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ হইয়া প্রণবধ্বনি উত্থিত হইয়া চক্রাকারে রাশিচক্রে গ্রামোফোনের রেকর্ডের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে এবং সমস্ত আকাশ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। এই ওঙ্কারই বেদের বা শব্দের আদি। এই হেতু ক্রৌঞ্চকে মহর্ষি বাল্মিকী সুকণ্ঠ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। পুরাকালে সামগায়ক গণের সুমধুর প্রণব গানের বিষয় যাঁহারা অবগত, তাঁহারা সহজেই ইহা উপলব্ধি করিবেন। এই ক্রৌঞ্চই পুরুষাখ্য ব্রহ্মা এবং অন্ধকার দ্বারা তাঁহার আবরণ নিষাদ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধ। বিশ্বকর্ম্মা ঋষি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের ২য় ঋকে বলিয়াছেন—"বিশ্বকর্ম্মা সপ্তর্ষির উর্দ্ধে যে স্থান তথায় তিনি একাকী আছেন।" আশা করি ইহার দ্বারা ক্রৌঞ্চবধ উপাখ্যানের গূঢ় রহস্য কতকটা উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

ব্রহ্মার বাহন।—প্রাচীনকালে প্রাচ্যজ্যোতিষে যেরূপ নভোমণ্ডলের নক্ষত্রগণের বিবিধ নামকরণ হইয়াছিল, পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও (Astronomy) সেই প্রকার নক্ষত্রগণের বিবিধ নাম আকৃতি অনুসারে হইয়াছে। কোন কোন নামের প্রাচ্যে ও প্রতীচে সৌসাদৃশ্য আছে। যেমন সপ্তর্ষিকে প্রাচ্যে লাঙ্গল এবং প্রতীচ্যে plough বলা হইয়াছে। সুমেরুস্থ নক্ষত্রগণের নাম গ্রীক, রোম, মিশর ও ভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের ও দৈত্যগণের নাম সদৃশ। সুমেরু প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বভাগে (পূর্ব্বদিক হেলিয়া) চক্রবালের উর্দ্ধে সিগ্‌নস্ (cyguns—লাটিন অর্থ রাজহংস) নামে নক্ষত্র আছে। প্রাচ্য পুরাণে রাজহংস ব্রহ্মার বাহন স্বরূপে কল্পিত। সুমেরু বা উত্তর গগনস্থ নক্ষত্র সকলের মধ্যে এই সিগ্‌নস্ নক্ষত্র পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরবর্ত্তী। ইহার জ্যোতি—পৃথিবীতে পৌছিতে ৯ নয় বৎসর লাগে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬৪১৪ এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার চারি শত চৌদ্দ মাইল।

অতএব এই নক্ষত্রটির দূরত্ব ৯×৩৬৫×২৪×৬০×৬০ মাইল। আলোচ্যমান ক্রৌঞ্চ পক্ষী ইহা অপেক্ষা বহু উচ্চে ও দূরে অবস্থিত। এই সুমেরু প্রদেশই পুরাণে ব্রহ্মলোক বলিয়া বিদিত, ইহাই বিরাট-মুখমণ্ডল। এই স্থানে ব্রহ্মার মানস পুত্র ব্রাহ্মণগণের বাস। বহু সাধনায় সিদ্ধ লাভি করিতে পাইলেই এই লোক প্রাপ্তি হয়। ইহারও বহু উর্দ্ধে শিবলোক ও বিষ্ণু লোক। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণ গগনের বহু সুদূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রাদি বৈমানিক তত্ত্ব সকল বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কালের গতিও নানা বিপ্লবে বহু গ্রন্থ বিনষ্ট ও অপ্রাপ্ত।

শক্তি অর্থব্যঞ্জক শক্ ধাতু হইতে শাক শব্দ। মহাশক্তি সম্পন্ন যে সুমেরুস্থ ধ্রুবলোক যেখানে ধ্রুব, অগ্নি, কশ্যপ, মহেন্দ্র বিদ্যমান, তাহাই শাক দ্বীপ। এই স্থানেরই রাজা আদি বিক্রমাদিত্য রূপী ত্রিবিক্রমাখ্য বিষ্ণু। পত্রপুষ্পবৃন্তমূলত্বগাদি বিশিষ্ট মহাবৃক্ষের বা ব্রহ্মবৃক্ষের মূল এই স্থানে। শাস্ত্রে উক্ত—

"শাকস্তত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্ব সেবিতঃ।
"যৎ পত্র বাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পর ঃ॥"

অতএব সুমেরু বা সৌম্য পর্ব্বতই শাকদ্বীপ। পুরাণ মতে এই শাক দ্বীপের অধিপতির নাম হব্য। যিনি সমস্ত হবনীয় দ্রব্য সোমধারা হইতে আদান ও সৌর জগতে দান ও প্রীণন করেন এবং পরমাত্মার উদ্দেশ্যে হোম করেন। পোষণ ও ধারণার্থক পুষ্‌ ধাতু হইতে পুষ্কর শব্দ।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

পুষ্কর শব্দ বহু অর্থ দ্যোতনা করে। যথা মহাকাশ, মহাপদ্মাকাশ, তীর্থবিশেষ অর্থাৎ মন্দাকিনী, মেঘবিশেষ অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে যে মেঘবর্ষণ হইয়া জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়াছিল। জল বা সোমধারা দ্বীপ বিশেষ (অর্কসোদর ঐরাবৎ) অর্থাৎ পরম ব্যোমে প্রথম যে তুষারময় দ্বীপ সমুদ্ভূত হইয়াছিল। এই স্থান হইতেই অথর্ব্বন ঋষি কর্তৃক অগ্নি মন্থিত হইয়া শাকদ্বীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভরদ্বাজ ঋষি বলিতেছেন—

ত্বামগ্নে! পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত।

মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ ৬।১৬।১৩ঋ, সামবেদ আগ্নেয় পর্ব্ব ১।৯

শুঃ য ১৫।২২

—হে অগ্নে! অথর্ব্ব ঋষি তোমাকে পুষ্করদ্বীপ হইতে মন্থন করিয়াছেন। যাহা এই বিশ্বের নাভিস্বরূপ। এই স্থানই শব্দেরও উৎপত্তি স্থান। (মানবের নাভি হইতে শব্দ উত্থিত হইয়া যেরূপ মূর্দ্ধাদেশে লয় হয় তদ্রূপ বিরাট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য।)

উপরি উক্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপই ক্রৌঞ্চমিথুনের লীলাস্থান। এস্থানে কবি সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলদ্বয়কেই ক্রৌঞ্চমিথুন কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অনুমান করি। উভয়েরই গ্রীবা বক্র। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে সপ্তর্ষিকে নানা ঋষি নানা ভাবে কল্পনা করিয়া স্ব স্ব কবিত্বভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সপ্তর্ষির গ্রীবাদেশের বক্রতাভাবই এই কল্পনার অন্যতম কারণ। সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে পক্ষীদলরূপে ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজ ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন। (বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ ঐ মন্ত্রটী মদ্‌কৃত চতুর্ব্বেদীয় পুরুষ সূক্তের—৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে সপ্তর্ষি (ক্রৌঞ্চী গ্রন্থান্তরে ইহার নাম ভ্রমী, ধ্রুবের পত্নী) ও ধ্রুবের মধ্যবর্ত্তী অদৃশ্য সপ্তর্ষিটি ক্রৌঞ্চ, তাহা সহজে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না এবং তাহার উর্দ্ধে ধ্রুবমণ্ডল ; যাহা কবি ইঙ্গিতে ক্রৌঞ্চকে ক্রৌঞ্চীর তাম্রশীর্ষ সহচর বলিয়াছেন। তাম্রশীর্ষ অর্থাৎ কুক্কুট অত্যন্ত কামুক। এই জন্য সৃষ্টিকামী ধ্রুবরূপী ব্রহ্মাকে উক্ত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সৌরজগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, সত্যযুগে যখন মৎস্য কূর্ম্মবরাহাবতারত্রয় আবির্ভূত হইয়াছেন এবং নৃসিংহ অবতারের উদ্‌যোগ আয়োজন হইতেছে, ইহা সেই সময়ের ব্যাপার।

মৎস্যাবতারে মৎস্যরূপী বিষ্ণু যেরূপ হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, এই ক্রৌঞ্চবধও তদ্রূপ। অদর্শনকেও নাশ, নিধন ও বধ বলা হয়। ত্রিচক্র রথের মধ্যবর্ত্তী সপ্তর্ষিরূপ ক্রৌঞ্চের অদর্শনই তাহার নিষাদকর্তৃক বধরূপে উপাখ্যাত। নিষাদ অর্থে চণ্ডাল, ধীবর, ব্যাধ। অন্ধকারকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত। জ্যোতি ও জ্ঞানের অভাবই নিষাদ। এই নিষাদ জাতির রাজা হইতেছেন গুহ বা গুহকচণ্ডাল। পশ্চাৎ এই গুহকের পরিচয় প্রদত্ত হইল। এই ক্রৌঞ্চযুগল মহর্লোক বা বায়ুলোক বাসী। বজ্র নির্ঘোষের পূর্ব্বে এই স্থানে বায়ুর স্বন্ স্বন্ শব্দরূপ মৃদু তরঙ্গ আরম্ভ হইয়া চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছিল। সেই জন্য কবি লিখিয়াছেন ক্রৌঞ্চ মিথুন সুস্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরম ব্যোমে অগ্নিচয়ন কালে যে নাদ বা ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল তাহাই পরানাম শব্দবৃত্তি, যাহা সাধনাসিদ্ধ সাধুগণের সহস্রারে মহা শঙ্খধ্বনিরূপে অনুভূত হয়। পরে যাহা জ্যোতিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা 'পশ্যন্তি' তৎপর সুমেরু শিখরে যে বায়ুর ধ্বনি (নারদের বীণাযন্ত্রের সঙ্গীত) তাহা মধ্যমা নামা শব্দবৃত্তি। উক্ত

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মিথুনের ঐ প্রকার ভ্রমণকালে ধ্রুবলোকস্থ অগ্নি হইতে বেগ উৎপন্ন হইবার পর সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খধ্বনি হইল। (ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি ?) সেই ধ্বনি হইতে যে জ্যোতি বিনির্গত হইল তদ্দ্বারা ক্রৌঞ্চাখ্য তারাচক্রটী অদৃষ্ট হইল। অন্ধকারে নিপতিত হইল। চণ্ডালগড় হইতে যে রশ্মিসমূহ বিনির্গত হইল, তাহাই নিষাদের ধনুকের তীর বা বানরূপে কল্পিত। জ্যোতি বা কিরণের প্রথম স্তর অন্ধকারময় কালী আখ্যাপ্রাপ্ত জ্যোতিস্তর।

শ্রীরাম সখা গুহক চণ্ডাল ও তাহার পুরী বা রাজধানী।

গুহক বা গুহক চণ্ডালের রাজধানীর নাম চণ্ডালগড় ও শৃঙ্গবের পুর। গুহক নিষাদ গণের অধিপতি সুতরাং নিষাদজাতির রাজা। যেমন অধুনা সাঁওতাল, ভীল ও কোল দেশের রাজা আছে, গুহক সেই প্রকার তদানীন্তন কালের অনার্য্য জাতির একজন রাজা ছিলেন। বর্ণনা হইতে এই প্রকার ভাবই স্বতই মনে জাগে, কিন্তু আমরা যে ভাবে রামায়ণকাহিনী বর্ণনা করিয়া আসিতেছি, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে ইহারও স্বতন্ত্র গূঢ় রহস্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। নিম্নে সেই গূঢ় রহস্য নিষ্কাষিত হইল।

গুহ, চণ্ডাল, নিষাদ ও শৃঙ্গবের এই শব্দ চতুষ্টয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা কি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা দেখা যাউক।—

(১) **গুহ**। গুহ্ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন ; গুহ্ ধাতু হইতে গুহ পদ সিদ্ধ। অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি আচ্ছাদিত থাকে, এই জন্য গুহ হইতেছে অন্তর্নিহিত জ্যোতিঃ সহ অন্ধকার। গুহক—গুহ ; স্বার্থে ক প্রত্যয়। অথবা গু=অন্ধকার এবং হ নাশ, যিনি অন্ধকার নাশ করিয়াছেন বা করেন।

(২) **চণ্ডাল**। রোষ ও কোপার্থক চনড ধাতু হইতে চণ্ডাল পদ সিদ্ধ। চণ্ডাল শব্দের আভিধানিক অর্থ (১) নিষাদ (২) শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত জাতি। (৩য়) যে ব্যক্তি ক্রীয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে নির্দ্দয় তাহাকেও চণ্ডাল বলে। ধাতুর ঐ রোষ অর্থ হইতে এই ৩য় অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় "শূদ্রোরসে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত জাতি বা ব্যক্তি" অর্থ কিরূপে নিষ্কাশিত হইল ? ইহার মধ্যে কিছু গূঢ় রহস্য আছে। শ্রুতিতে কৃষ্ণ বর্ণা পৃথিবীকে বা পৃথ্বীতত্ত্বকে শূদ্র্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

পৃথ্বীতত্ত্বের মধ্যে যে অগ্নি নিহিত তাহা অত্যন্ত প্রচণ্ড, সেই পার্থিব অগ্নি শূদ্রাখ্য পৃথিবীরূপ ব্রহ্মার বীর্য্য স্বরূপ। তাহা দ্যুলোকস্থ জলস্বরূপা শ্বেতবর্ণা ব্রাহ্মণীতে নিক্ষিপ্ত হইলে বাড়বানলরূপী প্রচণ্ড নিষাদের উদ্ভব হয়। ইহা আধিদৈবিক সৃষ্টির ব্যাপার। পার্থিব নিষাদ বা কৈবর্ত্ত জাতি এই মর্ত্ত ধামে প্রথমে জন্মে এবং তাহারা উভচরের ন্যায় জলে ও স্থলে বাস করিত। এই হেতু ঐ প্রকার উপমা।

পৃথিবী জাগিলে যে সকল অনার্য্য জাতি জলজ জন্তু বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা নিষাদাখ্য প্রাপ্ত। এবং যাহারা পশু-পক্ষী বধ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত তাহারা ব্যাধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ক্রমোন্নতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ আর্য্য জাতির উদ্ভব হয়। যাঁহারা ভগবানের অনুলোম ও বিলোম গতিদ্বয় এবং অদিতি ও দিতির বিষয় এবং দনু ও মনুর বংশাবলীর

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

উপাখ্যানের বিষয় উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই এই ক্রমোন্নতির (cosmogony বা cosmic theory র) মর্ম্ম হৃদয়াঙ্গম করিতে সক্ষম। আমাদের পুরাণগুলির মধ্যে বহু কসমোলজির (cosmology র) বিষয় আছে! তাহাই আমাদের দেশে কসমোগ্রাফি (cosmography) বা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির যুক্তিপূর্ণ ক্রমধারা।

(৩) নিষাদ। নিষাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ চণ্ডাল, ধীবর। ব্রাহ্মণ-ঔরসে শূদ্রা গর্ভে জাত জাতির নাম নিষাদ ও পারস, চণ্ডাল, মাতঙ্গ (হস্তী), জনঙ্গম। নি+ষদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। নি=নিষেধ ও অভাব। ষদ্ ধাতুর অর্থ গতি ও বিষাদ। যাহার মধ্যে গতি বা জ্ঞান, উদ্যম ও শক্তির অভাব তাহাই নিষাদ ; এবং (ন=নিত্য নিশ্চয় ও নিবেশ) যাহাতে বিষাদ, অবসাদ ও জাড্যগুণ বিশিষ্ট ভাবে বিদ্যমান তাহা নিষাদ। এস্থলে পৃথ্বিতত্ত্ব বা অন্ধকাররূপ নিত্য বস্তু ও স্থির স্বভাব জাড্য গুণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বহু আয়াস সহকারে অদিতি তনয়গণ সমুদ্রমন্থন রূপ সংগ্রাম করিয়া সেই অন্ধকার হইতে জ্যোতির নিষ্কাষণকরিয়াছেন। নিষাদবর অর্থে কর্দ্দম ও পঙ্ক এবং নিষাদবরী অর্থে রাত্রি বা প্রলয় কালীন অন্ধকারাবস্থা পৃথ্বীর অন্যতম নাম রাত্রি। এই কর্দ্দম কার্য্যক্ষম হইলে অর্থাৎ সৃষ্টিকরণোপযোগী শক্তি সম্পন্ন হইলে বা অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। এই হেতু কর্দ্দম শাস্ত্রে একজন ঋষি নামে খ্যাত।

মহল্লোকোপরি জনলোক অর্থাৎ সপ্তর্ষি লোকের উপরিস্থ ধ্রুবলোক। এই ধ্রুবলোক যিনি প্রাপ্ত তিনি জনঙ্গমাখ্যা প্রাপ্ত নিষাদ, এই জন্য নিষাদের অন্যতম নাম জনঙ্গম। জন ধাতুর অর্থ উৎপত্তি ; এই জনলোক হইতেই ভূরাদি লোকত্রয়ের উদ্ভব।

"দুদোহ গাংস শস্যায় যজ্ঞায় মঘবা দিবম্।
সম্পৎ বিনিময়েনোভৌ দধতু ভুবনত্রয়ম্ ॥"

কালিদাস।

এই নিষাদ গণের অধিপতি বা রাজা গুহক। সুতরাং গুহক নিষাদ জাতীয় ব্যক্তি। অতএব তাঁহার স্বভাবাদি নিষাদ সদৃশ—অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের পৃথ্বীতত্ত্বের পরমাণু দ্বারা সংগঠিত। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য ও দীপ্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তিনি রাজা। (এই গুহকরূপী ধ্রুবের বিষয় বহু বেদমন্ত্রে নানাভাবে বর্ণিত)। এই জন্য তিনি রামের সখা হইতে পারিয়াছিলেন। গুহ (ধ্রুব) যেরূপ অগ্নি, পৃথ্বী ও জলদ্বারা আকারিত বা গঠিত, রাম (সূর্য্য) ও সেই প্রকার উপাদানে সংগঠিত। এই হেতু গুহক রামের আত্মসম সখা বলিয়া পুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ কৃষ্ণজ্যোতি পৃথিবী শ্বেতজ্যোতি জল এবং লোহিতজ্যোতি অগ্নিতত্ত্ব।

গুহককে রামের আত্মসম সখা বলিবার অন্যতম কারণ।—

"সূর্য্যএব তু বৃষ্টিনাং স্রষ্টা সমুপদিশ্যতে।
বর্ষং ঘর্ম্মং হিমং রাত্রিং সন্ধ্যাচৈব দিনং তথা
শুভাশুভ ফলানীহ ধ্রুবাসর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাশ্চাপঃ সূর্য্যো বৈ গৃহতিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বভূত-শরীরেষু হ্যাপো হ্যনুশ্রিতাশ্চয়াঃ ॥ মঃ পুঃ ১২৫ অঃ।

৪। **শৃঙ্গবের।** 'শৃঙ্গ' শব্দের অর্থ (১) পর্ব্বতের শিখর (২) ধনুকের অগ্রভাগ (৩) প্রভূত

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

(৪) পিচকারী যন্ত্র (৫) বাদ্যযন্ত্র (৬) কামোদ্রেক (৭) ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এবং 'বের' শব্দের অর্থ শরীর। **শৃঙ্গবের** শব্দের অর্থ গুহক চণ্ডালের পুর বা রাজধানী এবং ইহাই চণ্ডালগড় নামে খ্যাত। ইনি শৃঙ্গবের পুরাধিপতি—গুহকই (ধ্রুব) ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হোতা ও ঋত্বিক হইয়াছিলেন। "ঋষ্যশৃঙ্গাদয়োস্তস্য সন্তঃ সন্তানকাঙ্খিনঃ আরেভিরে মহাত্মানঃ পুত্রিয়ামিষ্টি মৃত্তিকা।" রঘু ১০।

গুহক (ধ্রুব)কে আমরা কেন ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলাম তাহার কারণ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

(১ম) ধ্রুবমণ্ডলস্থ সুমেরু পর্ব্বতকে মৎস্যাখ্য বিষ্ণুর শৃঙ্গ বলিয়া পূরাণাদিতে উক্ত। এই শৃঙ্গে পৃথিবীরূপ নৌকাখানিকে বন্ধনের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। **'নাবেব সিন্ধুম্'** (ঋগ্বেদীয় কাশ্যপ সূত্র দ্রষ্টব্য)। (২) ধনুরাকৃতি গগনমণ্ডলের অগ্রভাগস্বরূপ সুমেরু পর্ব্বত। (৩) এই সুমেরুস্থ ধ্রুবই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া বর্ত্তমান। এই হেতু তাঁহার প্রভুত্ব সকলের উপর। (৪র্থ) ক্ষরণার্থক মিহ ধাতু হইতে মেরু শব্দ সমুদ্ভূত। এবং সু শব্দের অর্থ প্রসব। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রসব বা নির্ম্মাণ ও পোষণ নিমিত্ত সমস্ত উপাদান পিচকারীর জলকণার ন্যায় অতি সূক্ষ্মাকারে ক্ষরিত হইতেছে। (৫) এই স্থান হইতেই শব্দ উত্থিত হইতে আরম্ভ হয়।

(৬) ধ্রুবাখ্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মন সৃষ্টি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয়। ভরদ্বাজ ঋষি বলিতেছেন—

ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়েকং মনোযবিষ্ঠ পতয়ৎস্বন্তঃ বিশ্বে দেবা সমনসঃ স প্রকেত একং ক্রতুমভিবিষন্তি সাধু॥ ৬।৯।৫ ঋঃ।

(৭ম) ঋষ ধাতুর অর্থ গতি; গতির তিন অর্থ=জ্ঞান, গমন ও প্রাপ্তি বা পূজা। এই ঋষ্ ধাতু হইতেই ঋষি শব্দের উদ্ভব। ঋষ্য শব্দের অর্থের অর্থ শ্বেতপাদ মৃগ। এস্থলে শ্বেত বর্ণ সপ্তর্ষিকে ধ্রুবের পাদ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ একজন প্রসিদ্ধ মুনি বলিয়া বিশ্রুত; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কি? তাহার উপলব্ধির অভাব বিদ্যমান। সুমেরুস্থ নক্ষত্র চতুষ্টয়ের অন্যতম ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। ইনিই রামায়ণে গুহক চণ্ডাল এবং সূর্য্যরূপী রামের আত্মসম পরমসুহৃৎ।

আমরা সুমেরু পর্ব্বতকে শৃঙ্গবের পুর বা চণ্ডালগড় বা গুহক চণ্ডালের পুর বলিয়া স্থির করিয়াছি। ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য নিম্নে রামায়ণ উপাখ্যানের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে বিজ্ঞ পাঠক প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। (লঙ্কাকাণ্ড ১২৭ অঃ) যখন রামচন্দ্র রাবণ বধান্তে লক্ষ্মণ ও সীতা সহ ভরদ্বাজাশ্রম হইয়া (ভরদ্বাজ স্বর্লোকের ঋষি) এবং দেবতা রবি (বা সূর্য্য) অযোধ্যার কিয়দ্দূর পৌছিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে অযোধ্যায় সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইলেন, সেই সময় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন "তুমি প্রথমতঃ শৃঙ্গবের পূরে উপস্থিত হইয়া বনচারী নিষাদরাজ গুহককে আমার সংবাদ দান কর। …………তিনি আমার **আত্মসম সখা।** ("সমপ্রাণঃ সখা মতঃ"—ইহা হইতেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ তাহা বুঝা যায়। তিনি তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন। … … … (পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ অযোধ্যা দর্শনেচ্ছু থাকেন তিনি চতুর্ব্বেদীয় পুরুষসূক্তের ৭৯পৃঃ অযোধ্যার সহজ পথ দেখিয়া লইবেন।) বায়ুতনয় হনুমান আক্রমোদ্যত গরুড়ের ন্যায় বেগে আকাশপথে উত্থিত হইলেন। পরে ছায়াপথ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ও বিহগেন্দ্রগণের (গ্রহগণের) সঞ্চরণ স্থান অতিক্রম করিয়া ভীষণ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল পার হইয়া শৃঙ্গবের পূরে উপনীত হইলেন।

তথায় গুহককে দর্শন করতঃ সহর্ষবদনে শুভ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন "আপনার সখা সত্যপরাক্রম রাম লক্ষণ ও সীতা সহিত আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি কল্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।" এই বলিয়া মারুতী পুনর্ব্বার আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সত্বর গতিতে একে একে পরশুরাম তীর্থ বালুকিনী, জারুথী ও গোমতী নদী ভীষণ শালবন এবং জনাকীর্ণ জনপদ সকল দর্শন করতঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া চৈত্ররথ ও ইন্দ্রের নন্দনবনজাত দেব বৃক্ষ সকলের ন্যায় নন্দী গ্রামের বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর হনুমান অযোধ্যা হইতে ক্রোশ মাত্র দূরে জটাচীরধারী কৃশ ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখিত ইত্যাদি রূপ তপস্বী ভরতকে দেখিতে পাইলেন। "ইহা হইতেও কি রাম ও রামায়ণ কাহিনীর গূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি হইবে না ? এই ভৌম লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসিতে হইলে উপরোক্ত বর্ণিত স্থান গুলি কি প্রাপ্ত হওয়া যায় ? বিজ্ঞ পাঠক এই সকল বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বাল্মিকীর প্রকৃত নাম ও পরিচয়। বিষ্ণুপুরাণ মতে ২৮ জন বেদব্যাসের অন্যতম বাল্মিকী, বাল্মিকী হইতে শক্তি নামক বেদব্যাস জন্মে। শক্তি হইতে পরাশর। শক্তি বশিষ্ঠপুত্র সর্ব্বজন বিদিত, সুতরাং বাল্মীকি ও বশিষ্ঠ একই ব্যক্তি, পৃথক নাম মাত্র। ভার্গব অর্থে ভৃগুসুত ; ভৃগুসুতের অর্থ পরশুরাম ও শুক্রাচার্য্য ; ভৃগুপতি বলিলে ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ পরশুরামকেই বুঝায়। পাক ও ভর্জ্জন অর্থদ্যোতক ভ্রস্জ ধাতু হইতে ভৃগু শব্দ সিদ্ধ। ভৃগু শব্দের অর্থ মুনিবিশেষ, শিব শুক্রাচার্য্য, পর্ব্বতের উচ্চ সানু এবং অত্যুচ্চ স্থান অর্থাৎ এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ স্থান। সৃষ্টির সেই সোমধারায় যে মহদাখ্য শ্বেতজ্যোতিঃ সমুদ্ভূত হয়েন, সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত কয়েকটী স্তরে অবতরণই ভিন্ন ভিন্ন নামে (পিতাপুত্ররূপে বা কার্য্যকারণ-রূপে) আখ্যাত। ইহা হইতে বাল্মিকীর বাসস্থান অবগত হওয়া যায়। ব্যাসের ক্রমানুসারের বাল্মীকির সংখ্যা ২৪ চতুর্ব্বিংশতি।

পরাশর বলিতেছেন—

ঋক্ষোঽভূদ্ভার্গবঃ তস্মাৎ বাল্মিকী যোঽভিধীয়তে।
তস্মাদস্মৎ পিতা শক্তিঃ ব্যাসস্তস্মাৎ অহং মুনে॥ (বিঃ পু ঃ ৩।৩)

বাল্মিকীকৃত যোগতত্ত্ব যোগবাশিষ্ঠ নামে অভিহিত।

———

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বেকার সমস্যা

শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কাব্যতীর্থ

আজ জগতের সমগ্র দেশই বেকারব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। ইটালী, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, সুইজারলণ্ড, এমন কি আমেরিকা, জাপান, বৃটেনও এই রোগ হইতে মুক্ত নয়। ভারতবর্ষের তো কথাই নাই। অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে সমগ্র জগতে বেকারের সংখ্যা ৬—৭ কোটির অধিক হইবে—তন্মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই বেকারের সংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি। অবগতির জন্য জগতের কয়েকটি দেশের বেকারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল ;—

য়ুনাইটেড কিংগডম্ (গ্রেটব্রিটেন, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্)	২৭৪৭০০৬
অষ্ট্রিয়া	২৬৯১৭৯
জার্ম্মাণী	৫২২৫০০০
বেলজিয়ম	৩৪৪০৫৪
জেকোস্লাভিয়া	৪৫৯৪০৯
ডেনমার্ক	১১৬৮৯৯
ফ্রান্স	২৯৮৫:৯
ইটালী	৯৭৯৬৩৮
জাপান	৪৮১৫৮৯
সুইডেন	৭৪৪৯৬
সুইজারল্যাণ্ড	৪৭০৬৪
য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স আমেরিকা	১১৫০০০০০
	সমষ্টি ২২৫৪২৮৫৩

ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ সমূহে বেকারের দল নিজেদের বেকারের প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং তাহারা তাহাতে কথঞ্চিৎ সাফল্যলাভেও সমর্থ হইয়াছে। এই চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে বৃটেন, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশসমূহে বেকারদিগকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের বেকারদিগের দুর্দ্দশার সীমা নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে ভারতের এই শোচনীয় বেকার অবস্থার জন্য দায়ী কে?—সরকার? সমাজ? সাম্রাজ্যবাদ? শিক্ষাপদ্ধতি? অদৃষ্ট বা নিজ কর্ম্মফল? মনে হয়, আংশিক ভাবে ইহাদের সকলই দায়ী।

সরকার সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে প্রজার রক্ষার ভার সরকারের হাতে। কথায়ও বলে 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট'। সুতরাং সরকারের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত। যদি সরকার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে—যাহাতে শিল্প বাণিজ্যের দিকে লোকের উৎসাহ বাড়ে এবং উৎসাহের ইন্ধনস্বরূপ সরকার অন্যান্য নানা ব্যবস্থা করিতে পারেন। সরকার সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে প্রজার

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

রক্ষার ভার যখন সরকারের উপর তখন সরকারের আনুকূল্য ও চেষ্টা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় এবং সরকারের উদ্যোগ এ দিকে সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত। গত বড় দিনের ছুটিতে পাটনাতে যে অর্থনৈতিক সম্মেলনের বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে পাটনার শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় আবদুল আজিদ্ মহোদয় বেকার সমস্যার উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে বলিয়াছেন "যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সহযোগ—এই কয়েকটি বিষয়ের পরস্পর যোগাযোগ চাই, কৃষকের ঋণের বোঝা লঘু করা চাই, লোকসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, তাহার চেষ্টা করা চাই।" পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার বিচারপতি খাজা মহম্মদ নূর বলেন—"দেশে নূতন ধনাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও অন্য প্রকার উপায় উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করিয়া কৃষি শিল্পাদির উন্নতি সাধনে নিয়োগ করিতে হইবে; তবেই নূতন নূতন পণ্য উৎপাদিত হইবার এবং নূতন নূতন কল কারখানা প্রতিষ্ঠার সম্ভব হয়, আর উহা হইতে বেকারদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ হইলেও উহার অভাব যেমন অনন্ত, তেমনই উহার ভূমিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদ্ অফুরন্ত; উহার কিন্তু এখনও পুষ্টিসাধন হয় নাই।" উপরি উদ্ধৃত অংশদ্বয়ে বেকারসমস্যা সমাধানকল্পে যে সকল উপায় বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল ব্যাপারে যদি সরকার সমর্থন ও সাহায্য না করে ও সরকারী তহবিলের মুখ উন্মুক্ত না হয়, তবে ভারতের দরিদ্র প্রজাগণ উদ্যোগী হইলেও সরকারের সাহায্য ব্যতীত ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বেকারের জন্য সাধারণ ভাবে সরকারকে যেমন দায়ী করা যাইতে পারে, তেমনি বিশেষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদী সরকার সমূহকেও দায়ী করা যাইতে পারে। কারণ জগতের যে যে প্রদেশে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র রহিয়াছে, তথায়ই বেকারের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। আজকাল রুশিয়াতেই সব চেয়ে কম বেকারের সংখ্যা। তাহার কারণ তথায় আর্থিক ব্যবস্থা অতি চমৎকার। সেখানে বিষমতার সাম্রাজ্য নাই, ধনী ও গরীবের ভেদ নাই, শিক্ষা-পদ্ধতিও দূষিত নহে।

ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি দূষিত না হইলে এখানে বেকারের সংখ্যা এই ভাবে বৃদ্ধি পাইত না। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বেকার উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ। এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলে যুবকেরা অলস, কর্ম্মভীরু, নিরুৎসাহ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং এ দেশের সরকার যদি উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে—যাহাতে শিল্পবাণিজ্যের দিকে লোকের উৎসাহ বাড়ে এবং উৎসাহের ইন্ধনস্বরূপ বিদ্যালয়ে শিল্পও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়—যেমন স্বাধীন দেশে হইতেছে, তাহা হইলে বেকারদলের দুঃখভার অনেকটা লঘু হইতে পারে।

বেকারের জন্য সমাজও কম দায়ী নহে। ভারতীয় সমাজে শ্রমের মর্য্যাদাবোধ নাই। আমাদের দেশের লোকেরা লেখাপড়া শিখিলেই কায়িক পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করাকে অমর্য্যাদা-কর মনে করে। তাহাদের ধারণা কায়িক পরিশ্রম অশিক্ষিতেন জন্য। এই জন্য ভারতে শিক্ষিত দিগের মধ্যেই বেকারসমস্যা ভীষণ। এই নিমিত্ত বেকার গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে আত্মহত্যার সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

কিন্তু ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশে—যথা আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ সমূহের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কেবল ছাত্রদিগকে বি-এ, এম-এ ডিগ্রী দিয়াই সন্তুষ্ট নহে। তথাকার

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

সরকার ছাত্রদিগকে ব্যবসায়িক ও শিল্পসম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য অধিকতর মনোযোগী। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও বিদ্যার্থীদিগকে রংএর কাজ, চিত্রাঙ্কন, উদ্যানগঠন, সেলাই প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের সহায়ক কাজের শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎসঙ্গে তাহাদিগকে বাল্যকাল হইতে দেশের আর্থিক ও রাজনীতিক বিষয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা ইহা বুঝায় না যে সেখানে উচ্চশিক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কারণ তথায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণও প্রয়োজনবোধে কায়িক পরিশ্রমকে হেয় মনে করে না। শুনিতে পাওয়া যায় জার্ম্মানীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'পি, এইচ, ডি' উপাধিপ্রাপ্ত লোকও দোকানদারী দ্বারা উদর পোষণ করে। আর আমাদের ভারতে? এখানে যদি কেহ সামান্য ইংরাজী শিখিল, অমনি সে নিজেকে সম্মানিত মনে করে এবং নিজের বংশগত ব্যবসায় বা অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিতে লজ্জিত হয়। যুবকদিগের এই প্রকার মনোগতি যে অবনতির পরিচায়ক তাহাই সুস্পষ্ট হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা এই প্রকার মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের দুরবস্থা প্রতিকারের উপায় হইবে না। ভারতের তরুণ ও ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য বেকার সমস্যা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনবোধে সামান্য কাজও গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ না করা। এতদ্বিষয়ে অন্যান্য দেশের বেকার যুবকদিগের কার্য্যপ্রণালীর সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া উচিত। সমাজের এ বিষয়ে অচিরে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত সমাজের আরও একটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক সমাজের জীবনযাত্রার মানদণ্ড আয়ের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত প্রত্যেক সমাজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। পাশ্চাত্যসমাজের লোক এই ভাবে চলে, আমরাও এই ভাবে চলিব, ধনীলোক যে ভাবে চলে, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রও সেই ভাবে চলিবে, সহরের লোক যে ভাবে চলে, পল্লীগ্রামের লোকও সেই ভাবে চলিবে এই যে চলিবার আকাঙ্ক্ষা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দেশকাল ও অবস্থার উপযোগী করিয়া নিজেদের চলিতে হইবে। বিবাহকার্য্যে, শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে, পূজাপার্ব্বণে, অন্যবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং ভোগ্য বা ভোজ্যদ্রব্য ব্যবহারে সংযত হইতে হইবে। অমিতব্যয়িতার দরুণই দেশে দারিদ্র্যবৃদ্ধি ও তৎফলে অর্থাভাবে চেষ্টাসত্ত্বেও ফললাভ হয় না। ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পাদি দ্বারা অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিতে অসমর্থতা হেতু বেকারসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

সংসারের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে একজন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন—'চীনের যেরূপ অবস্থা, ভারতের সেইরূপ অবস্থা। উভয় দেশেই জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, তদুপরি শারীরিক অধঃপতন এবং তৎসঙ্গে ভীষণ দরিদ্রতা, সুতরাং বেকার।

'জন্মনিয়ন্ত্রণ'কে অনেকে বেকারসমস্যার অন্যতম সমাধান বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এখন তাহা যে কৃত্রিম ভাবে চলিতেছে তাহা নানা অনিষ্টপাতের কারণ। ভারতীয় সমাজের বৈধ ও অকৃত্রিম উপায়ে জনন-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে সকলেরই সংযত হইয়া চলিতে হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, নিজের কর্ম্মফলে নিজকে ভুগিতে হয়, সুতরাং বেকাররূপ পাপও নিজ কর্ম্মদোষের ফল ভাবিতে হইবে। এজন্য কর্ম্মনিয়ন্ত্রণই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। জগতে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও হানিকারক বিষয় হইতেছে এই বেকারব্যাধি।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

এইজন্য সকল লোকেরই প্রশ্নটির বিষয় চিন্তা করা এবং উহার প্রতিকারকল্পে সংঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালান আবশ্যক ; তবেই উহার কতকটা প্রতিকারের আশা করা যায়। শুভলক্ষণ এই যে, ভারতেও বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষীণ চেষ্টা চলিতেছে, বঙ্গদেশেও 'বেকার যুবকসঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি চেষ্টা এই আন্দোলনের সূচনা করিতেছে।

রাষ্ট্র-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চন্দ বি, এ.

বিলপাশের নিয়ম।

উভয় সভায়ই বিল বা প্রস্তাব উপস্থিত করা যায়। বে-সরকারী সভ্যরা বিল উপস্থিত করিতে চাহিলে একমাস পূর্ব্বে (প্রয়োজনীয় স্থলে বড়লাটের অনুমতি সহ) বিলের নকল ও বিল উপস্থিতের নোটিশ দিতে হয়। সভ্যরা সংখ্যাধিক্যে উহা গ্রহণ করিলে ঐ বিল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। বড়লাট স্থল বিশেষে সরাসরিভাবেও বিল গেজেটে প্রকাশ করিতে পারেন। বিল গৃহীত ও উপস্থাপিত হইলে বিল-উপস্থাপক ইহার বিবেচনা বা ইহা সিলেক্ট কমিটিতে পরীক্ষার্থ দেওয়া বা জনমত সংগ্রহার্থে সাধারণ্যে দেওয়ার প্রস্তাব করিতে পারে। এই প্রথম অবস্থায় বিলের সাধারণ নীতি ও বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা চলে। দ্বিতীয় অবস্থায় সিলেক্ট কমিটিতে বিলটির প্রতি দফা পরীক্ষিত ও দরকার বোধে পরিবর্ত্তিত হয়। এই ভাবে অতিরিক্ত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে বিল পুনঃ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় অবস্থায় বিল-উপস্থাপক সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সভায় উপস্থিত করিয়া সভায় উহা বিবেচনা বা সাধারণ্যে দেওয়ার প্রস্তাব করিতে পারেন। প্রথম স্থলে সভ্যরা ঐ বিলের সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারেন এবং ঐ সংশোধন প্রস্তাব পাশ না হইলে বিল-উপস্থাপক বিল পাশ করিবার প্রস্তাব করিতে পারেন ; দ্বিতীয় স্থলে বিল পাশার্থে পরবর্ত্তী তারিখ ধার্য্য হয়। সভা বিল পাশ করিলে সভাপতি উহাতে দস্তখত করেন।

যেই পরিষদে বিল প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় সেই পরিষদ উহা পাশ করিলে অপর পরিষদে উহা একই ভাবে পাশ হইবার জন্য প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় পরিষদ সংশোধন করিয়া বিলটি পাশ করিলে এবং প্রথম পরিষদ সংশোধন গ্রহণ না করিলে নিম্ন পরিষদ ঐ মতানৈক্যের কথা বড়লাটকে জানাইতে পারে। বড়লাট তখন উহা পাশ করিবার জন্য উভয় পরিষদের সংযুক্ত সভা বসাইতে পারেন ; কাউন্সিল অব ষ্টেটের সভাপতির সভাপতিত্বেই ঐরূপ সংযুক্ত সভা বসিবে এবং দুই পরিষদের সমবেত সভ্যের অধিকাংশের মতে বিলটি পাশ হইবে, এইরূপ মত বিরোধে দুই পরিষদের একই সংখ্যক সভ্যরা সমবেত বসিয়াও ইহার মীমাংসা করিতে পারে। সর্ব্বশেষে বিলে বড়লাট বা সকাউন্সিল সম্রাটের সম্মতি প্রয়োজন হয়। ভারতীয় উচ্চ সভা তাই কেবল পরামর্শ-

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

দাতা নহে; আইন-প্রণয়নে ও বাজেটে ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, যাহা অনেক স্বাধীন দেশেই নাই।

প্রাদেশিক সরকার।

বঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বে প্রেসিডেন্সি, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, বার্ম্মা ও সীমান্ত প্রদেশ গভর্ণরের অধীন। ইহার প্রথম তিনটির গভর্ণর রাজাকর্ত্তৃক সাধারণত বিলাত হইতে কিন্তু অপর প্রদেশের গভর্ণররা বড়লাটের পরামর্শে ভারতীয় সিভল সার্ভিস হইতে নিযুক্ত হয়। অপর গভর্ণর হইতে প্রেসিডেন্সি গভর্ণরের বেতন বেশী, তাহারা ভারত-সচিবের সঙ্গে সরাসরি পত্র ব্যবহার করিতে পারেন এবং অস্থায়ী ভাবে বড়লাটের কার্য্য করিতে পারেন। দিল্লী, আজমিরমারওয়ারা, কুর্গ, বৃটিশবেলুচিস্থান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ চিফ-কমিশনারের শাসনের অধীনে।

গভর্ণর।

ভারতীয়দিগকে স্বশাসনে শিক্ষাদান, শান্তি স্থাপন, ধর্ম্মবিরোধদূরীকরণ, সংখ্যালঘিষ্ঠ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান, কর্ম্মচারীদের রক্ষণাবেক্ষণ অন্যায় একচেটিয়া অধিকার ও বৈষম্য-রোধ, জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা ইত্যাদির ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিতে রাজাকর্ত্তৃক গভর্ণর উপদিষ্ট হন। গভর্ণরও বড়লাটের মতই আইনের গণ্ডীর বাহিরে। গভর্ণর মন্ত্রী নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিতে, কাউন্সিল সেক্রেটারী নিয়োগ করিতে, তাহার কার্য্যকারী কাউন্সিলের মত উল্টাইয়া দিতে, এক বৎসর পর্য্যন্ত আইন সভার কার্য্যফল হ্রাস বৃদ্ধি করিতে এবং সার্টিফিকেশনের দ্বারা বিল পাশ করিতে পারেন। তাহার বিনা অনুমতিতে প্রাদেশিক আইন হইতে পারে না বা বিনা সুপারিশে রাজস্ব সরকারে গৃহীত হইতে পারে না। রাজস্ব বিষয়ক বিলের প্রবর্ত্তনেও তাহার অনুমোদন প্রয়োজন। বঙ্গ, বোম্বে, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণররা বার্ষিক ১২৮০০০ টাকা এবং পাঞ্জাব ও বিহার, উড়িষ্যার গভর্ণর লক্ষ টাকা বেতন পান।

গভর্ণরের কার্য্যকারী সভা।

সভ্যরা ৫ বৎসরের তরে সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়; ইহাদের সংখ্যা ভারতসচিব নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তবে উহা চারের অধিক হইতে পারে না। ইহাদের অর্দ্ধেক ভারতীয় ও একজনের অন্তত ভারতীয় সরকারী চাকুরীতে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। প্রদেশের শান্তি ও স্বার্থের ব্যাপার ব্যতীত অন্যত্র গভর্ণর এই সভার অধিকাংশের মত মানিতে বাধ্য; এই সভায় গভর্ণরের এক অতিরিক্ত ভোট আছে। এই সভা প্রাদেশিক আইন সভার নিকট না হইয়া বড়লাটের নিকট দায়ী। রাজস্ব, পুলিশ, বিচার, জেল ইত্যাদির শাসন ইহাদের হাতে রক্ষিত। ১৯১৯ সনের আইনে মন্ত্রীরাও প্রদেশে রাজস্বের ভার নিতে পারেন কিন্তু ভারতসচিব তাহার নিয়ম করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাজস্ব কার্য্যকারী বিভাগের হাতে রাখিয়াছেন। এই অর্থসচিবের বিনা অনুমতীতে মন্ত্রীরা হস্তান্তরিত বিষয়ের জন্যও ধার করিতে বা টেক্স বসাইতে পারেন না। ভারত সচিবের এই নিয়ম করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ এবং ইহা খুব ব্যাপক ও গুরুতর।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মন্ত্রী মণ্ডল।

প্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বন, কোপারেটিভ কার্য্য, আবগারী বিভাগ, রেজিষ্ট্রেসন, শিল্প, পাবলিক ওয়ার্কস, ধর্ম্মার্থে দান ইত্যাদির শাসন আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। মন্ত্রীরা আইনসভায় নির্ব্বাচিত না হইলে ছয় মাসের অধিক মন্ত্রীত্ব রাখিতে পারেন না। ইহাদের সংখ্যা হয় সাধারণত দুই হইতে তিন কিন্তু ইহাদের যুক্ত দায়িত্ব নাই। ফলে আইনসভা ইহাদের যাহার বেতন অমঞ্জুর করিবে বা যাহাতে অনাস্থা প্রকাশ করিবে সেই মাত্র পদত্যাগ করিবে। উপরোক্ত হস্তান্তরিত বিষয়ে গভর্ণর সাধারণত মন্ত্রীর কথাই মানিয়া চলিবেন, তবে গভর্ণরের নিজ দায়িত্ব পালন করিতে নীতিহিসাবে তিনি মন্ত্রীর সিদ্ধান্তও বাতিল করিতে পারেন। মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে এবং গভর্ণরের অধীনে কার্য্যকারী সমিতি ও মন্ত্রীমণ্ডলে পারস্পরিক আলোচনায় যথাসম্ভব একবাক্যে কার্য্য করার নীতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। উপরোক্ত দ্বৈতশাসন সাময়িক মাত্র।

ভারত এই আইনে ইউনিটারী বা একীভূত রাজ্য থাকিলেও ফিডারেল বা সংযুক্ত রাজ্যের মত প্রাদেশিক শাসন ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসন হইতে অনেকটা বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বিষয়ক ডিভলিউসন রুল প্রথম ভাগে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিষয় এবং ঐ প্রাদেশিকের মধ্যে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বের বিভিন্ন উৎপত্তিস্থল ও কেন্দ্রীয় সরকারে প্রাদেশিক সরকারের দেয় অর্থ, তৃতীয় ভাগ প্রাদেশিক অর্থবিভাগের অধিকার ও কর্ত্তব্য, চতুর্থ ভাগ কেন্দ্রীয় বিষয় পরিচালনার্থ প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টরূপে নিয়োগ এবং পঞ্চম ভাগ প্রাদেশিক হস্তান্তরিত বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়াছে।

প্রাদেশিক আইন সভ।

গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে সর্ব্বত্রই একসভাযুক্ত আইনপরিষৎ আছে। কুর্গ ব্যতীত ছোট প্রদেশগুলির আর কোথাও আইনসভা নাই। বার্ম্মাকে ১৯২৩ সনে দুই বৎসর পরে এই সংস্কার দেওয়া হইয়াছে এবং সীমান্তপ্রদেশে মাত্র গত পূর্ব্ব সনে সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভ্যসংখ্যা বঙ্গে ১৩৯, মান্দ্রাজে ১২৭, যুক্তপ্রদেশে ১২৩, বোম্বেতে ১১১, বার্ম্মায় ১০৩, বিহার-উড়িষ্যায় ৯৮, পঞ্জাবে ৮৩, মধ্যপ্রদেশে ৭০ ও আসামে ৫৩ জন। ইহাদের শতকরা ৭০ জন নির্ব্বাচিত সদস্য হওয়া চাই এবং এক পঞ্চমাংশের অধিক সরকারী সভ্য হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত মনোনয়ন আছে। কোন বিশেষ পারদর্শী হিসাবে গভর্ণর দুই জন সভ্য মনোনীত করিতে পারেন। সভাপতি ও মন্ত্রী ব্যতীত কাউন্সিলের বেসরকারী সভ্যরা সরকারী চাকরী গ্রহণ করিলে সভ্যপদ হারাইবেন।

ইহার নির্ব্বাচনকেন্দ্র সহরেও আছে, গ্রামেও আছে। শিখ, মুসলমান, অমুসলমান, ইউরোপীয়, মহারাট্টা, করেন, অব্রাহ্মণ, এংগ্লো-ভারতীয় ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক দল ব্যতীত জমিদারি, ব্যবসায়ী, কারখানাশালী ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন নির্ব্বাচন ও সভ্যপদ আছে। ভোটারদের গুণ প্রায় কেন্দ্রীয় আইনসভার মতই। রুল অনুসারে বাদ দেওয়া টেক্স ব্যতীত নূতন টেক্স বসাইবার বা ভারতীয় ঋন, কাষ্টম শুল্ক বা কেন্দ্রিয় সরকারার্থ বসান কোন টেক্সের, ক্ষতিজনক সামরিক শাসন,

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বৈদেশিক নীতি, কেন্দ্রীয় বিভাগ, বড়লাটের ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তারকারী বা পার্লামেন্টের কোন আইনের বিরুদ্ধাচারী কোন আইন করিবার ক্ষমতা এই আইন-সভার নাই। ইহার অনুমোদিত সমস্ত বিলেই গভর্ণর ও বড়লাটের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এই সভার মতের বিরুদ্ধেও লাট সার্টিফিকেশন দ্বারা "লিখিত বিষয়ে" আইন করিতে পারেন, তবে উহাতেও বড়লাট ও রাজার সম্মতি আবশ্যক।

প্রাদেশিক বাজেট বা আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব কাউন্সিল আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করিতে পারে, কিন্তু নূতন অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। প্রাদেশিক সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় অর্থ, ঋণের সুদ, আইন দ্বারা যাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট এমন খরচ, রাজা বা ভারতসচিব নিযুক্ত কর্ম্মচারীর বেতন ও পেন্সন, হাইকোর্টজজ ও এডভোকেট জেনারেলের বেতন এই আইনসভার ভোটে দিতে হয় না। সংরক্ষিত বিষয়ের কোন আর্থিক দাবী কাউন্সিল অগ্রাহ্য করিলে গভর্ণর ঐ দাবী মঞ্জুর করিতে পারেন, কিন্তু হস্তান্তরিত বিষয়ে তিনি ঐরূপ করিতে পারেন না।

বিচারবিভাগ

ভারতীয় হাইকোর্ট হইতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আপিল বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে হয়। ভারতীয় হাইকোর্টগুলি ১৮৬১ সনের আইনে সৃষ্ট ও ১৯১৫ সনের আইনে সুনিয়ন্ত্রিত। হাইকোর্টের জজদের সংখ্যা ২০ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাহারা বিলাত ও আয়র্লণ্ডের বারিষ্টার, স্কটলণ্ডের এডভোকেট, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ছাবরডিনেট জজ বা স্মলকজ কোর্টের জজ ও হাইকোর্টের উকিল হইতে গৃহীত হন। জজরা অসদাচরণ না করা পর্য্যন্ত কার্য্যে থাকে। এই জজদের উপরে একজন চীফ্ জাষ্টিস আছেন। ভারতসচিবের বিনা অনুমতিতে ভারতীয় আইনসভা হাইকোর্টে উঠাইতে পারে না এবং রাজাই মাত্র অতিরিক্ত হাইকোর্ট করিতে পারেন। ১৯১১ সনের আইনে নূতন হাইকোর্ট স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারেই পরে পাটনা ও রেঙ্গুন হাইকোর্ট হয়। স্থান বিশেষে হাইকোর্ট স্থলে ভারতীয় আইনসভা কর্ত্তৃক স্থাপিত চিফকোর্ট বা জুডিশিয়াল কমিশনার আছে। ইহাদের নীচে সর্ব্ব জিলার ফৌজদারী বিচারের জন্য সেসন কোর্ট আছে; তাহার নীচে মেজিষ্ট্রেটের কোর্ট। সেসন কোর্টে ফৌজদারী বিচারে ঘটনার দিক দেখিবার জন্য জুরি নেওয়া হয় এবং কোথাও কোথাও বিচারককে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেসর নেওয়া হয়।

হাইকোর্টের নিম্নে

দেওয়ানী বিচারে হাইকোর্টের নিম্নে জিলাজজের কোর্ট, ছাবরডিনেট জজ কোর্ট ও মুন্সেফ কোর্ট। আদি মোকর্দ্দমায় ছাবরডিনেট জজ ও জিলাজজের ক্ষমতা একরূপ। মুন্সেফকোর্ট কোথাও এক কোথাও দুই হাজার টাকার দাবীর মামলা করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত অল্প দাবীর মামলার জন্য স্মলকজ কোর্ট আছে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় হইতেই বিচার ও শাসন এক হস্তে চলিতেছে। পুলিশের কর্ত্তা মেজিষ্টেট যে সেই পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত ব্যক্তির ফৌজদারী বিচার করে ইহাতে ন্যায় বিচার হইতে পারে না বলিয়া এই বিচারভার জজদের উপরই দেওয়ার আন্দোলন চলিতেছে। মেজিষ্টেটের এই বিচার অবশ্য জিলা জজ ও হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে। কেহ কেহ হাইকোর্টের উপরে সর্ব্ব-

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভারতের জন্য এক সুপ্রীম কোর্ট চাহেন। অত্যাচার ও অপকর্ম্ম নিবারণার্থে রাজ্যের কার্য্যকারী বিভাগ, আইনকারী বিভাগ ও বিচার বিভাগ কতকটা পৃথক করা হইলেও এখনও কার্য্যকারী বিভাগই অপর দুইটিকে অনেকটা করায়ত্ব রাখিয়াছে।

জিলা শাসন।

জিলা শাসনের কর্ত্তাই জিলা মেজিষ্ট্রেট বা (নন-রেগুলেশন প্রদেশে) ডেপুটি কমিশনার। ভারতে ২৭১টি জিলা। মাদ্রাজে ভিজাগাপটম জিলায় ১৭০০০ বর্গমাইল স্থান ও ৩০ লক্ষের উপর লোক এবং এই উভয়ই উহার ডেনমার্ক হইতে অধিক। ময়মনসিংহের লোক সংখ্যাও (প্রায় ৪৫ লক্ষ) সুইজারলেণ্ড হইতে অধিক। মেজিষ্ট্রেট কালেক্টাররূপে রাজস্ব আদায় করে—কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ও সরকারী ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আবগারী ও ষ্টাম্প বিভাগ দেখেন। তিনি ফৌজদারী বিচার করেন ও দেশহিতের কার্য্যও করেন। শস্যের হিসাব ও মূল্য তিনি দাখিল করেন এবং লোকাল বোর্ড, জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধান করেন।

সাধারণতঃ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকই জিলা মেজিষ্ট্রেট হয়। ১৮৫৩ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীরা কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্ত্তৃক মনোনীত হইত, কিন্তু ঐ সনে তৎদর্থে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সৃষ্টি হয়। ১৮৭৯ সনে মনোনয়ন দ্বারা ভারতীয়দের মধ্য হইতে এই চাকরিগুলির এক ষষ্ঠাংশ পূর্ণ করার ষ্টেটুটরী সিভিল সার্ভিস প্রথা হয়। কিন্তু পরে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট ব্যবস্থা করে যে বিলাতে এই চাকরিতে যত লোক নেওয়া হইবে ভারতে তাহার শতকরা ৩৩ ভাগ নেওয়া হইবে। সিভিল সার্ভিসের যেরূপ ক্রমে ভারতীয় ঢুকিতেছে সৈন্য বিভাগের দলপতিদের চাকরিতে ও তেমন কিছু কিছু ভারতীয় গৃহীত হইতেছে।

জিলাগুলি ছাবডিভিশনাল অফিসারের অধীনে ছাবডিভিশনে ও ছাবডিভিশনগুলি কোথাও কোথাও তহশীলদার, মামলতদার বা মুকতারকারের অধীনে ক্ষুদ্রতর উপবিভাগে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র আমলাগণ জিলা অফিসারের নিকট দায়ী এবং তাহার মতই তাহাদের কর্ত্তব্য। মাদ্রাজে ব্যতীত সর্ব্বত্র কয়েকটি জেলার উপর বিভাগীয় কমিশনার আছে। রাজস্বের কাজই কমিশনারদের এখন প্রধান কাজ।

গ্রাম্য শাসন।

ভারতে দুই রকমের গ্রাম আছে—রায়তী ও জমিদারী। যুক্ত প্রদেশে, পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশে জমিদারী গ্রাম ও অন্যত্র রায়তী গ্রাম অবস্থিত। রায়তী গ্রামে কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে সরকার হইতে জমি ভোগ করে ও সরকারকে খাজনা দেয়, ইহাতে অনেক স্থলে গ্রাম্য প্রধানের বা সরদারের উপর বংশানুক্রমিক ভাবে গ্রাম্যশাসন ও রাজস্ব আদায়ের ভার থাকে। জমিদারী গ্রামে এক বা অল্প কয়েক ব্যক্তি সমস্ত গ্রামের মালিক থাকে। এই সব গ্রাম পূর্ব্বে প্রধান বংশগুলির প্রধান দ্বারা গঠিত পঞ্চায়েত সাহায্যে শাসিত হইত। পরে লম্বরদার নামে সরকারী কর্ম্মচারী ইহাদের সঙ্গে নিযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশীয় রাজারা ব্যক্তিবিশেষের নিকট সমস্ত গ্রাম বন্দোবস্ত দিতেন এবং ঐ গ্রাম্য জমিদার গ্রাম্য শান্তি শৃঙ্খলাও রক্ষা করিত, কিন্তু বর্ত্তমান দেওয়ানী, ফৌজদারী, পুলিশ ও রাজস্ব প্রথায় ঐ গ্রাম্য শাসন উঠিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য উন্নতি সাধন ও সাধারণ বিচারের

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভার দিয়া বর্ত্তমানে পাঞ্জাব, বিহার-উড়িষ্যা, বোম্বে এবং বঙ্গে গ্রাম্য পাঞ্চায়েত প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯১৯ সনে বঙ্গে ইউনিয়ান বোর্ড (কতিপয় গ্রাম নিয়া) সৃষ্ট হইয়াছে ; ৩ বৎসর অন্তর গ্রাম্য টেক্স দাতা কর্ত্তৃক ইহার দুই তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত, বাকী সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। এই বোর্ড সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার করে ও পাহাড়া, রাস্তা, জলাশয়, স্বাস্থ্য, স্কুল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং এতদর্থে গ্রাম্য টেক্স আদায় করিয়া থাকে।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগপ্রণালী—যাহা 'ভারতের সাধনার' এক বিশেষ লক্ষ্য—তাহা সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ]

সত্যকাম জাবাল

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

এখন দেখা যাউক, ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্যাপারটা কিরূপ বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে জবালাতনয় সত্যকাম তাহার মাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন, মা! আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে চাহি। আমার গোত্র কি আপনি আমাকে বলিয়া দিন। উত্তরে জবালা বলিয়াছিলেন—

বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ লভে, সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালাতু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি।

ইহার অর্থ আমাকে অনেক অধিক দূর পথ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, আমি সেবাব্রতিনী ছিলাম। যৌবন কালে আমি তোমাকে পাইয়াছি,—আমি সেই জন্য তোমার গোত্র কি তাহা জ্ঞাত নই, আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, অতএব তুমি আচার্য্যকে বলিও যে তুমি সত্যকাম জাবাল।

চর ধাতু গমনার্থক। বহু শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ। সুতরাং বহ্বহং চরন্তী অর্থে আমি বহু দূরদেশ হইতে আগত ; অথচ চর ধাতুর গৌণ অর্থ সেবা করাও হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার অর্থ—বহু প্রকারে আমাকে সেবা কার্য্য করিতে হইত। অর্থাৎ গোসেবা, অতিথি-সেবা, গুরুজনসেবা ইত্যাদি। চর ধাতুর মুখ্যার্থ গমন, সুতরাং এখানে সেই অর্থই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহার পর রহিয়াছে,—পরিচারিণী। পরিচারিণী অর্থে সেবাব্রতিনী, পরি অর্থে পশ্চাৎ+চর গমন করা অর্থাৎ যে আদেশ পালনার্থ পিছু পিছু যায়। এক কথায় সেবিকা। অনেকে এই শব্দটি দেখিয়া জবালা শূদ্রাণী ইহা আন্দাজ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে আন্দাজ করিলে

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভুল হইতে পারে। পরিচারিণী হইলেই যে শূদ্রা হইবে এমন কোন কথা নাই। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা বিপদে পড়িয়া কাশীতে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ি পরিচারিণী বা পরিচারিকার কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ক্ষত্রিয়া ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা দ্রৌপদী ক্ষত্রিয়া হইয়াও আপদ কালে বিরাট রাজ গৃহে পরিচারিণী হইয়াছিলেন। নল-রাজার পত্নী দময়ন্তীকে এবং শ্রীবৎস রাজার পত্নী চিন্তাকেও দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া পরিচারিণীর কাজ করিতে হইয়াছিল। যখন রাজারাজড়াদের মহিষীও দৈব দুর্ব্বিপাকে পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হইয়াছে, তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যার যে আপদ্ কালে তাহা করিতে হইতে পারে না, তাহা মনে করা ভুল। দ্বিতীয়তঃ জবালাকে যে পরগৃহে পরিচারিণীর কার্য্য করিতে হইয়াছিল তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। পতিগৃহে কেহ দোসর না থাকিলে অনেককে গৃহস্থের একাই সব কাজ করিতে হইত। দেবসেবা, অগ্নিসেবা, (সাগ্নিক পতির অগ্নি রক্ষা) অতিথিসেবা, পতিসেবা, রন্ধনাদি কার্য্য সমস্তই বাড়ির গৃহিণীকেই করিতে হইত। এরূপ অবস্থায় যে জবালা আপনাকে পরিচারিণী বলিবেন, তাহাতে অন্যায় বিষয় কি হইয়াছে? ইহাতে জবালা যে শূদ্রা ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত হয় কিরূপে? এরূপ অবস্থায় অঞ্জনানন্দন যেমন সমুদ্রের এপার হইতে একটি লম্ফে লঙ্কায় গিয়া হাজির হইয়াছিলেন, সেইরূপ জবালা দাসী ছিল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিস্ময়কর বটে কিন্তু পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে। তাহার পর, জবালা বলিয়াছেন যে "যৌবনে ত্বামলভে।" যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছি বা পাইয়াছি। তোমাকে প্রসব করিয়াছি একথাটা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। পুত্ররূপে পাইয়াছি এমন কথাত বলেন নাই। কাজেই সত্যকাম জবালার গর্ভজ সন্তান কি পালিত সন্তান তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। বরং সত্যকাম জবালার গর্ভস্থ সন্তান একথা বলিলে যৌবনে শব্দটি বলা অতিরিক্ত হয়। নারীরা যৌবন কালেই সন্তান প্রসব করে। কারণ হিন্দু মতে ১৬ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারীর যৌবনকাল, বৃদ্ধ বয়সে কেহ সন্তান প্রসব করে না। সে কালে ঈতির ফলে শস্যহানি ঘটিলে বহু লোক এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। অনেকে গর্ভবতী নারী সঙ্গে লইয়াও যাইতে বাধ্য হইত। উহারা যাইবার সময় গৃহস্থের বাড়ি অতিথি হইত। প্রসববেদনা হইলে নারীদের গৃহস্থবাড়িতেই প্রসব হইত। যদি এই অবস্থায় কেহ মরিত তাহা হইলে গৃহস্থই সেই সন্তানকে নিজ সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন। জবালা সত্যকামকে ঐরূপ ভাবে পাইয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? কেহ না থাকিলে লোক মরণকালে শিশু সন্তানকে অন্য লোকের হাতে সপিয়া দিয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত এখনও মিলে। এরূপ অবস্থায় জাবালের ঐ সন্তানের গোত্র জানিয়া লইবার ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তিনি জানিতেন যে সত্যকাম ব্রাহ্মণতনয়। তাই তিনি তাহাকে হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট উপনীত হইতে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং দুই ভাবেই উহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকাংশ হিন্দু টীকাকারের ব্যাখ্যা। এলাহাবাদের পাণিনী আফিস হইতে প্রকাশিত ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদক লিখিয়াছেন যে জবালা সত্যকামকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়—অসম্ভব নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য, সত্যকাম জারজ এবং দাসীপুত্র বা শূদ্রাগর্ভজাত এ ধারণা আসিল কোথা হইতে? জবালা বলিয়াছিলেন "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী।" যাহাদের সংস্কৃত ভাষায়

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহাদের মনে হইতে পারে, জবালা বলিতেছে যে সে বহুচারিণী অর্থাৎ বেশ্যা কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সামান্য জ্ঞান থাকিলে সে ধারণা আসিতেই পারে না। বহু শব্দ এখানে ক্রিয়ার বিশেষণ সুতরাং ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন, যদি বহু পুরুষকে আমি ভজনা করিয়াছিলাম, ইহা বলা জবালার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে ঐ স্থানে বহু না হইয়া বহূন্ হইত। বহু এবং চরন্তী ইহার মধ্যে অহং পদ থাকায় বহু চরন্তী এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। বহু শব্দ এখানে চরন্তী ক্রিয়ার বিশেষণ। উহা ক্রিয়ার আধিক্য সূচিত করিতেছে,—বহু দূর ভ্রমণ বুঝাইতেছে। উহাতে বুঝা যাইতেছে,—জবালা দূরদেশ হইতে আসিয়াছিল। চর ধাতুর সেবার্থ ধরিলে বহু প্রকারের সেবা—যথা গো-সেবা, দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতি বুঝায়। সেবাকার্য্যে তাহার অবসর ছিল না, ইহাই বুঝাইতেছে। সুতরাং সত্যকাম যে বেশ্যাপুত্র এ ধারণা ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে আসিতে পারে না। জবালা যে শূদ্রা ছিলেন, তাহারও ঘুণাক্ষরে কোন প্রমাণ নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সত্যকাম যদি জবালার গর্ভস্থ সন্তানই না হইবেন, তাহা হইলে জবালা তাঁহাকে "জাবাল" বা জবালার পুত্র একথা বলিতে বলিবেন কেন? ইহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে পূর্ব্বকালে পালিত পুত্রগণও মাতৃ নামে পরিচিত হইত। যথা কর্ণ তাহার পালিকা মাতার নাম অনুসারে রাধেয় বলিয়া অভিহিত হইতেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত সন্তান না হইলেও "যশোদানন্দন" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অথচ সকলেই জানিত তিনি দেবকী-নন্দন। কংস সেই কথা জানিতে পারিয়া পুতনা প্রভৃতিকে ব্রজধামে পাঠাইয়াছিলেন সুতরাং সত্যকামকে জাবাল এই পরিচয় দিতে বলা হইয়াছে বলিয়া তিনি যে জবালার গর্ভজাত সন্তান ইহা নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ হয় না। শকুন্তলা আমরণ ব্রহ্মচারী কণ্বের পালিতা কন্যা বলিয়া কণ্বনন্দিনী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছিলেন। কার্ত্তিক ছয় জন মাতা (যথা কৃত্তিকাত্রয়, দুর্গা, গঙ্গা এবং পৃথ্বী) কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া ষান্মাতুর নাম পাইয়াছিলেন। নতুবা একই পুত্রকে কখনও ছয় জন মাতা প্রসব করিতে পারেন না। সুতরাং জাবাল এই অভিখ্যা হইতে সত্যকাম যে জবালার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন এরূপ নিশ্চিত ধারণা করা যাইতে পারে না।

ইহার পর উক্ত আখ্যায়িকায় বলা হইয়াছে যে সত্যকাম মাতার এই কথা শুনিয়া গৌতমের নিকট গমন করিয়া উপনীত হইবার প্রস্তাব করেন। গৌতম শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সত্যকামের গোত্র কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সত্যকাম ও তাহার মাতা যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সেই কথায় গৌতম বলেন,—"নৈতদব্রাহ্মণো বক্তুমিতি।" কোন অব্রাহ্মণ এই কথা বলিতে পারে না"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলে জাতি ভাড়াইয়া উপনীত হইতে আসিলে এরূপ সরলভাবে কেহ এইরূপ কথা বলিতে পারিত না। গৌতম সত্যকামকে দেখিয়া এবং তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। অব্রাহ্মণ বলিতে ব্রাহ্মণেতর জাতিই বুঝাইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে সত্যকাম যে ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত এ সম্বন্ধে গৌতমের মনে কোন সন্দেহই জন্মে নাই। তিনি সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বংশে জাত বিশ্বাস করিয়াই তাঁহাকে উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে দিয়াছিলেন। তিনি সত্যবাদী বেশ্যানন্দন বলিয়া সত্যকামকে কোলে করিয়া ধেই ধেই নৃত্য করেন নাই,—অথবা আহ্লাদে আট-

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

খানা হইয়া চীৎকারও করেন নাই। সুতরাং সত্যকাম যে বেশ্যানন্দন ও শূদ্রাগর্ভজাত ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে ইহা সপ্রমাণ হয় না।

আমাদের দেশের একদল সমাজ-সংস্কারক এইরূপ কতকগুলি আখ্যায়িকা ধরিয়া ভারতীয় সাধনা বা কৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস বহুদিন ধরিয়াই করিয়া আসিতেছেন। গল্পের, উপন্যাসের ভিতর দিয়াও তাঁহারা এই কার্য্য করিবার প্রয়াস বহুদিন ধরিয়াই করিতেছেন। হিন্দুসমাজ বরাবরই ইহা উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই উপেক্ষার ফল বড়ই মন্দ হইতেছে। লোকের মনে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা স্থান লাভ করিতেছে। হিন্দুদিগের আর ইহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রবাক্যের এইরূপ কদর্থ করিয়া আপনাদের ইষ্ট সাধন করা নিতান্ত কাপুরুষতার এবং নীচতার কার্য্য। হিন্দুসমাজের আর ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। সেই জন্য বিলম্ব হইলেও আমি এই কথাগুলি বলা কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

আর এক কথা এই যে, যে শ্রেণীর সমাজসংস্কারক এই ভাবে হীন চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সত্যকাম জাবালের এই আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, একথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। গোরু, অগ্নি, হংস এবং জলচর পক্ষী কথা বলিয়া সত্যকামকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন, একথা যে ঐ সকল সংস্কারক বিশ্বাস করেন,—ইহা কি তাঁহারা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন? তর্কের খাতিরে মিথ্যা কথা বলা সহজ হইতে পারে, কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করা সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। যে আখ্যায়িকাটিকে তাঁহারা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে অসমর্থ, তাহাকে অবলম্বন করিয়া এবং তাহার বিকৃত অর্থ করিয়া হিন্দু সমাজের উপর খড়্গাঘাত করা কোন্ সত্যের অনুমোদিত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তর্কশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মিতে পারে, তাহাকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ইহা কোন মতেই সত্যসন্ধানের পরিচায়ক নহে। আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আরও বলা আবশ্যক। পূর্ব্বকালে বেশ্যাপুত্রগণ, বেশ্যাপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয়দানে কুণ্ঠাবোধ করিত না। তখন পরিচয় গোপন করাটা মহাপাপ বলিয়া লোকে মনে করিত। তখন বেশ্যাপুত্রগণ 'খান্‌কা' বলিয়া নিজের পরিচয় দিত। বেশ্যাপুত্রদিগের সহিত বেশ্যাকন্যাদিগের বিবাহ হইত। সুতরাং সত্যকাম যদি সত্যসত্যই বেশ্যাপুত্র হইতেন, আর সেই কথা যদি তিনি আচার্য্যের নিকট বলিতেন, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে অসাধারণ সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক হইত না। তবে বেশ্যারা তখন ভদ্রপল্লীতে স্থান পাইত না, বড় বড় গাঁয়ের প্রান্তভাগে বাজারের নিকট বাস করিত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্নসাহিত্যবিনোদ।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মাসপঞ্জি—ফাল্গুন ১৩৪১

রাষ্ট্র।—

নব দীল্লির কেন্দ্রীয় এবং বঙ্গের প্রাদেশিক ব্যবস্থাসভার অধিবেশন চলিতেছে ; কেন্দ্রীয় পরিষদ বসিবামাত্র তিনটি বিষয়ে সরকারবিরোধিপক্ষের জয় হইল—(১) উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রসিদ্ধ খোদাই খেদমতদার দলের বিরুদ্ধে সরকারের কড়া আইন তুলিয়া লওয়া, (২) বাঙ্গালী রাজবন্দী ব্যারিষ্টার শরত চন্দ্র বসুকে ব্যবস্থা পরিষদে লোকের দ্বারা মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও সরকার তাহাকে উক্ত সভাতে যোগদান করিতে না দেওয়া এবং (৩) এবৎসরের সরকারী রাজস্ব বিল পাশ না করা।

বিলাতের কমন্স সভায় ভারতীয় রাষ্ট্রসংস্কারে প্রস্তাবিত গভর্ণমেণ্ট-অব-ইণ্ডিয়া বিলের দ্বিতীয় বার পাঠ হইয়া গেল, তাহাতে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক স্বরাষ্ট্রই ভারতীয় রাষ্ট্রসংস্কারের চরম লক্ষ্য ; তবে বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্ট ১৯১৯ সনের রাষ্ট্রসংস্কারবিধির ভূমিকা এবং ১৯২৯ সনে বড়লাট তাহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেই স্থিরতর থাকিতে চাহেন।

বোম্বাইতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের এক বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়া বিলের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে—যে অবস্থাতে বিলটি পাশ হইতে যাইতেছে, তাহার সন্তোষজনক পরিবর্ত্তন ব্যতীত উহা রাজগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে ; আর বিলাতে রাজগণের ও ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধিগণের যে সভা হয় তাহার সাব্যস্ত বিষয়ের সহিতও ইহার মিল নাই। প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিয়াছেন পাতিয়ালার মহারাজ, আর তাহার সমর্থন করেন ভূপালের নবাব। বিলাতের রাজনীতিজ্ঞেরা ফেডারেশন বা যুক্তভারতরাষ্ট্রের উপরে জোড় দিতেছেন ; রাজন্যগণের এই নির্দ্ধারণে তাহাতে বজ্রপাত হইল বলিয়া সেখানে আতঙ্ক উপস্থিত ; তবে স্যর স্যামুয়েল হোর তাহার 'কোর্ট' ছাড়িতেছেন না।

অর্থ।—

বঙ্গীয় রাজ-সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়হিসাবে ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি দেখা যায়। বিগত পাঁচ বৎসর বঙ্গে বিপ্লবাত্মক আতঙ্কবাদের প্রশমনার্থে ২৪১৷৹ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আয় বৃদ্ধি কল্পে তামাক প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব আছে। কেন্দ্রীয় (ভারত) সরকারের ১৯৩৫-৩৬ সনের বাজেট হিসাবে ১৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারিদিগের বেতন হার যাহা কাটিয়া রাখিতেছিল, তাহা বন্ধ হইল।

সমাজ।—

কন্যা বিবাহের দায় নূতন নূতন কারণে বৃদ্ধি পাইতেছে—সিলেট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পিকেটিং এতে যোগ দান করিয়াছিল বলিয়া একটি সর্ব্বগুণসম্পন্না অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ের বিবাহে বাধা হইতেছে, উচ্চ শিক্ষাও অন্যতম কারণ বলিয়া দেখা যায়।

ধর্ম্ম।—

কলিকাতা বালীগঞ্জ লেক রোডে জাপানীদিগের একটী বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। বুদ্ধ গয়ার মন্দির বৌদ্ধদিগের হাতে দেওয়ার আন্দোলন চলিতেছে। আগামী হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশনে বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তমকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

শিক্ষা।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন বিধি (১৯৩৯ অব্দ হইতে) গ্রহণ করিবেন। তাহাতে ছাত্রগণকে (১) প্রধান একটা প্রচলিত মাতৃভাষা, (২) ইংরেজী ভাষা, (৩) ভূগোল শাস্ত্র, (৪) ইতিহাস—ভারতের ও ইংলণ্ডের, (৫) অঙ্ক, (৬) সংস্কৃত, পালি, আরবী, ল্যাটিন প্রভৃতি কোনও একটা প্রাচীন ভাষা ও (৭) প্রাথমিক পদার্থ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক ভাবে পড়িতে হইবে ; আর ইংরেজী ভাষা ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে পরীক্ষা ছাত্রগণের মাতৃভাষাতে পরিচালিত হইবে। বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা বালকদিগের অপেক্ষা পৃথক এবং ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষিত শিক্ষক কুলের সৃষ্টি করিতে হইবে।

ব্যক্তি।—

কলিকাতার মেয়র শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারেরে বিরুদ্ধে একটী ব্যভিচারের মোকদ্দমা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মারওয়ারী ধনী স্যর হরি রাম গোয়েঙ্কার মৃত্যু ঘটিল। আলিপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ মেনিনজাইটিস্ রোগে মারা গেলেন ; তিনি পাকুড়ের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যামামলা চালাইতেছিলেন। উক্ত মোকদ্দমার আসামী বিনয়েন্দ্র নাথ পাড়ে ও ডাঃ তারানাথ ভট্টাচার্য্যের ফাঁসীর দণ্ড হইয়াছে।

বৈদেশিক।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলে জারম্যানীর পুনঃ অস্ত্রায়োজন ও সমকক্ষতার দাবী, ফরাসীর আত্ম-সংরক্ষণের চেষ্টা ও জারম্যানীর কার্য্য কলাপে তীব্র দৃষ্টি, আর রোম এবং পূর্ব্ব ইউরোপীয় শক্তি সমূহের প্যাকট বা এক আবদ্ধতা সর্ব্ব সাধারণের আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। আফ্রিকার এবিসিনিয়া রাজ্যের উপরে ইতালীর কোপদৃষ্টি দেখা যায়। অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের সমুদয় চেষ্টা বিফল হওয়াতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিজ নিজ অস্ত্র ব্যবসায় ও অস্ত্রনির্ম্মাণনিয়ন্ত্রণ জন্য চেষ্টা চলিতেছে—ইংলণ্ড, আমেরিকা ও সুইডেনকে এ বিষয়ে অগ্রণী দেখা যায়। গ্রীস দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত, বৃদ্ধ রাজ নৈতিক ভেনেনজিলোরও তাহাতে যোগ আছে। শ্যাম রাজ প্রজাধিপ সিংহাসন ত্যাগ করায় তাঁহার নবম বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার আনন্দ মহীদলকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তিনি এখন সুইটজার্ ল্যাণ্ডে মাতার সহিত বাস করিতেছেন—

কলিকাতা হইতে লণ্ডন বিমানযাত্রার আরও সুগম ব্যবস্থা হইবার কথা, সপ্তাহে চারি বার বিমানপথে ডাক যাতায়াত করিবে। ব্রিটিশ রাজসরকারের কৃষি ও বাণিজ্যসচিব পার্লেমেণ্ট সভাতে প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশের লোকের গোমাংস ভক্ষণে রুচি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। মার্কিণ রাষ্ট্রনায়ক রুজভেণ্ট আর একটী জাতীয় সংরক্ষণ বিধি প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাহাতে শিশু শ্রমিকপ্রথা উঠাইয়া দিবার কথা।

———

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

প্রসাদন শিল্পে বাঙ্গালীর দান

বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর শ্রমে প্রস্তুত

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কসের সাবান

অগুরু	কস্তুরী	প্রীতি
চন্দন	বকুল	বাথ
খস্‌খস্‌	রোজ	ইত্যাদি,

সকলই রূপে ও গুণে অতুলনীয়।

অল্প সাবানে বেশী কাপড় কাচিতে—ইহার কাপড় কাচা সাবান যথা—
ডায়মণ্ড, বল ও ওয়াশিং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
২৮ নং পোলক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মেট্রপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

অত্যল্প সময় মধ্যে অসাধারণ রূপেই
বিশ্বস্ততা কর্ম্ম-দক্ষতা ও স্বাদেশিক ভাবে
লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।

ডিরেক্টরগণ—

স্যার নীলরতন সরকার কে-টি, এম-এ এম-ডি, ডি-সি-এল এম-এল-সি।
স্যার হরিশঙ্কর পাল, কে-টি, বি, কে, পাল এণ্ড কোং স্বত্বাধিকারী।
শ্রীযুক্ত জে. এন. বসু এম-এ-বি এল, এম-এল-সি, সলিসিটার।
রায় সতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিমিটেড্‌।
শ্রীযুক্ত এস, ভট্টাচার্য্য, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিমিটেড্‌।

ম্যানেজিং এজেণ্টস

ভট্টাচার্য্য চৌধুরী এণ্ড কোং

হেডঅফিস

২৮নং পোলক ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বাঙ্গলার নবজাগরণের
সমুজ্জল প্রতীক
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বাঙ্গালাজাতিকে শিল্প-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান নিদর্শন ও পথপ্রদর্শক।

ইহার উৎপন্ন কাপড়
সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টেক্‌সই অথচ সুন্দর ও সুলভ।
ধুতি, সাড়ী, লংক্লথ, টুইল, ম্যাটিং. ক্রেপ, জামার ছিট, বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি যাবতীয় বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইংছে।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

নিজ তত্ত্বাবধানে সর্ব্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ভাবে শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে কেটেলগ্ পাঠান হয়। কয়েকটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধঃ—

১। **মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটীত)**—তোলা ৪৲ টাকা।

২। **বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ**—সের ৩৲ টাকা। ইতাদি, ইত্যাদি।

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার (ট্রামডিপোর লাগ) ও বহুবাজারের মোড়, কলিকাতা।

দন্ত চিকিৎসার সর্ব্বোত্তম স্থান

যোগেশ ব্রাদার্স
২৫নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

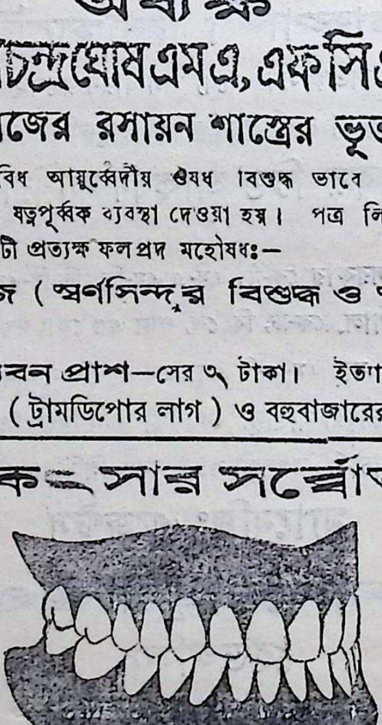

বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলা—রুগ্ন দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা—প্লেটযুক্ত ও প্লেট বিনা কৃত্রিম দন্ত নির্ম্মাণ ইত্যাদি অতি উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য সঙ্গত মূল্যে করা হয়।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust-Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

পূর্ব পূর্ব বৎসরের

ভারতের সাধনা

উত্তম বাঁধাই—সমগ্র সংখ্যা—সুবৃহৎ পুস্তক

প্রথম বর্ষ—(১ম খণ্ড) (কতিপয় সংখ্যা মাত্র প্রাপ্তব্য)	... ...	১০৲ টাকা।
দ্বিতীয় বর্ষ—(২য় খণ্ড)	... ...	৪॥০ „
তৃতীয় বর্ষ—(৩য় খণ্ড)	... ...	৪॥০ „
চতুর্থ বর্ষ—(৪র্থ খণ্ড)	... ...	৪॥০ „
পঞ্চম বর্ষ—(৫ম খণ্ড)	... ...	৪॥০ „

(গ্রাহকগণ পক্ষে শতকরা ২৫৲ কম)

গ্রাহকদিগের জন্য

সুলভ গ্রন্থরাজি—

১। বদরী নারায়ণের পথ

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, এম-এ, প্রণীত

হিমালয়ের অত্যুজ্জ্বল বর্ণনা তীর্থ মাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব দিগ্‌দর্শন উত্তরাখণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ—যাত্রা-পথের পরম সহায়—ঘরে বসিয়া যাত্রাসুখ অনুভব ও পরম লাভের উপকরণ। নয় খানি চিত্র সমন্বিত উত্তম কাগজে ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য বার আনা, গ্রাহকগণ পক্ষে আট আনা মাত্র। "ঘরে বসিয়া যাঁহারা বদরীনাথের তথ্য জানিতে চান তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন"—প্রবাসী। "মূল বিবরণ পাঠে সময় সময় মনে হয় যেন পথটী সম্মুখে দেখিতেছি, এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে"—প্রবীণ হেড্‌মাষ্টার।

২। কুম্ভমেলা

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, এম-এ, প্রণীত

ঐতিহাসিক গবেষণা, সুচিন্তিত তত্ত্ব ও ধর্ম্মকথার অভাবনীয় সমাহার। গ্রাহকগণ পক্ষে মূল্যমাত্র ৵০ আনা।

৩। সন্ধ্যোপাসনা

সন্ধ্যাবিধির বৈদিক ও ব্যবহারিক প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্দেশ। মৃত জাতিকে সঞ্জীবিত করিবার ব্রহ্মাস্ত্র বিশেষ। সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য—মাত্র ছয় আনা; গ্রাহকগণ পক্ষে আরও কম, চারি আনা মাত্র

৪। কৃষিনীতি ও কৃষে আয়ের প্রসার

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শিক্ষিত যুবকদিগের অন্নসমস্যার অমোঘ নিদান হাতে কলমে কার্য্যের ও অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল—গ্রাম্য জীবনযাপন ও গ্রামসংগঠন রূপ মহাব্রতের অপূর্ব্ব সংহিতা। প্রতি ঘরে এক একখানি থাকা আবশ্যক। সুবৃহৎ পুস্তক, মূল্য—২৲ দুই টাকা স্থলে গ্রাহকগণ পক্ষে মাত্র ১৲ এক টাকা।

৫। প্রত্যাখ্যান

সামাজিক উপন্যাস গ্রন্থ

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রণীত

নারী চরিত্র লইয়া এক্ষণে যে ছিনিবিনি খেলা হয়, সে অপ-সাহিত্যের প্রশ্রয়ও ইহাতে নাই। সমাজের দুর্নীতি ও রমনীর লাঞ্ছনা অবজ্ঞাত হয় নাই, অপিচ হিন্দুর আদর্শে নারীচরিত্র কতদূর উজ্জ্বল ও মহান্ হইতে পারে, তাহাই নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। অন্ধকারে আলোক দর্শনের ন্যায় এযুগে এরূপ গ্রন্থ হতাশ প্রাণে আনন্দের ও আশার সঞ্চার করিবে। উত্তম এণ্টিক কাগজে পরিকার ছাপা, মনোরম বান্ধাই—মূল্য বার আনা স্থলে আট আনা মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতের সাধনা—৮৪নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

Regd. No.—C. 1789.

নবযুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

আয়ুর্ব্বেদ প্রচারে অগ্রণী

সি, কে, সেন এণ্ড কোং'র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের মূল ভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭॥০ ডাকমাশুল ১৶০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, শারীর ও ইন্দ্রিয়স্থান, মূল্য ৬॥০, ডাকমাশুল ১৶০

তৃতীয় খণ্ডে, চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান মূল্য ৮৲ ডাকমাশুল ১।৶০

সমগ্র ৩ খণ্ড একত্রে ১৮৲ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ

চিকিৎসক ও গৃহস্থের তুল্যরূপ প্রয়োজনীয়। এরূপ সুবৃহৎ ও অত্যাবশ্যক গ্রন্থ এতাবৎকাল প্রাকশিত হয় নাই। পরিশিষ্ট সমেত সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৭॥০; পরিশিষ্ট বাদ সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৭৲; মাশুল ১৶০ মাত্র; পরিশিষ্টের মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ॥০।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, কলিকাতা।

২৯, কলুটোলা; কলিকাতা।

নূতন পুস্তক

সনাতন ধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ

প্রণীত

এই দুর্দ্দিনে যাহারা হিন্দুধর্ম্মের উপরে নানা প্রকার আঘাত দেখিয়া বিচলিত হইতেছেন তাহাদিগের ধর্ম্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার সাধনরূপে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত। সরল প্রণালী ও প্রাঞ্জল ভাষাতে হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব সমূহ বিবৃত হইয়াছে—শাস্ত্রের গুরুত্ব এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যও ইহাতে সম্যক্ পরিরক্ষিত হইয়াছে। উত্তম কাগজ ও সুদৃঢ় সুন্দর, কাপড়ে বাধাই। মূল্য প্রতি সংখ্যা ১॥০ দেড় টাকা—প্রাপ্তিস্থান সুদর্শন যন্ত্রালয়, কলিকাতা ৮৪ নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।

Printed at the Sudarsana Jantralaya, by B. Dutta and published by him from 84 Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry